হজ্জ সফরে সহজ গাইড

[সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে এক নজরে হজ্জের ধারাবাহিক নির্দেশনা]

মোঃ মোশফিকুর রহমান

হজ্জ সফরে সহজ গাইড
মোঃ মোশফিকুর রহমান

quraneralo.com

হজ্জ সফরে সহজ গাইড

মূলঃ

A Simple Guide on

Hajj Pilgrimage

By - Md. Moshfiqur Rahman

সংকলনঃ

মোঃ মোশফিকুর রহমান

অনুবাদ সহযোগিতায়ঃ

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশনায়ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

qurankeralo.com

হজ্জ সফরে সহজ গাইড

মোঃ মোশফিকুর রহমান

মোবাইল: +৮৮০ ১৭১১৮২৯৪৯৬
ইমেল: kind.slave.of.allah@gmail.com

১ম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১৩ (১২০০ কপি)
২য় প্রকাশঃ জুলাই ২০১৪ (২০০০ কপি)
৩য় প্রকাশঃ মে ২০১৫ (২০০০ কপি)
৪র্থ প্রকাশঃ মার্চ ২০১৬ (৩০০০ কপি)

প্রকাশনায়ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর।

সর্বস্বত্ব: গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।
(গ্রন্থকারের অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি ছাপাতে ও বিতরণ করতে পারেন)

বইটি শুধুমাত্র হজ্জযাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে।
(বইটি বিক্রয় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ)

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স.

২/১, তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।

বিশেষ আবেদন

* আপনি যদি এই বছরের হজ্জযাত্রী হন তবে বইটি সংরক্ষণ করুন ও পড়ুন। বইটি হজ্জ সফরে সঙ্গে নিন।

* আপনার পরিচিতজন যারা এই বছর হজ্জে যাচ্ছেন অথবা যারা আগামীতে হজ্জে গমনে ইচ্ছুক তাদের উদ্বুদ্ধ করতে এই বইটি উপহার দিন।

* স্বামী-স্ত্রী অথবা একই পরিবারের একাধিক হজ্জযাত্রী হলে সেক্ষেত্রে বইয়ের একটি কপি সংরক্ষণ করুন এবং আরো অন্যান্য হজ্জযাত্রীদের বইটি সংগ্রহের সুযোগ করে দিন।

* আপনি যদি বইটির কপি পেতে চান বা বিতরেণ সহযোগিতা করতে চান তবে সরাসরি লেখকের সাথে যোগাযোগ করুন।

* বইটির প্রকাশনায় যারা সহযোগিতা করতে চান তারা হালাল অর্থানুদান দিয়ে দ্বীনি শিক্ষা প্রচারের এই নেকীর কাজে শামিল হতে পারেন। এজন্য লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

* বইটির সফট কপি ডাউনলোড করতে পারেন নিম্ন ওয়েবসাইট থেকে: waytojannah.com, quraneralo.com, islamhouse.com

* বইটির মোবাইল এনড্রয়েড এ্যাপস ডাউনলোড করতে সার্চ করুন: “hajj sofore sohoj guide”.

* আপনার হজ্জ সফর শেষে বইটি নিজের কাছে না রেখে পরবর্তী বছরের অপর কোন হজ্জযাত্রীকে দিয়ে আপনার জন্য নেকী অর্জনের পথ খুলে দিন।

* বইটির বিষয়ে আপনার যে কোন মতামত জানাতে লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

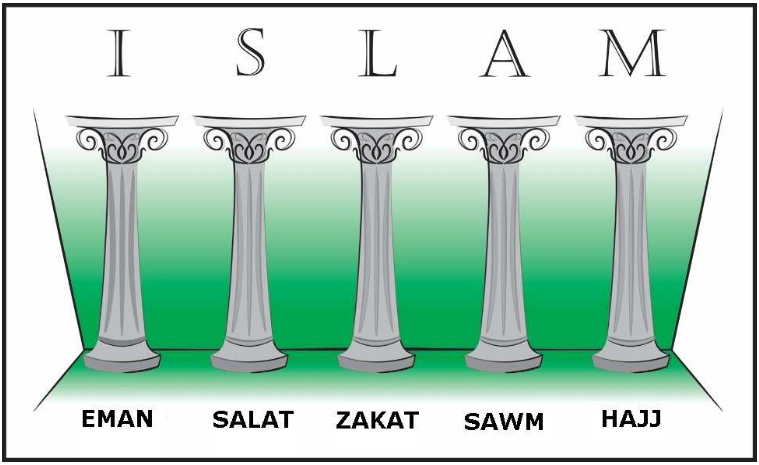
I S L A M
EMAN
SALAT
ZAKAT
SAWM
HAJJ

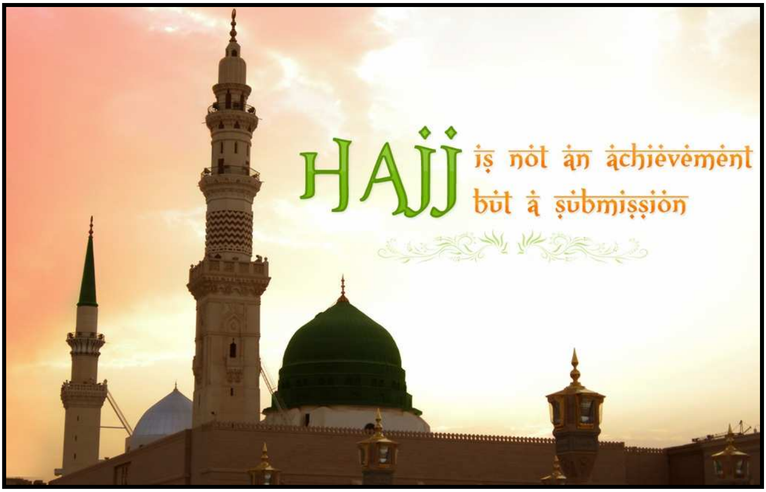
HAJJ is not an achievement
but a submission

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

অনুপ্রেরণা ও পটভূমি

- যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। অসংখ্য স্বলাত ও সালাম তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নাযীল হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন 'ইসলাম' এবং তাঁর দ্বীনের অনুসারীদের আদর্শ পরিচয় 'মুসলিম'।
- একটি হজ্জ প্রশিক্ষণ উপস্থাপনা (প্রেজেন্টেশন) তৈরি করা ছিল আমার মূল লক্ষ্য। ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন হজ্জ প্রশিক্ষণে তা উপস্থাপন করবো। আলহামদু লিল্লাহ! বেশ কিছু হজ্জ প্রশিক্ষণে এই উপস্থাপনাটি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু পরবর্তীতে এটিকে বইয়ে রূপ দেয়াটা আমার মত একজন নবীণ লেখকের জন্য ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে হজ্জযাত্রীদের শিক্ষা ও সেবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ **১১**মাস পরিশ্রমের পর ২০১৩ ইং সালে এই হজ্জ নির্দেশিকার প্রথম সংস্করণ বের করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এরপর কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে ২য়, ৩য় ও পরবর্তীতে ৪র্থ সংস্করণ বের করতে সচেষ্ট হই, যার ফল এই বইটি।
- আমি হজ্জ করার সময় একটি পরিপূর্ণ, সমসাময়িক ও সহীহ হজ্জ গাইডের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম, সেই অনুভব থেকেই এই বই লেখা। আমি যখন বুঝতে পারলাম, হজ্জযাত্রীরা সাধারণত দুই একটা বই পড়ে অথবা মানুষের মুখের কথা শুনে হজ্জ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন - কিন্তু এর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক আর কোন্‌টি ভুল সেটা যাচাই করেন না! কেউ কেউ আবার শুদ্ধতা যাচাই করার কথা মাথাতেই আনেন না! এই উপলব্ধি থেকেই আমি স্ব-প্রণোদিত হয়ে এই হজ্জ গাইড লেখার কাজ শুরু করি।
- আমার লক্ষ্য ছিল ইসলামী শরীয়াহ্‌র নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে একটি নির্ভরযোগ্য ও সহীহ গাইড তৈরি করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই নির্দেশিকায় আমি সঠিক ও বিশুদ্ধ তথ্যসূত্র/রেফারেন্স ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি এবং সুপরিচিত ও সুবিজ্ঞ আলেমগণের দ্বারা সম্পাদনা ও

পরিমার্জন করিয়েছি। একটি কাঠামোগত উপায়ে ও ধারাবাহিকভাবে এই গাইড তৈরি করার চেষ্টা করেছি এবং এর বিষয়বস্তুকে সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছি। বুলেট পয়েন্ট ও পর্যাপ্ত ছবি ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি। গতানুগতিক বইয়ের ভাষা পরিহার করে গল্পের মত ভাষা ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছি যেন সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য তা সহজবোধ্য হয়। বাংলাদেশের হজ্জ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আমি এই গাইড বা নির্দেশিকা তৈরি করেছি। তবে হজ্জের কিছু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া বছরান্তে পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি নতুন তথ্য সম্বলিত নতুন সংস্করণ দেয়ার চেষ্টা করব ইনশা–আল্লাহ।

- ✪ বইটিতে হজ্জের নিয়মকানুনসহ হজ্জের পূর্বপ্রস্তুতি, হজ্জ যাত্রার বিবরণ, হারামাইনের পারিপার্শ্বিক বিবরণ, মক্কা ও মদীনার দর্শনীয় স্থান এবং হজ্জ ও উমরাহতে সম্পাদিত ভুল ত্রুটি ও বিদ‘আত বিষয়গুলো যতটুকু সম্ভব আলোচনা করতে চেষ্ঠা করেছি। গাইডে আলোচ্য কোন বিষয় আপনার জন্য ব্যতিক্রম হতে পারে, এটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা-প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে।
- ✪ মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। এই বইয়ের যে কোনো প্রমাদ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করলে সে মতামত আমি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবো ইনশা–আল্লাহ। যারা আমাকে এই গাইড লেখার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, পরিমার্জনে অবদান রেখেছেন সর্বোপরি যারা অর্থানুদান দিয়ে প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, বিশেষতঃ আমার পরিবারের প্রতি। হে দয়াময় আল্লাহ ! আপনি তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন !

-ঃ-

- ✪ হে আল্লাহ! আপনি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এটি প্রচার প্রসারের জন্য সাহায্য করুন। অনাকাংক্ষিত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য ক্ষমা করুন এবং সুনাম অর্জন, গর্ব ও রিয়া থেকে হেফাযত করুন। নিশ্চয়ই আপনি আমার মনের উদ্দেশ্য জানেন, আপনি সর্বজ্ঞ, পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল। আমীন ! ইয়া রব্বাল আলামীন।

উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশা

- বাংলাদেশ থেকে সরকারি অথবা বেসরকারীভাবে যারা হজ্জে যাবেন তারা এই গাইডে তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে পাবেন।
- হজ্জ ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাতগুলোর অন্যতম। কোনো ইবাদত কবুলের জন্য ৩টি শর্ত পূরণ প্রযোজ্য - (১) আল ঈমান; ঈমানের সকল বিষয়ের উপর সঠিক বিশ্বাস (সহীহ আক্বীদা) স্থাপন করা, (২) আল ইখলাস; নিয়ত ও ইবাদত একমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের জন্য করা, (৩) ইত্তিবাউস সুন্নাহ; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ প্রদত্ত যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণের মাধ্যমে করা।
- বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন মাযহাব, দল ও মতের অনুসারীরা হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলেও হজ্জের মৌলিক বিধিবিধান প্রায় সকলেরই এক।
- এদের মধ্যে কে সঠিক আর কে সঠিক নয় সেটি নিরুপণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের তথ্যসূত্র দিয়ে আমি এমন একটা পন্থা দেখিয়ে দিতে চেষ্ঠা করবো যে উপায়ে স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জ করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ পালন করেছেন। দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা করা সকলের উপর ফরয। তাই আমি আমার বইটি পড়ার অনুরোধ করবো এবং পাশাপাশি অন্য লেখকের আরো বই পড়ার পরামর্শ দিব। এরপর আপনার নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দিয়ে যাচাই বাছাই করে যেটি সঠিক মনে হবে আপনি সেটিকে অনুসরণ করুন। কারো জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে আপনি নিজে জ্ঞান অর্জন করুন এবং তারপর আমল করুন। যতই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের সাথে আপনি হজ্জে যান না কেন কেউ আপনাকে ত্রুটিহীন হজ্জ করার বা মাকবূল হজ্জের নিশ্চয়তা দিবে না। তাই নিজ হজ্জ নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে করুন এবং নিজে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থাকুন।
- আমার প্রত্যাশা - বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন হজ্জ এজেন্সিগুলো তাদের হজ্জ প্রশিক্ষণ গাইড হিসেবে এই গাইডটি ব্যবহার করবেন।

মোঃ মোশফিকুর রহমান

Contents

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজ্জের তাৎপর্য	১৩
কাবা ও হজ্জের ইতিহাস	১৬
হজ্জের নির্দেশনা, গুরুত্ব ও পুরস্কার	১৯
হজ্জ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও শাস্তি	২১
হজ্জের শর্তাবলী ও যার উপর হজ্জ ওয়াজিব	২২
হজ্জের জন্য নিজকে প্রস্তুত করুন	২৩
হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতি	২৫
কিছু তথ্য জেনে রাখুন	২৭
কিছু যোগাযোগের ঠিকানা জেনে রাখুন	২৮
বহুল ব্যবহৃত কিছু আরবি শিখে নিন	২৯
হজ্জের প্রকারভেদ	৩০
হজ্জে যেসব জিনিসপত্র সঙ্গে নিবেন	৩১
হজ্জের সময় যেসব পরিহার করবেন	৩৩
হজ্জের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৩৪
হজ্জ যাত্রার পূর্বে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৩৫
হজ্জের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হওয়া	৩৬
ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প	৩৯
বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশন	৪০
ঢাকা বিমানবন্দর	৪১
বিমানের ভেতরে	৪২
উমরাহ	**৪৪**
উমরাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৪৫
উমরাহর ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত	৪৫
ইহরামের মীকাত	৪৬
ইহরামের তাৎপর্য	৪৮
ইহরামের পদ্ধতি	৪৮
ইহরাম ও তালবিয়াহর ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৫২
ইহরাম অবস্থায় অনুমোদিত কার্যাবলী	৫৩

Contents

ইহরামের পর যেসব বিষয় নিষিদ্ধ	৫৩
ইহরামের বিধান লঙ্ঘনের কাফফারা	৫৫
জেদ্দা বিমানবন্দর: ইমিগ্রেশন ও লাগেজ	৫৬
জেদ্দা বিমানবন্দর: বাংলাদেশ প্লাজা	৫৭
মক্কায় পৌঁছানো ও আইডি সংগ্রহ	৫৯
মক্কা আল মুকাররমা	**৬০**
মক্কা ও মসজিদুল হারামের ইতিহাস	৬৩
তাওয়াফের তাৎপর্য	৬৫
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও টিপস	৬৬
মসজিদুল হারামে প্রবেশ ও কাবা তাওয়াফ	৬৭
মাক্বামে ইবরাহীম ও যমযম কূপ	৭৪
তাওয়াফের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৭৫
সাঈ’র তাৎপর্য	৭৭
সাঈ’র পদ্ধতি	৭৮
কসর/হলক্ব	৮১
সাঈ’র ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৮২
উমরাহের পর যা করতে পারেন	৮২
হজ্জ সফরে একাধিক উমরাহ	৮৩
মসজিদুল হারাম সম্পর্কিত কিছু তথ্য	৮৪
মসজিদুল হারামে প্রচলিত অনিয়ম, ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	৮৭
মক্কায় কেনা-কাটা	৮৯
মক্কায় দর্শণীয় স্থান	৯০
হজ্জ	**৯৫**
হজ্জের ফরয (হজ্জে তামাত্তু)	৯৬
হজ্জের ওয়াজিব (হজ্জে তামাত্তু)	৯৬
হজ্জের সুন্নাত (হজ্জে তামাত্তু)	৯৭
ফরয,ওয়াজিব ও সুন্নাত বিষয়ে সচেতনতা	৯৭
হিজরী ক্যালেন্ডারে দিবা-রাত্রি ধারনা	৯৮
৮ জিলহজ্জ: তারবিয়াহ দিবস	১০০
মিনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১০৫
মিনায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১০৬

Contents

৯ জিলহজ্জ: আরাফা দিবস	১০৯
আরাফা সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১১৩
আরাফায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১১৩
১০ জিলহজ্জ: মুযদালিফার রাত	১১৬
মুযদালিফা সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১১৯
মুযদালিফায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১২০
১০ জিলহজ্জ: বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা	১২২
জামরাত সম্পর্কিত কিছু তথ্য	১২৫
কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১২৬
১০ জিলহজ্জ: হাদী করা	১২৯
১০ জিলহজ্জ: কসর/হলক্ব করা	১৩০
হাদী ও কসর/হলক্ব করার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১৩১
১০ জিলহজ্জ: তাওয়াফুল ইফাদাহ ও সাঈ করা	১৩১
১০ জিলহজ্জ: কাজের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ	১৩৩
১১ জিলহজ্জ: মিনায় রাত্রিযাপন ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ	১৩৪
১২ জিলহজ্জ: মিনায় রাত্রিযাপন ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ	১৩৬
১৩ জিলহজ্জ: মিনায় রাত্রিযাপন ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ	১৩৮
তাওয়াফুল বিদা/বিদায় তাওয়াফ করা	১৩৯
যারা হজ্জে ক্বিরান করবেন	১৪০
যারা হজ্জে ইফরাদ করবেন	১৪১
যারা বদলী হজ্জ করবেন	১৪২
হজ্জের পর যা করতে পারেন	১৪৩
মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ	১৪৩
আল মদীনা আল মুনাওওয়ারা	**১৪৪**
মদীনা ও মসজিদে নববীর ইতিহাস	১৪৭
মসজিদে নববী দর্শন	১৪৯
মদীনা ও মসজিদে নববী সম্পর্কিত তথ্য	১৫৩
মসজিদে নববী দর্শনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত	১৫৮
মদীনায় কেনা-কাটা ও মদীনায় দর্শনীয় স্থান	১৬০
এবার ফেরার পালা	১৬৬
হজ্জের পর যা করবেন	১৬৮
ভালো আলামত	১৬৯
কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআ	১৭০

হজ্জের তাৎপর্য

- ✪ হজ্জ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বুনিয়াদি স্তম্ভ।
- ✪ হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ; সংকল্প করা বা ইচ্ছা করা।
- ✪ আল্লাহর নির্দেশ মেনে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৌদি আরবের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সফর করা এবং ইসলামী শরীআহ অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার নামই হজ্জ।
- ✪ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১০ম হিজরীতে একবার স্বপরিবারে হজ্জ পালন করেন।
- ✪ ৯ম বা ১০ম হিজরীতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে হজ্জকে ফরয করা হয়।
- ✪ হজ্জ সম্পন্ন করতে জিলহজ্জের ৮ থেকে ১৩ তারিখে মাধ্যে আরবের মক্কা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হয়।
- ✪ হজ্জ সম্পাদনের অন্যতম একটি অংশ হলো ৯ জিলহজ্জ আরাফা ময়দানে অবস্থান করা। এ আরাফা ময়দান হাশরের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হবে সুবিস্তৃত এক ময়দানে।
- ✪ হাদীসে হজ্জযাত্রীদের আল্লাহর মেহমান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- ✪ কুরআন মাজীদে সূরা হাজ্জ (২২নং সূরা) নামে একটি সূরা রয়েছে, যেখানে হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে।
- ✪ নারীদের জন্য হজ্জ হলো জিহাদের সমতুল্য। আর এটি জান্নাত লাভের একটি অবলম্বন স্বরুপ।
- ✪ হজ্জ একজন মুসলমানের মাঝে শান্তি ও শুদ্ধি আনয়ন করে এবং অতীতের সকল পাপ মোচন করে দেয়।
- ✪ এক হাদীস অনুযায়ী হজ্জকে সর্বোত্তম ইবাদত বলা হয়েছে।
- ✪ হজ্জ সফরে ইহরামের (কাফন) কাপড় পরে পরিবার ও আত্মিয়-স্বজন ছেড়ে পরকালের পথে রওয়ানা হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
- ✪ হজ্জের সফরে আল্লাহর বিধি নিষেধ মেনে চলা স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে মুমিনের জীবন লাগামহীন নয়। মুমিনের জীবন আল্লাহর রশিতে বাঁধা।
- ✪ হজ্জের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া আখেরাতের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়ার কথা স্মরন করিয়ে দেয়।
- ✪ হজ্জ মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হতে উদ্বুদ্ধ করে।
- ✪ এখন বাংলাদেশ থেকে হজ্জসফর সম্পাদন করতে ১৫-৪০ দিন সময় লাগে।
- ✪ বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী থেকে প্রতি বছর প্রায় ২৫-৩০ লক্ষাধিক মুসলিম হজ্জ পালন করেন।

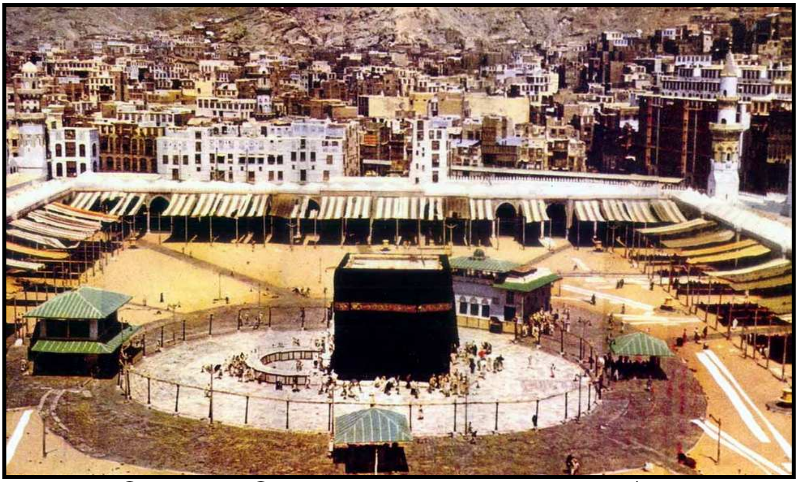

প্রাচীন মক্কা নগরী - আনুমানিক ১৮৩১ইং সালের দূর্লভ ছবি

মক্কা শহর - ২০১৫ইং সালের ছবি

মসজিদুল হারাম সম্প্রসারণ প্রকল্প (২০১৭-১৮ইং) ছবি

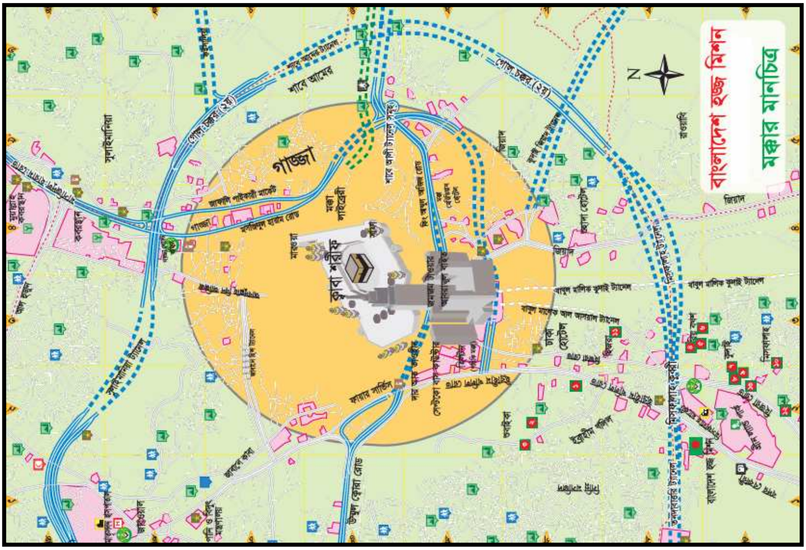

মক্কার মানচিত্র

কাবা ও হজ্জের ইতিহাস

- "নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদত গৃহটি (কাবা) নির্মিত হয় সেটি বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। একে কল্যাণ ও বরকতময় করা হয়েছে এবং সৃষ্টিকুলের জন্য পথপ্রদর্শক করা হয়েছে"। সূরা-আলে ইমরান, ৩:৯৬
- বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বা কাবাকে বাইতুল আতীক (প্রাচীন ঘর) বলা হয়, কারন আল্লাহ এই ঘরকে কাফেরদের থেকে স্বাধীন করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো-এই ঘরের স্থানটি পৃথিবীর ভৌগলিক মানচিত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত।
- কাবা ঘর নির্মাণ ও সংস্কার হয়েছে একাধিকবার; বিবিধ মত অনুযায়ী ৫ বার:
  (১) ফেরেশতা কর্তৃক (২) আদম আলায়হিস সালাম কর্তৃক (৩) ইবরাহীম আলায়হিস সালাম কর্তৃক
  (৪) জাহেলী যুগে কুরাইশদের কর্তৃক (৫) ইবনে যুবায়ের কর্তৃক।
- আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন, "আল্লাহ কাবা গৃহকে সম্মানিত করেছেন মানুষের স্থীতিশীলতার কারণ করেছেন"। সূরা-আল মায়দা, ৫:৯৭
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাইল-কে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের, ইতিকাফকারীদের, রুকু ও সিজদাহকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখে"। সূরা-আল বাকারা, ২:১২৫
- কাবা ও হজ্জের ইতিহাসে রয়েছে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম এর মহৎ ইসলামী আখ্যান। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলায়হিস সালাম কে তার স্ত্রী হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও পুত্র ইসমাইলকে আলায়হিস সালাম মরুময়, পাথুরে ও জনশূন্য মক্কা উপত্যকায় রেখে আসার নির্দেশ দেন - এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ।
- প্রচণ্ড পানির পিপাসায় ইসমাইলের আলায়হিস সালাম প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহা পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে ৭ বার ছুটাছুটি করেন। অতঃপর জিব্রাইল আলায়হিস সালাম এসে শিশু ইসমাইলের জন্য সৃষ্টি করলেন সুপেয় পানির কূপ - যমযম। আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম ও ইসমাইল আলায়হিস সালাম দুজনে যমযম কূপের পাশে ইবাদতের লক্ষে কাবার পুণনির্মাণ কাজ শুরু করলেন।
- আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমে আলায়হিস সালাম আনুগত্য দেখার জন্য আরেকটি পরীক্ষা নিলেন। তিনি ইবরাহীমকে আলায়হিস সালাম স্বপ্নে দেখালেন যে, তিনি তার পুত্রকে কুরবানি করছেন। আর এই স্বপ্নানুসারে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম যখন বাস্তবে তার পুত্রকে জবাই করতে উদ্যত হলেন তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং ইবরাহীমে পুত্রের স্থলে একটি পশু কুরবানি করিয়ে দিলেন। সেই থেকে হজ্জের সাথে সাথে চলে আসছে এই প্রথা, মুসলিম বিশ্বে যা ঈদুল আযহা (কুরবানী ঈদ বা বকরা ঈদ) নামে পরিচিত।

✪ ইসমাইল (আলায়হিস সালাম) এর মৃত্যুর পর পবিত্র কাবা বিভিন্ন জাতি-উপজাতির দখলে চলে আসে এবং তারা একে মুর্তি পূজার জন্য ব্যবহার করতে থাকে এবং এই সময়ে উপত্যকা এলাকায় মৌসুমী বন্যার কবলে পড়ে কাবা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। অত:পর ৬৩০খ্রি: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ কাবার মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেন এবং কাবাকে পুনরায় আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন।

✪ জিব্রাইল (আলায়হিস সালাম) জান্নাত থেকে একটি পাথর 'হাজারে আসওয়াদ' নিয়ে আসেন যা কাবার এক কোণে স্থাপন করা হয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে। কাবার এক পার্শ্বে একটি স্থান রয়েছে যার নাম 'মাকামে ইবরাহীম'; এখানে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) কাবার নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করতেন, এখানে একটি পাথরে তাঁর পদছাপ রয়েছে। কাবা ঘরের উত্তর দিকে কাবা সংলগ্ন অর্ধ-বৃত্তাকার একটি উচু দেয়াল আছে যা কাবা ঘরেরই অংশ যার নাম 'হাতিম' বা হিজর। হাজরে আসওয়াদ ও কাবা ঘরের দরজার মাঝের স্থানকে 'মুলতাযম' বলা হয়। কাবা ঘরকে বৃষ্টি ও ধুলাবালীর থেকে রক্ষার জন্য একটি চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখা হয় যা 'গিলাফ' নামে পরিচিত।

✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার অনুসারীরা যেসব পথে ঘুরে হজ্জ পালন করেছেন এর মধ্যে রয়েছে; কাবা তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাঈ করা, মিনায় অবস্থান করা ও আরাফায় উকুফ করা এবং মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা, জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এর ত্যাগের স্মৃতিচারণে পশু যবেহ করা ও আল্লাহর স্মরণকে বুলন্দ করা।

✪ একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার; আল্লাহ তাআলা কাবার ভিতরে অবস্থান করেন না বা আমরা মুসলিমরা কাবার উপাসনা করি না বা কাবা থেকে কোন বরকত হাসিল করা যায় না। কাবা হচ্ছে 'কিবলা' - যা মুসলমানদের জন্য দিক নির্ণায়ক ও ঐক্যের লক্ষ্য। আমরা মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে কাবার দিকে মুখ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি।

✪ কাবার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও উচ্চতা:

উচ্চতা	মুলতাযমের দিকে দৈর্ঘ্য	হাতিমের দিকে দৈর্ঘ্য	রুকনে ইয়েমানি ও হাতিমের মাঝে দৈর্ঘ্য	হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমানি মাঝে দৈর্ঘ্য
১৪ মিটার	১২.৮৪ মি:	১১.২৮ মি:	১২.১১ মি:	১১.৫২ মি:

✪ কাবা ও মক্কার ইতিহাস বিস্তারিত জানতে 'পবিত্র মক্কার ইতিহাস : শায়েখ ছফীউর রহমান মোবারকপুরী' বইটি পড়ুন।

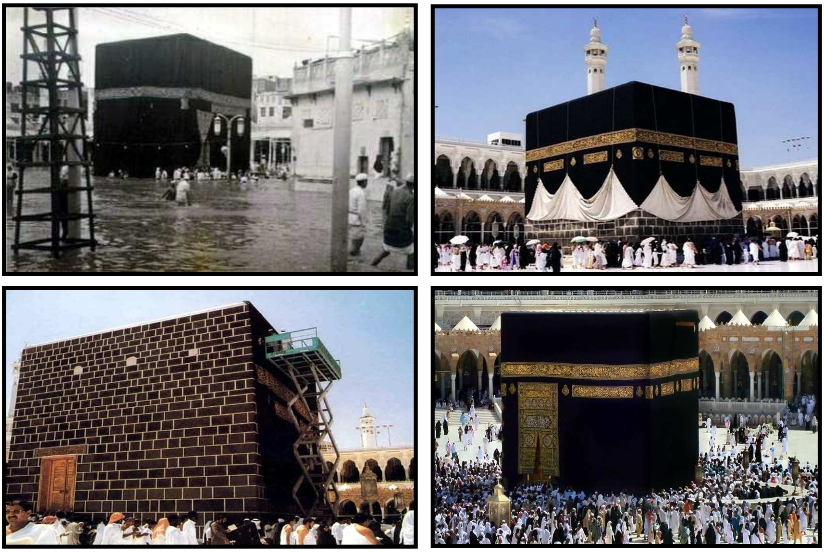

বায়তুল্লাহ - কাবা

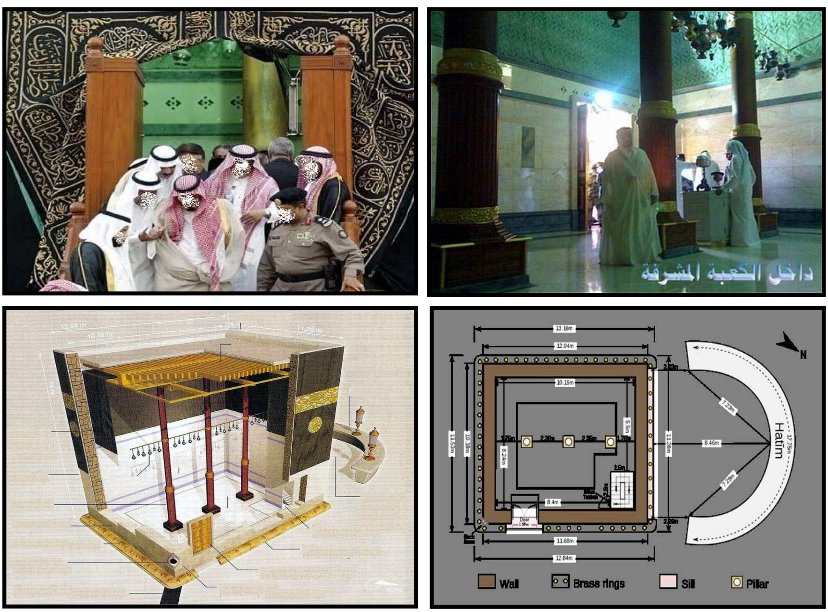

কাবা ঘরের অভ্যন্তরের দূর্লভ ছবি

হজ্জের নির্দেশনা, গুরুত্ব ও পুরস্কার

- “এবং মানবজাতিকে হজ্জের কথা ঘোষণা করে দাও; তারা পায়ে হেঁটে ও শীর্ণ উটের পিঠে করে তোমার কাছে আসবে, তারা দুর-দুরান্তের পথ অতিক্রম করে আসবে (হজ্জ এর উদ্দেশ্যে)”। সুরা-আল হজ্জ, ২২:২৭
- “আর এতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, যে মাকামে ইব্রাহিমে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যার সামর্থ্য রয়েছে (শারীরিক ও আর্থিক) তার এই কাবায় এসে হজ্জ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয বা অবশ্য কর্তব্য, আর যদি কেউ এ বিধান (হজ্জ) কে অস্বীকার করে তবে; (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ বিশ্বজগতের কারো মুখাপেক্ষী নন”। সুরা-আলে ইমরান, ৩:৯৭
- “নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অর্ন্তগত, যে ব্যাক্তি এই গৃহে হজ্জ ও উমরাহ করে তার জন্যে এই উভয় পাহাড়ের মাঝে প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়, এবং কোন ব্যাক্তি নিষ্ঠার সাথে স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে, আল্লাহ কৃতজ্ঞতাপরায়ন ও সর্বজ্ঞাত”। সূরা-আল বাকারা, ২:১৫৮
- “এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরাহ পালন কর”। সূরা-আল বাকারা, ২:১৯৬
- “আর তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করে নাও (হজ্জ যাত্রার জন্য), বস্তুত: সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি ও ধর্মনিষ্ঠা) এবং হে জ্ঞানীরা, তোমরা আমাকে ভয় কর”। সূরা-আল বাকারা, ২:১৯৭
- বিদায় হজ্জে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “হে জনগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও”। মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যাক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন দ্রুত সেটা সম্পাদন করে”। আবু দাউদ, মিশকাত-২৫২৩
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “হজ্জ একবার, যে ব্যাক্তি একাধিকবার করবে তা (তার জন্য) নফল হবে”। আবু দাউদ-১৭২১
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তিনটি দল আল্লাহর মেহমান; আল্লাহর পথে জিহাদকারী, হজ্জকারী ও উমরাহ পালনকারী”। নাসাঈ, মিশকাত-২৫৩৭
- এক হাদীসে এসেছে, “উত্তম আমল কি এই মর্মে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞসা করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। বলা হল, “তারপর কি?”, তিনি বললেন, আল্লাহ পথে জিহাদ। বলা হল তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাবরুর হজ্জ। বুখারী-১৪২২
- বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “হজ্জ পালনে অর্থ ব্যয় করা আল্লাহর পথে ব্যয় করার সমতুল্য। এক দিরহাম ব্যয় করলে উহাকে সাতশত পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়”। আহমদ, বায়হাকী

- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আগুন যেভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহা থেকে খাঁদ দূর করে, তেমনি যদি তোমরা তোমাদের দারিদ্রতা ও পাপ মোচন করতে চাও তাহলে তোমরা পর পর হজ্জ ও উমরাহ পালন কর"। তিরমিযী, নাসাঈ
- আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি কেউ হজ্জ, উমরাহ পালন অথবা জিহাদের জন্য যাত্রা করে এবং পথিমধ্যে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ এর জন্য তাকে পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে দেবেন"। মিশকাত-২৫৩৯
- একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদ ও অভিযানে যাব না? তিনি বললেন, তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হল হজ্জ (তথা মাবরুর হজ্জ)"। বুখারী-১৮৬১
- হাদীসে আরও এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কারো ইসলাম গ্রহণ পূর্বকৃত সকল পাপকে মুছে দেয়। হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয়, ও হজ্জ তার পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয়"। মুসলিম-১৭৩
- আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ পালন করল এবং নিজেকে গর্হিত পাপ কাজ ও সকল ধরনের পাপ কথা থেকে বিরত রাখল তাহলে সে হজ্জ থেকে এমন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে ফিরে আসবে যেমন সে তার জন্মের সময় ছিল"। বুখারী-১৪২৪, মুসলিম
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মাবরুর হজ্জের (কবুল হজ্জের) পুরষ্কার বা প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়"। বুখারী-১৭৭৩/১৬৫০, মুসলিম

হজ্জ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও শাস্তি

- অনেক সাধারণ মানুষই সামর্থ হওয়ার পরও মনে করেন - কেন কম বয়সে হজ্জ করবো? হজ্জ করলে তো আমাকে হজ্জ ধরে রাখতে হবে! পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তো হজ্জে যাওয়া ঠিক হবে না! হজ্জ করলে তো আর টিভি, গান-বাজনা দেখা যাবে না! সহজ পন্থায় (অবৈধ) অর্থ উপার্জন করতে পারব না! হজ্জ করার পর যদি আমি খারাপ কাজে লিপ্ত হই তাহলে লোকেই বা কী বলবে!.. সুতরাং এখন জীবনকে উপভোগ করি, আর কিছু টাকা পয়সা উপার্জন করে নেই। আর তারপর বৃদ্ধ বয়সে যখন কোনো কিছু করার থাকবে না তখন গিয়ে হজ্জ করে আসব!! তখন আল্লাহ অবশ্যই আমার অতীতের সকল পাপ মাফ করে দেবেন এবং আমি ইনশা-আল্লাহ জান্নাতে যেতে পারবো!! কি যুক্তি আর বুদ্ধিমান আমরা চিন্তা করেছেন!

  - হে আল্লাহ তুমি আমাদের দয়া ও হেদায়েত দান কর। আমরা যদি মনে করি, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে চালাকি করব, তাহলে মনে রাখবেন এর মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের নিজেদেরকেই বোকা বানাচ্ছি, দোষী করছি এবং ক্ষতিগ্রস্থ হবো।

- যারা সামর্থ হওয়ার পরও হজ্জকে মুলতবি করে রেখেছেন তাদের জন্য বড় সতর্কবাণী হলো; উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পরিত্যাগ করল, সে ইয়াহুদি হয়ে মরুক অথবা নাসারা হয়ে মরুক - তাতে কিছু যায় আসে না"। সুনানুল কুবরা হাঃ ৮৯২৩

- উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু লোককে রাজ্যের শহরগুলিতে প্রেরণ করি এবং তারা খুঁজে দেখুক ঐ সমস্ত লোককে যাদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালন করে না তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হোক। কেননা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ পালন করে না তারা মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়"।

- ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে হজ্জ পালন করতে চায় সে যেন দ্রুত তা পালন করে, কেননা সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে অথবা কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে হজ্জ করার সুযোগ হারাতে পারে।" আবু দাউদ-১৭৩২

- হজ্জের সামর্থ হওয়ার সাথে সাথেই হজ্জ পালন করা উচিত। কারন মৃত্যু কখন চলে আসতে পারে তা জানা নেই। অলসতার বসে একটি ফরয ইবাদত বাকি রেখে মৃত্যু বরন করলে তো আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

হজ্জের শর্তাবলী ও যার উপর হজ্জ ওয়াজিব

- হজ্জ একটি অবশ্য পালনীয় ইবাদাত, তবে কিছু শর্ত স্বাপেক্ষে।
- নিম্নোক্ত ৭/৮টি মৌলিক শর্ত পূরণ সাপেক্ষে হজ্জ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয; যা জীবনে অন্তত একবার পালন করতে হবে।
- শর্তগুলো হলো:
  ১. মুসলমান হওয়া।
  ২. প্রাপ্তবয়স্ক/বালিগ হওয়া (১৫ বছর)।
  ৩. স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া (কৃতদাস না হওয়া)।
  ৪. শারীরিক ভাবে সুস্থ ও মানসিক ভারসাম্য থাকা।
  ৫. হজ্জে গমনের ও সম্পূর্ণ খরচ বহনের সামর্থ্য থাকা।
  ৬. হজ্জ পালনের জন্য যাত্রাপথের নিরাপত্তা থাকা।
  ৭. মহিলার সঙ্গে মাহরাম থাকা।
  * হজ্জে থাকাকালীন সময়কাল পরিবারের ভরণপোষণের নিশ্চয়তা করা।

- একজন মহিলার মাহরাম হলেন তার স্বামী অথবা তার পরিবার ও আত্মীয়ের মধ্যে এমন একজন পুরুষ যার সাথে ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক বিবাহ বৈধ নয়। (যথা - পিতা, ভাই, ছেলে, চাচা, মামা, ভাইয়ের/বোনের ছেলে)
- যদি কেউ আপনাকে হজ্জ করার জন্য খরচ বা অর্থ (হালাল অর্থ) প্রদান করেন তবে তা বৈধ। আপনি যদি এই টাকায় হজ্জ পালন করেন তাহলে পরবর্তীতে আপনার উপর হজ্জ আর বাধ্যতামূলক হবে না; এমনকি পরবর্তীতে আপনি যদি আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হনও।
- আপনি যদি আপনার সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই হজ্জে নিয়ে যান তাহলে সেই হজ্জ সেবামূলক হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে ও এই হজ্জের সাওয়াব আপনি লাভ করবেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর আপনার সন্তানের উপর পুনরায় হজ্জ ফরয হবে, যদি সে আর্থিক ও শারিরীকভাবে সামর্থবান হয়।
- যে নারীর হজ্জ সফর সম্পন্ন করার অর্থমূল্যের নিজস্ব অলঙ্কার রয়েছে তার উপর হজ্জ ফরয। সে এই অলঙ্কার বিক্রি করেই হজ্জে যেতে পারবে তবে অবশ্যই মাহরাম সঙ্গে নিতে হবে। কোন মহিলার যদি মাহরাম না থাকে তবে হজ্জ তার জন্য প্রযোজ্য নয়। সে কাউকে দিয়ে তার বদলি হজ্জ করিয়ে নিবে। যদি কোনো মহিলা মাহরাম ছাড়াই হজ্জে যায় তাহলে সে বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত হল এবং তার হজ্জ হবে না বলে আলেমগণ মত প্রকাশ করেছেন।

- ✪ একজন ব্যক্তি টাকা ধার/কর্জ করেও হজ্জ পালন করতে পারবেন, যদি তিনি এই টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখেন, তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ধার করে হজ্জ করা জরুরী নয়।
- ✪ যদি কোনো ব্যক্তি সামর্থ্য থাকার পরও হজ্জ পালন না করেই মারা যায়, তাহলে অন্য কেউ তার পক্ষে বদলী হজ্জ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বদলী হজ্জকারীকে সর্বপ্রথম তার নিজের হজ্জ পালন করেছেন এমন হতে হবে।
- ✪ অনেক লোক ভুল করে প্রচার করে থাকেন যে, যিনি উমরাহ করেছেন তার ওপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়। হজ্জ তার উপর ফরয নয় যার এটা পালন করার মত যথেষ্ঠ সামর্থ নেই, এমনকি সে যদি হজ্জের মাসেও উমরাহ পালন করে।
- ✪ একটি ধারণা প্রচলিত আছে, যার ঘরে অবিবাহিত কন্যা রয়েছে সেই কন্যার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার উপর হজ্জ ফরয নয়। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা।

হজ্জের জন্য নিজকে প্রস্তুত করুন

- ✪ প্রথমেই ঈমানকে নবায়ন ও আক্বীদাকে শুদ্ধ করুন। যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকা অবস্থায় হজ্জ পালন করুন, হজ্জ পালনে বিলম্ব করা উচিত নয়।
- ✪ অন্তরের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন, কারণ “নিয়তের উপর আমল নির্ভরশীল”। সকল প্রকার শির্ক ও বিদআত সম্পর্কে জানুন ও তা থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করুন।
- ✪ হজ্জের যাত্রা জীবনে একবারই মনে করুন। সুতরাং এই যাত্রাকে নিজের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন।
- ✪ সুখ্যাতি, ব্যবসা, ভ্রমণ বা শুধু মাহরাম হওয়ার উদ্দেশ্যে হজ্জ করবেন না।
- ✪ আন্তরিকভাবে অতীতের সকল পাপের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করুন ও ক্ষমা চান এবং ভবিষ্যতে পাপ কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প নিন।
- ✪ দেনমোহরসহ আপনার অন্যান্য সকল পাওনা ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করুন।
- ✪ আপনার হজ্জের জন্য অর্থ সংগ্রহ করুন এবং নিশ্চিত করুন তা হালাল পথে উপার্জিত হয়েছে। অবৈধ বা সুদ মিশ্রিত টাকা হজ্জ কবুল হওয়ার অন্তরায়।
- ✪ ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করুন।
- ✪ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনদের কাছে মিথ্যা বলা, খারাপ আচরণ, হক নষ্ট করা ও তাদের কষ্ট দেয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন।
- ✪ এটাই আপনার জীবনের সর্বশেষ যাত্রা হতে পারে, সুতরাং আপনার পরিবারের জন্য একটি উইল বা ওসিয়তনামা করে রেখে যান।

- ✪ হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও সহিহ বই থেকে জানুন এবং হজ্জের কিছু দুআ মুখস্ত করুন।
- ✪ আগে হজ্জ করেছেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে হজ্জ সম্পর্কে জানুন।
- ✪ নিজেকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখুন। (৫ ওয়াক্ত স্বলাত মসজিদে গিয়ে আদায় করুন, বেশি বেশি হাটাহাটি করুন, ব্যায়াম করুন ও নিয়মিত চিকিৎসা নিন)
- ✪ মানসিকভাবে প্রস্তুত হোন। (ধৈর্য্যশীল হতে শিখুন, কষ্টের সময় নিজেকে মানিয়ে নিতে, রাগকে দমন করতে ও ত্যাগ শিকার করতে শিখুন)
- ✪ আপনার মাঝে পরিবর্তন আনুন - আপনার মুখ, চোখ, হাত, পা ও কান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন। নিজকে সংযত করুন।
- ✪ ধার্মিক, সহায়ক ও বিশ্বস্ত এরকম ২/১ জনকে সঙ্গী হিসেবে হজ্জ যাত্রার জন্য খুঁজে নিন এবং তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখুন।
- ✪ সম্ভব হলে দরকারি কিছু ইংরেজী, আরবী ও হিন্দি শব্দের অর্থ শিখে নিন।
- ✪ আপনার হজ্জের যাত্রার পরিকল্পনা করুন। কি কি আমল, দুআ ও ইবাদাত করতে চান তা মনে মনে স্থির করুন।
- ✪ দাড়ি রেখে দেয়ার ব্যাপারে ভাবুন; কারণ তা রাখা ওয়াজিব, কাটা হারাম এবং ধুমপান, জর্দা ও গুল -এর মতো হারাম অভ্যাসগুলো পরিহার করুন।
- ✪ সদা আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে আন্তরকে আন্দোলিত রাখার অভ্যাস করুন।
- ✪ হজ্জ সফরে আবেগ তাড়িত হয়ে কোন কিছু না করার বিষয়ে সজাগ থাকুন।
- ✪ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আপনার মনে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহভীতি ও ধর্মনিষ্ঠা আনতে হবে। আপনার তাকওয়াকে জাগ্রত করুন। কুরআন পড়ুন ও অর্থ বুঝুন।

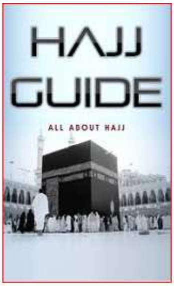

হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতি

- হজ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া মাত্রই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট করে নিন।
- হজ্জ সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন সার্কুলার ও নির্দেশনার খোঁজ খবর রাখুন এই ওয়েবসাইট থেকে - www.hajj.gov.bd
- বিগত হাজীদের কাছ থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি হজ্জ এজেন্সির সেবা সম্পর্কে মতামত নিন (ঢাকায় হজ্জ মেলায় যেতে পারেন)।
- বেসরকারি বিভিন্ন হজ্জ এজেন্সির খোঁজ নিন এবং প্যাকেজ সম্পর্কে জানুন।
- নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার থেকে যারা হজ্জে যাবেন তারা কম দামি হজ্জ প্যাকেজে প্রলুব্ধ হবেন না, কারণ সস্তার তিন অবস্থা।
- আর ধনীরাও ৫/৪ তারকা হোটেলের হজ্জ প্যাকেজে প্রলুব্ধ হবেন না, কারণ এটা হলিডে ট্যুর নয়।
- অ–অনুমোদিত বা লাইসেন্স–বিহীন হজ্জ এজেন্সি থেকে সতর্ক থাকুন, কারণ এতে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।
- সরকারি ব্যবস্থাপনা অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো একটি বেসরকারি হজ্জ এজেন্সি যারা গোঁড়ামি ও ভ্রান্ত আক্বীদা মুক্ত বিজ্ঞ হকপন্থী আলেম দ্বারা পরিচালিত তাদের হজ্জ প্যাকেজ বেছে নিন। আপনার হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- তাদের হজ্জ সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন ও সেবার লিখিত বিবরণ রাখুন এবং তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলুন।
- ১০ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ (১৮ বছরের নীচে), মোবাইল নম্বর ও প্রাক নিবন্ধনের অর্থ নিয়ে প্রস্তুত হন।
- হজ্জ ফরম পূরণ করুন এবং হজ্জ চুক্তি স্বাক্ষর করে এর মূল কপি ও একটি করে ফটোকপি রেখে দিন।
- সরকারি অথবা বেসরকারি হজ্জ এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দিয়ে এজেন্সির অফিস থেকে পাকা জমা রশিদ সংগ্রহ করুন।
- সবচেয়ে ভালো হয় আগেভাগেই কম দামে কিছু সৌদি রিয়াল কিনে নেয়া।
- জানাযা স্বলাত কিভাবে পড়তে হয় ও জানাযার স্বলাত এর দুআ শিখে নিন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে মহিলাদের মসজিদে স্বলাত আদায়ের নিয়ম-কানুন শিখে নেওয়া ভালো।
- আপনি যদি চাকুরিজীবি হন, তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করুন।
- লিফট ও এস্কেলেটরে চড়ার অভ্যাস করুন।

- ✪ হজ্জে যাওয়ার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে মেডিকেল বোর্ডে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
- ✪ মনিংজাইটিস টিকা নিতে হবে, ঢাকার হজ্জ ক্যাম্প থেকেও নেওয়া যাবে।
- ✪ বয়স ৪০/৪৫ এর নিচে হলে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়ে থাকে সাধারনত।
- ✪ কিছু হজ্জ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিন এবং হজ্জ প্রশিক্ষণ ভিডিও দেখুন।
- ✪ ভালো হজ্জ এজেন্সি পছন্দ করার জন্য টিপস: নন-হিলটপ বাড়ি (পাহাড়ের উপর বাড়ি না), মসজীদের নিকটবর্তী বাড়ী, ৩ বেলা খাবার ব্যবস্থা, আরাফা ও মিনায় খাবারের ব্যবস্থা, হাদীর ব্যবস্থা, ভালো বাস সার্ভিসের (আরাফায় সকলের বসার সিট) নিশ্চয়তা, দর্শনীয় স্থানসমুহ জিয়ারত সুবিধা ইত্যাদি।
- ✪ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বেসরকারি হজ্জ এজেন্সিগুলো হজ্জের সময় হাজ্জীদের কেমন সেবা দেন। তাদের কাছে প্রত্যাশা কম করবেন। তাদেরকে সত্য বলার পরামর্শ দেবেন। তারা ন্যূনতম কী কী সেবা দিতে পারবে আর কী কী পারবেন না, তা যেন তারা পরিষ্কার লিখিত ভাবে জানিয়ে দেন। কোনো লুকোচুরি যেন না থাকে। তারা যেন এমন কোনো বিষয় গোপন না করেন যা হজ্জের সময় আপনার কষ্ট বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় আপনার হজ্জ এজেন্সি প্রত্যাশিত কিছু সেবা নাও দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে এজেন্সির লোকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করবেন না। এক্ষেত্রে ধৈর্য্যের পরিচয় দিন।

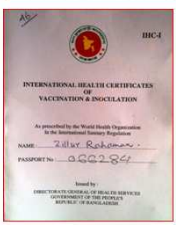

কিছু তথ্য জেনে রাখুন

হতে	পর্যন্ত	দূরত্ব (আনুমানিক)	সময় (আনুমানিক)
ঢাকা বিমানবন্দর	জেদ্দা বিমানবন্দর	৩২৫৩ মাইল/৫২৩৪ কি.মি	৬-৭ ঘণ্টা (বিমানে)
জেদ্দা বিমান বন্দর	মক্কা	৫৫ মাইল/৯০ কি.মি	১-২ ঘণ্টা (বাসে)
জেদ্দা বিমানবন্দর	মদীনা	২৮০ মাইল/৪৫০ কি.মি	৬-৭ ঘণ্টা (বাসে)
মক্কা	মদীনা	৩০৫ মাইল/৪৯০ কি.মি	৭-৮ ঘণ্টা (বাসে)
মক্কা	আরাফা	১৪ মাইল/২২ কি.মি	-
মক্কা	ডমনা	৫ মাইল/৮কি.মি	১-২ ঘণ্টা (বাসে)
মিনা	আরাফা	৯ মাইল/১৪ কি.মি	২-৩ ঘণ্টা (বাসে)
আরাফা	মুযদালিফা	৮ মাইল/১৩ কি.মি	২-৩ ঘণ্টা (বাসে)
মুযদালিফা	ডমনা	১.৬ মাইল/২.৫ কি.মি	১-২ ঘণ্টা (বাসে)

- ভ্রমণের রুট: ভারত, আরব সাগর, মাস্কাট/দুবাই হয়ে, সৌদি আরব।
- আবহাওয়া: মক্কা (২২-৪০ ডিগ্রি), মদীনা (২০-৪২ ডিগ্রি)।
- আদ্রতা: মক্কা (৬০-৭২%), মদীনা (২০-৪৩%)।
- সময়ের ব্যবধান: তিন ঘণ্টা (ঢাকায় সকাল ৯টা, মক্কায় তখন সকাল ৬টা)
- সৌদি রিয়াল রেট: ১ সৌদি রিয়াল = ২১-২২ টাকা। (বাজারদর স্বাপেক্ষে)
- বিদ্যুৎ: ১১০/২২০ ভোল্ট
- সৌদি ফোন কোড: +৯৬৬ XXXXXXXXX

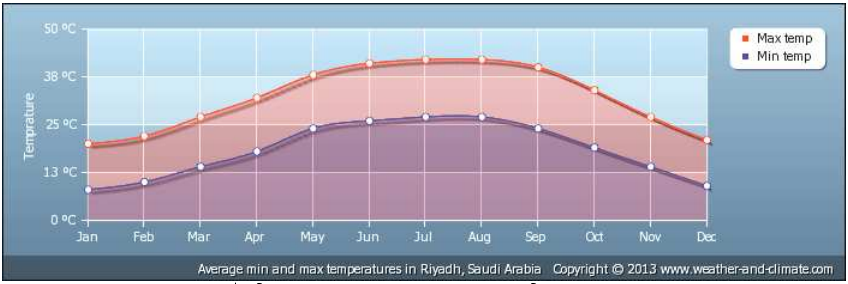

সৌদি আরবের আবহাওয়ার পরিসংখ্যান

কিছু যোগাযোগের ঠিকানা জেনে রাখুন

ঢাকা বাংলাদেশ হজ্জ অফিস:

ঠিকানা: হজ্জ অফিস, আশকোনা, এয়ারপোর্ট, ঢাকা।

ফোন: ডিরেক্টর (৮৯৫৮৪৬২), সহকারী হজ্জ অফিসার (৭৯১২৩৯১), স্বাস্থ্য (৭৯১২১৩২)

আইটি হেল্প: ৭৯১২১২৫, ০১৯২৯৯৯৪৫৫৫

জেদ্দায় বাংলাদেশি দূতাবাস:

যোগাযোগের ঠিকানা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কনস্যুলেট জেনারেল পিও বক্স-৩১০৮৫, জেদ্দাহ ২১৪৯৭, সৌদিআরব।

অবস্থান: ৩ কিলোমিটার, পুরাতন মক্কা রোডের কাছে (মিতশুবিশি কার অফিসের পেছনে) নাজলাহ, পশ্চিম জেদ্দা, সৌদি আরব।

ফোন: ৬৮৭ ৮৪৬৫ (পিএবিএক্স)

জেদ্দায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশন:

লোকেশন: জেদ্দা ইন্টারনেশনাল এয়ারপোর্ট (বাংলাদেশ প্লাজার নিকটবর্তী)।

ফোন:+৯৬৬-২-৬৮৭৬৯০৮। ফ্যাক্স:০০-৯৬৬-২-৬৮৮১৭৮০।

আইটি হেল্প: +৯৬৬৫৬২৬৬৩৪৬৭। ইমেল: jeddah@hajj.gov.bd

মক্কায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশন:

লোকেশন: ইবরাহীম খলীল রোড, মিসফালাহ মার্কেট ও গ্রিনল্যান্ড পার্কের সামনে।

ফোন: +৯৬৬-২-৫৪১৩৯৮০,৫৪১৩৯৮১। ফ্যাক্স:০০-৯৬৬-২-৫৪১৩৯৮২

আইটি হেল্প: +৯৬৬৫৬২৬৫৪৬৬৪। ইমেল: makkah@hajj.gov.bd

মদীনায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশন:

লোকেশন: কিং ফাহাদ রোড জংশন ও এয়ারপোর্ট।

ফোন: +৯৬৬-০৪-৮৬৬৭২২০।

আইটি হেল্প: +৯৬৬৫৬২৬৫৪৩৭৬। ইমেল: madinah@hajj.gov.bd

মিনায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশন:

লোকেশন: ২৫/০৬২ সু-কুল আরব রোড ৬২, ৫৬, জাওয়হারাত রোডের সামান্ত রালে।

ফোন:

বহুল ব্যবহৃত কিছু আরবি শিখে নিন

বাংলা	আরবি	বাংলা	আরবি
আমি	আনা	আপনি কেমন আছেন	কাইফাল হাল
আমি চাই	আবগা	আমাকে দাও	আতিনী
এয়ারপোর্ট	মাত্বা-র	বাজার	সূক
জলদি	সুরআ	নাই	মা ফি
কত দাম?	কাম ফুলুস	ডনন	খুয
টাকা ফেরত দিন	রজ্জা ফুলুস	আলহামদুলিললাহ আমি ভালো আছি	খায়ের, আলহামদুলিল্লাহ
কোথায়	ফোয়েন/আইনা	আমি বাংলাদেশী তাবু খুজছি	আবগা খিমা বাংলাদেশ
ভাঙতি আছে কি?	ফি সরফ?	আমার মুয়াল্লিম...	মুতাওয়াফী ....
মানি এক্সেঞ্জার	সারাফ/মাসরাফ	আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি	আনা ফাগত্তু তারিক
পাসপোর্ট	জাওয়ায	গাড়ি	সাইয়ারাহ
পুলিশ	শুরতা	ড্রাইভার, তুমি কি যাবে?	ইয়া সাওয়াক, হাল আনতা রুহ
ট্রাফিক সিগনাল	ইশারা	বাথরুম/টয়লেট	হাম্মাম
রুটি	খুবজ্	সাদা ভাত	রুজ সবুল
দুধ	ঘালীব	মাঠা	লাবান
জুস	আসীর	ঈানি	মুইয়া
রেস্তোরাঁ	মাতআম	আপেল	তুফ্ফাহ
মুরগী	লাহাম দিজাজ	১,২,৩,৫	অহেদ, ছানি, ছালাছা, খামছা
আবাসিক হোটেল	ফানদাক	১০, ৩০, ৫০	আশারা, ছালাছিন, খামছীন
কলা	মাউয	১০০,২০০,৩০০	মিয়া, মিয়াতাইন, সালাসা মিয়াত

হজ্জের প্রকারভেদ

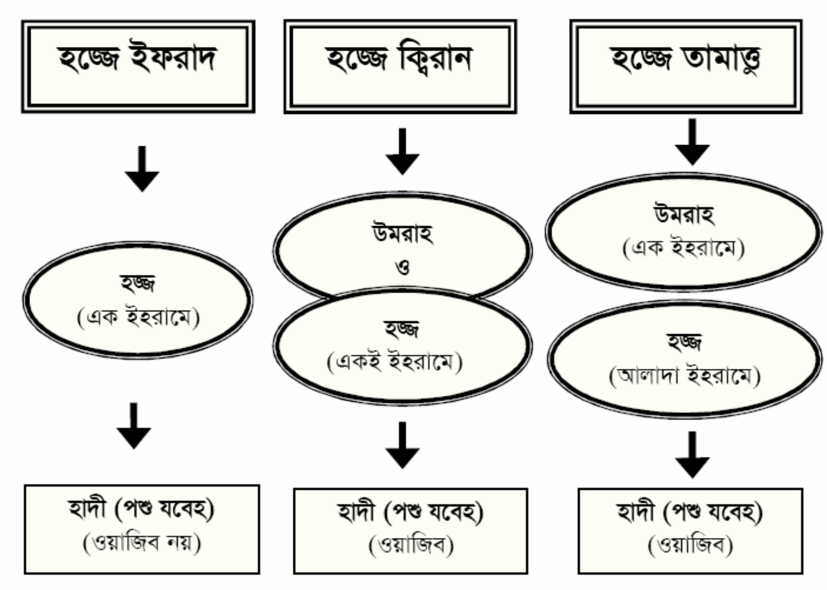

- বইয়ে হজ্জে তামাত্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং শেষে ক্বিরান ও ইফরাদ নিয়ে আলোচনা করবো।
- **বদলি হজ্জ:** কোন ব্যক্তি যদি ফরজ হজ্জ আদায় করতে অক্ষম হয় তবে কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষ হতে হজ্জ (বদলি হজ্জ) পালন করার জন্য মনোনিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে মনোনিত ব্যক্তি ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ পালন করেছেন এমন হতে হবে। আবু দাউদ-১৮১১, মিশকাত-২৫২৯
- আবু রাযিন আল আকিলি থেকে বর্ণিত; তিনি এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করে বললেন, আমার পিতা খুব বৃদ্ধ, তিনি হজ্জ ও উমরাহ পালন করতে পারেন না। সাওয়ারির উপর উঠে চলতেও পারেন না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরাহ করো। তিরমিযী: ৮৫২
- তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে বদলি হজ্জ কোন প্রকার হবে তা, যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে তিনি নির্ধারণ করে দেবেন। বদলি হজ্জ - ইফরাদ হজ্জ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং উপরে উল্লেখিত হাদীসে হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের কথাই আছে।

হজ্জের সময় যেসব জিনিসপত্র সঙ্গে নিবেন

- প্রথমে ঠিক করে নিন আপনি কোন প্রকারের হজ্জ করবেন এবং জেনে নিন আপনার প্রথম গন্তব্যস্থল কোথায়। (প্রথমে মক্কা না মদীনায় যাবেন)
- আপনার গন্তব্যানুসারে যাত্রার প্রস্তুতি নিন। (ধরে নিচ্ছি আপনি প্রথমে মক্কায় যাবেন)
- বেশি মালামাল নিয়ে আপনার বোঝা ভারী করবেন না, আবার কম নিয়ে অপ্রস্তুতও হবেন না।
- পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য আপনার পাসপোর্টের ফটোকপি নোটারি করে নিন এবং বিমানের টিকেট ও মেডিকেল সার্টিফিকেটের ফটোকপি করে নিন। বাসায়ও এর কপি রেখে যান।
- অতিরিক্ত ১০ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও ১০ কপি স্ট্যাম্প সাইজের রঙ্গিন ছবি সঙ্গে নিন।
- মজবুত চাকাওয়লা মাঝারি বা বড় আকারের ১টি ব্যাগ/লাগেজ সঙ্গে নিবেন।
- মুল্যবান জিনিসপত্র (টাকা, টিকেট, পাসপোর্ট ইত্যাদি) রাখার জন্য ১টি কোমর/কাঁধ/সৈনিক ব্যাগ নিন।
- স্বলাতের জায়নামায, কাপড় শুকানো দড়ি ও ব্যাগ বাঁধার জন্য কিছু ছোট দড়ি সঙ্গে রাখুন।
- পড়ার জন্য ছোট আকারের কুরআন শরীফ ও বইপত্র এবং লোকেশন ম্যাপ সঙ্গে রাখুন।
- যোগাযোগ এর জন্য সাধারন মোবাইল অথবা এন্ডরয়েড মোবাইল ফোন সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।
- চশমা ব্যবহারকারী হলে দুই জোড়া করে চশমা ও কোমল স্লিপার সেন্ডেল এবং এগুলো রাখার জন্য ছোট পাতলা কাপড়ের একটি ব্যাগ।
- রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছোট সাদা বা বিশেষ রঙের ছাতা অথবা ক্যাপ।
- পশু যবেহ (হাদী) বা ফিদিয়ার জন্য ৪৫০-৫০০ সৌদি রিয়াল আলাদা করে রাখতে ভুলবেন না।
- ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র: ব্রাশ, পেস্ট, টয়লেট পেপার, আয়না, চিরুনি, তেল, সাবান, তোয়ালে, শ্যাম্পু, নোটবুক, পারফিউম, ভ্যাসলিন, লোশন ও ডিটারজেন্ট ইত্যাদি সাথে নিন। প্রসাধনী সুগন্ধহীন হতে হবে।
- দুইটি ছোট বেডশিট ও একটি ফোলানো বালিশ, হালকা চাদর, পেষ্ট, গ্লাস, চামচ, টর্চ লাইট, বাথরুম সুগন্ধি, মুখোশ, রুমাল ও কাপড় হ্যাঙার নিন।
- একটি দেশের পতাকা, এলার্ম ঘড়ি/হাত ঘড়ি, রোদ চশমা, মার্কার পেন।

- ✪ পর্যাপ্ত ওষুধপত্র, কিছু দরকারি এন্টিবায়োটিক, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ভ্রমণের জন্য দরকারি কিছু ওষুধ।
- ✪ ব্যাগের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে ছোট আকারের তালা-চাবি নিন এবং কিছু পলিথিন ব্যাগও নিন।
- ✪ দরকারি জিনিসপত্র (টাকা, টিকেট, পাসপোর্ট, হজ্জের পরিচয়পত্র, ক্রেডিট কার্ড) সবসময় হাতের কাছে অথবা নিরাপদ স্থানে রাখবেন।
- ✪ সঙ্গে কিছু বাংলাদেশী টাকাও রাখবেন।
- ✪ একটি সাধারণ পরামর্শ হলো : আপনার নাম, পাসপোর্ট নম্বর, হজ্জ পরিচয়পত্র নম্বর, যোগাযোগের মোবাইল অথবা ফোন নম্বর, ট্রাভেল এজেন্টের নাম ও নং, হোটেলের নাম ও ঠিকানা, যে কোনো নিকট আত্মীয়ের নাম ও ঠিকানা ও মুয়াল্লিম নং আপনার সকল ব্যাগে ইংরেজিতে লিখে রাখবেন।
- ✪ কিছু শুকনো খাবার যেমন-চিড়া, গুড়, বিস্কুট, বাদাম, ড্রাই কেক, ইত্যাদি সঙ্গে রাখুন।
- ✪ হজ্জে যাওয়ার সময় আপনার মালামালের একটি তালিকা করুন ও তালিকা চেক করুন।
- ✪ হজ্জে যাওয়ার সময় আপনার বড় লাগেজের আদর্শ ওজন হবে ৮ থেকে ১০ কেজি।
- ✪ শেষ কথা হলো; হজ্জে যাওয়ার সময় অবশ্যই সূরা-আল বাকারা'র ১৯৭ নং আয়াতকে সাথে ব্যাগে নিয়ে নয় বরং অন্তরে করে নিয়ে যাবেন!

[পুরুষদের জন্য]

- ✪ ইহরামের জন্য দুই সেট সাদা কাপড়।
- ✪ ইহরামের কাপড় বাধার জন্য কোমর বেল্ট।
- ✪ মাথা মুড়ানোর জন্য ১/২টি রেজার অথবা ব্লেড।
- ✪ উপযুক্ত ও আরামদায়ক: প্যান্ট, শার্ট, ট্রাউজার, লুঙ্গি, টি-শার্ট, আন্ডারওয়্যার, পাঞ্জাবি, স্যান্ডেল, মোজা, জুতা, টুপি ইত্যাদি।

[মহিলাদের জন্য]

- ✪ পরিষ্কার ও আরামদায়ক সালওয়ার-কামিজ, স্কার্ফ, হিজাব।
- ✪ পুরো যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত কাপড়।
- ✪ লেডিস ন্যাপকিন, সেফটি পিন, কেঁচি, টিস্যু, স্যান্ডেল, মোজা ও জুতা ইত্যাদি।

হজ্জের সময় যেসব পরিহার করবেন

- ✖ টিনের ট্রাঙ্ক, ভারী স্যুটকেস, ভারী কম্বল ও পানির বালতি ইত্যাদি সাথে নেওয়া ঠিক হবে না।
- ✖ ক্যাসেট অথবা সিডি সঙ্গে নিবেন না, কারণ এর জন্য ইমিগ্রেশন চেক করতে পারে।
- ✖ পচনশীল অথবা গলে যেতে পারে এমন খাবার যেমন - ফল, চকলেট, দুধ ইত্যাদি।
- ✖ পুরুষরা সিগারেট, স্বর্ণের আংটি, স্বর্ণের চেইন (সবই হারাম) সঙ্গে নিবেন না।
- ✖ মহিলারা ভারী অলঙ্কার সঙ্গে নিবেন না।
- ✖ শরীরে তাবিজ, কবজ ও ফিতা ইত্যাদি বাঁধা থাকলে তা খুলে ফেলে শির্ক মুক্ত হয়ে যান। কারণ শির্ক ইবাদত কবুল হওয়ার অন্তরায় !
- ✖ সঙ্গে ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা সাথে না নেওয়া ভালো, কারণ এতে আপনার ইবাদতের মনসংযোগ নষ্ট হবে।
- ✖ নখ কাটার মেশিন, সুই-সুতা, কেঁচি, চাকু ইত্যাদি সব সময় মেইন বড় লাগেজে রাখবেন।

হজ্জের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- দীর্ঘ ১৪০০ বছর সময় ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের দেশগুলোতে হজ্জের রীতিনীতি মৌখিক ও লিখিত আকারে পৌঁছেছে। দু:খের বিষয় হলো এই দীর্ঘ্য সময়ের ব্যাবধানে কিছু লোক অথবা দল হজ্জের কিছু রীতিনীতির মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক ভাবে অনিবার্য ছিল।
- কিছু লোক অথবা দল হজ্জের কিছু রীতিনীতি ভুলভাবে বুঝেছে এবং তারা তাদের সেই বোধ থেকেই হজ্জের রীতিনীতি পালন করছে। আবার অনেকে হজ্জের পদ্ধতিতে নতুন রীতি ও বিভিন্ন দুআ যোগ করেছে। সাধারণভাবে দেখলে এসব রীতি সঠিকই মনে হবে, এর কোনো ত্রুটিই খুজে পাবেন না। মনে হবে এসব রীতি পালন করাও ভালো।
- কিন্তু কথা হলো; কেন এসব ভ্রান্ত রীতি বা অতিরিক্ত রীতি পালন করবেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জে যা যা করেছেন তার থেকে বেশি করে আপনি কি বেশি আমল অর্জন করতে পারবেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে করেছেন এবং করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে আপনি যতটুক শুদ্ধ ভাবে জানতে পারেন বা আপনার জ্ঞান অনুসারে আমল করাই কি ভালো নয়? আপনি কি জানেন, ইবাদতে বা আমলে নতুন রীতি তৈরি অথবা নতুন কিছু যোগ করার ফলে আপনার ইবাদতই বাতিল হয়ে যেতে পারে; কেননা তা বিদআত!
- এখন প্রশ্ন আসতে পারে; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হজ্জের নিয়ম-কানুন আমি কোথায় পাবো বা কিভাবে জানবো? উত্তর সহজ: বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি-র হজ্জ অধ্যায়ের হাদীস পড়ুন। যদি সব হাদীস পড়ার মতো যথেষ্ট সময় না পান বা সকল হাদীস বই না থাকে তাহলে নির্ভরযোগ্য সুপরিচিত আলেমদের দলিলভিত্তিক লেখা বই পড়ুন। কয়েকটি বই পড়ে যাচাই করুন। হজ্জের শুদ্ধ রীতিনীতির সবকিছুই বিভিন্ন বই থেকে পেয়ে যাবেন।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, “তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও আমার কাছ থেকে”। আস-সুনানুল কাবরা লিল-বায়হাকী হাঃ ৯৩০৯
- রাসূল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, “আমি তোমাদের যা কিছু করতে বলেছি সেই সব ব্যতীত আর কোন কিছুই তোমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে না, এবং যে সকল বিষয় সতর্ক করেছি সেগুলো ব্যতীত কোন কিছুই তোমাদের জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে না”। মুসনাদে আস সাফেয়ীই
- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন, “যে দ্বীনের মধ্যে এমন কাজ করবে যার প্রতি আমার নির্দেশনা নাই তা প্রত্যাখ্যাত (বাতিল)”। মুসলিম-৪৫৮৯, বুখারী-২৬৯৭

Contents

- ✪ হুযায়ফাহ ইবন আল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "যেসব ইবাদাত (আমল) রাসূল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণ করেননি, তা তোমরাও করো না"। সহীহ বুখারী
- ✪ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ মেনে চলো ও নতুন কিছু সৃষ্টি করো না, রাসূলের দেখানো এই পথ আঁকড়ে ধরাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট"।
- ✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই (বিদ'আত) পথভ্রষ্টতা, এবং সকল পথভ্রষ্টতা আগুনে (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে"। তিরমিযী-২৬৭৬
- ✪ রাসূল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন, "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামতও পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই মনোনিত করলাম"। সূরা আল মায়েদাহ, ৫:৩
- ✪ ইসলামের যে কোনো ইবাদাতের নির্দেশিকা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কারো এর কম বা বেশি করার কোন অধিকার বা ক্ষমতা নেই। আমাদের শুধু রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করা দরকার।
- ✪ এই বইয়ে হজ্জের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ ভুলক্রুটি ও বিদ'আত বিষয়গুলো সংযোজন করেছি কারন এগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ না করলে হজ্জযাত্রীরা এগুলোকে সাধারন রীতিনীতি হিসাবে ধরে নিতে পারেন। এই ভুলক্রুটি ও বিদ'আত বিষয়গুলো বিগত শতাব্দীর প্রথিতযশা হাদীসবিশারদ: আরব বিশ্বে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম - শাইখ মোহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানীর 'আহায্যুকা সাহিহুন' (আপনার হজ্জ শুদ্ধ হচ্ছে কি?) ও Innovations of Hajj, Umrah & Visiting Madinah. বই থেকে সংগ্রহ করেছি।

হজ্জ যাত্রার পূর্বে প্রচলিত ভুলক্রুটি ও বিদ'আত

- ✖ হজ্জ যাত্রাকে উপলক্ষ করে যাত্রা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে ২ রাকাআত নফল স্বলাত পড়া এবং ১ম ও ২য় রাকাআতে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস নির্ধারিতভাবে তেলাওয়াত করাকে হজ্জের নিয়ম মনে করা। তবে যে কোন সফরে বের হওয়ার পূর্বে নফল স্বলাত পড়ে বের হওয়া সুন্নাত।
- ✖ হজ্জ যাত্রার আগে মিলাদ দেওয়া, মিষ্টি বিতরণ করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কান্নাকাটি করা।
- ✖ হজ্জে যাওয়ার সময় আযান দেয়া অথবা এ উপলক্ষে ইসলামী সঙ্গীত বাজানো ও গজল গাওয়া।

✖ কিছু সুফীদের মতো করে ‘একমাত্র আল্লাহকে সঙ্গী করে’ একাই হজ্জ যাত্রায় রওনা হওয়া।

✖ একজন পুরুষের কোনো মহিলা হজ্জযাত্রীর সঙ্গে তার মাহরাম হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

✖ একজন মহিলা হজ্জযাত্রী কোনো অনাত্মীয়কে ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাকে মাহরাম করা।

✖ নারীর ক্ষেত্রে কোনো একটি আস্থাভাজন মহিলা দলের সঙ্গে মাহরাম ছাড়াই হজ্জে যাওয়া এবং একইভাবে এমন কোনো পুরুষের সঙ্গে গমন করা যিনি পুরো মহিলা দলের মাহরাম হিসেবে নিজেকে দাবি করেন।

✖ এ কথা মানা যে, হজ্জের পরিপূর্ণতা হচ্ছে নিজ এলাকার ভিতরেই ইহরাম বাঁধা।

✖ হজ্জ যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে অথবা বিভিন্ন স্থানে পৌছানোর পর উচ্চস্বরে যিক্‌র করা এবং উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলা।

✖ এ কথা বিশ্বাস করা যে, পায়ে হজ্জ করার সওয়াব ৭০হজ্জ আর আরোহনে হজ্জ করলে ৩০হজ্জের সওয়াব।

✖ প্রতি যাত্রাবিরতিতে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করা এবং এই কথা বলা, (হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য এই যাত্রাবিরতির স্থানকে তোমার আশির্বাদপুষ্ট কর এবং তুমিই উত্তম আশ্রয়দাতা।)

হজ্জের উদ্দ্যেশে ঘর থেকে বের হওয়া

✪ হজ্জ ফ্লাইটের শিডিউল ও বিমানবন্দর হতে দুরত্বের উপর ভিত্তি করে আপনার হজ্জ এজেন্সি আপনাকে ফ্লাইটের দিনই বিমানবন্দরে অথবা এর দুই একদিন আগে ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন।

✪ যেহেতু অধিকাংশ হজ্জযাত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন, তাই তাদেরকে কেন্দ্র করে এখানে একটি দৃশ্যপট চিন্তা করি; ধরুন প্রথমে আপনি ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে যাবেন।

✪ চেক লিস্ট অনুযায়ী ব্যাগ গোছান; বড় আকারের একটি মেইন ব্যাগ করবেন (ওজন ৮-১০ কেজি) এবং ছোট আকারের একটি হাত ব্যাগ করবেন (ওজন ৫-৭ কেজি) এবং ছোট ব্যাগটিতে দরকারী কাগজপত্র (পাসপোর্ট, টিকেট, অনাপত্তিপত্র, ওষুধপত্র ইত্যাদি) নিবেন। আপনার ব্যাগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরও ৩টি জিনিস নিতে ভুলবেন না তা হল; ধৈর্য্য, ত্যাগ ও ক্ষমা!

✪ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় শান্ত ও খুশি মনে আপনার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিন। ভালো হয় যদি আপনার পরিবারের দুই একজন সদস্যকে আপনাকে বিদায় জানানোর জন্য কিছু পথ এগিয়ে দিতে আসেন।

✪ যাদের ছেড়ে হজ্জের সফরে বের হচ্ছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য বলতে পারেন:

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

"আসতাওদি'উ কুমুল্ল-হাল্লাযী লা তাদী'উ ওয়াদা-য়ী উহ"।

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাজতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাজতে থাকা কেউই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না"। বুখারী-১০৯৬, ইবনে মাযাহ

✪ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আপনি নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতে পারেন:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"বিসমিল্লাহি তাওক্কালতু আলাল্লাহি
ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"।
"আল্লাহর নামে, সকল ভরসা তারই উপর এবং
আল্লাহ ব্যতীত সর্বশক্তিমান আর কেউ নেই"। আবু দাউদ-৫০৯৬, তিরমিযি-৩৪২৬

✪ সিঁড়ি অথবা লিফটে করে উপরে ওঠার সময় বলুন 'আল্লাহু আকবার'। নামার সময় বলুন 'সুবহানাল্লাহ'। পরিবহনে ওঠার সময় বলুন 'বিসমিল্লাহ'। আসনে বসার সময় বলুন 'আলহামদুলিল্লাহ'। বুখারী-২৯৯৩

✪ রিকশা, ট্যাক্সি, কার, বাস, ট্রেন ও বিমানে আরোহন করে আপনি নিম্মোক্ত যাত্রা পথের দুআটি পড়তে পারেন:

اَللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر، أَللهُ أَكْبَر سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا
وَمَا كُنَّا لَه" مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর,"
"সুবহানাল্লাযি সাখ্খারালানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনিন,
ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন"।
"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান"।
"পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি এ বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।
একে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের
পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো"। সূরা-আল যুখরূফ ৪৩:১৩-১৪, মুসলিম-১৩৪২

✪ নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজে উঠে আপনি নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতে পারেন:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বিলা গাফুরুর রাহিম"।
"আল্লাহর নামেই এই বাহন চলাচল করে এবং থামে।
নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। সূরা-হুদ ১১:৪১

✪ যারা দূর থেকে আসবেন তারা বাস অথবা ট্রেন স্টেশনে এসে আপনার হজ্জ সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। আপনার দলনেতা অথবা আমীরের নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অত:পর আপনার ব্যাগপত্র নিয়ে পরিবহনে উঠুন এবং চূড়ান্তভাবে আপনার পরিচিতজনদের কাছ থেকে বিদায় নিন।

✪ যখন তিনজন বা এর অধিক লোক কোন দূরবর্তী স্থানে সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেয়া উত্তম। তাই আমীরের নির্দেশনা শুনুন ও দলের শৃংখলা বজায় রাখুন। আবু দাউদ-২২৪১

✪ ভ্রমণ অবস্থায় আপনি রিলাক্স হয়ে বসুন। সম্ভব হলে হজ্জ বিষয়ে বই পড়ুন বা মনে মনে দুআ ও যিক্‌র করুন। মুসাফীরের দুআ আল্লাহ কবুল করেন।

✪ সফরে আপনি ঘুমাতে অভ্যস্থ হলে আপনি ঘুমিয়ে যেতে পারেন। অথবা আপনি আপনার অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে হজ্জ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। তবে সময় কাটানোর জন্য অযথা গল্পে লিপ্ত না হওয়াই ভালো।

✪ মুসাফীর অবস্থায় ভ্রমণে স্বলাত কসর করে আদায় করতে পারেন। কসর স্বলাত আদায় এর নিয়মকানুন ভালো ভাবে জেনে নিন। যোহর ও আসরকে একত্রে কসর করে যোহর বা আসরের সময় এবং মাগরিব ও এশাকে একত্রে কসর করে মাগরিব বা এশার সময় জমা করেও আদায় করতে পারেন। মুসলিম

✪ সফররত অবস্থায় জুমআ স্বলাত এর পরিবর্তে যোহর স্বলাত আদায় করতে পারেন। কিবলা কোন দিকে তা একটু চিন্তা ভাবনা বা জিজ্ঞাসা করে নির্ণয় করে নিবেন, তবে নির্ণয় করা সম্ভব না হলে বা জটিলতার কারণে কোন এক দিককে কিবলা নির্ধারন করবেন। সূরা-বাকারা ২:২৩৯, আবু দাউদ-১২২৪-২৮

✪ যাত্রা পথে কোথাও অবতরন করে এই দুআ পাঠ করা:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আউযু বিকালিমা তিল্লা-হিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক্ব" মুসলিম-২৭০৮
"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় কামনা করছি"।

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প

- হজ্জ ক্যাম্প দূর হতে আগত হজ্জযাত্রীদের আশ্রয়কেন্দ্র। এখানে দলে দলে হজ্জযাত্রীরা এসে ১/২ দিন থাকেন এবং ফ্লাইটের শিডিউল অনুযায়ি হজ্জ ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান।
- আপনার হজ্জ এজেন্সি হজ্জ ক্যাম্পে আপনার থাকার জন্য ছোট ছোট ডরমেটরি রুম এর ব্যবস্থা করতে পারেন ২য়/৩য় তলায়। হজ্জ ক্যাম্পের নিচ তলা অফিসিয়াল কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- এখানে আপনার হজ্জ এজেন্সি, হজ্জ ক্যাম্পের অফিস থেকে বিভিন্ন কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন ও হজ্জ ফ্লাইটের শিডিউল চেক করবেন। কেউ যদি মেনিনজাইটিস টিকা না নিয়ে থাকেন তবে এখান থেকে টিকা নিতে পারেন।
- এখানে কিছু খাবার ক্যান্টিন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। আপনি অথবা আপনার হজ্জ এজেন্সি এখান থেকে খাবার এর ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনি এখানে কিছু মানি এক্সচেঞ্জার পাবেন এবং চাইলে টাকা রিয়াল করে নিতে পারেন।
- এখানে কিছু হজ্জ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এখানে মক্কা, মদীনা ও মিনার তাবুর মানচিত্র বিতরণ করা হয় যা সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন।
- হজ্জ ক্যাম্পে থাকার সময় সতর্ক থাকুন কারন এখান থেকে অনেকসময় টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে অথবা চুরি হয়ে যায়।
- মনে রাখবেন হজ্জ ক্যাম্প একটি ধুমপান মুক্ত এলাকা, এখানে অপনার বন্ধু-বান্ধব ও আত্নিয়-স্বজনরা আপনার সাথে দেখা করতে পারেন নিচ তলায় তবে তাদের ২য়/৩য় তলায় ডরমেটরি রুম এ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।
- ফ্রি সৌদি মোবাইল সিমকার্ড (মোবিলি, জেইন) পাওয়া যায় এখানে অথবা আপনি মোবাইল সিমকার্ড কিনতেও পারেন।

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প - আশকোনা, এয়ারপোর্ট।

❧ বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশন ❧

- ✪ হজ্জ যাত্রার প্রস্থান প্রক্রিয়ার কাজ (বড় ব্যাগ জমাকরন, বোর্ডিং পাস ও ইমিগ্রেশন) ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প থেকে শুরু হতে পারে আবার বিমান বন্দর থেকেও শুরু হতে পারে, এটা নির্ভর করে বিমান কর্তৃপক্ষ ও সরকার এর সিদ্ধান্তের উপর। সাধারনত বাংলাদেশ বিমান এর প্রস্থান প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয় ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প থেকে এবং সৌদি এয়ারলাইনস এর কাজ শুরু হয় ঢাকা বিমানবন্দর থেকে।
- ✪ আপনি যদি ঢাকা শহরের মধ্য থেকে সরাসরি আসেন তবে আপনার হজ্জ এজেন্সির সাথে কথা বলে জেনে নিন আপনার ফ্লাইট কোন এয়ারলাইনসে এবং আপনাকে প্রথমে কোথায় রিপোর্ট করতে হবে - ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প নাকি বিমান বন্দর। এখানে আমরা ধরে নিয়েছি আপনি প্রথমে ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে এসেছেন কারন বেশিরভাগ হজ্জযাত্রী হজ্জ ক্যাম্প হয়ে বিমানে উঠেন।
- ✪ যখন ফ্লাইটের সময় নিকটবর্তী হবে - সাধারনত ফ্লাইটের ৫/৬ ঘন্টা আগে হজ্জ ক্যাম্পে ও বিমানবন্দরে বিমান শিডিউল এর ঘোষনা হবে তখন আপনি আপনার ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন।
- ✪ আপনার হজ্জ এজেন্সির পরিকল্পনা অনুসারে আপনি যদি প্রথমে মক্কায় যান তাহলে আপনার বাড়ি থেকে অথবা হজ্জ ক্যাম্প অথবা বিমানবন্দর থেকেই শুধু ইহরামের কাপড় পড়ে নিবেন। অতঃপর কোন প্রকার মৌখিক নিয়ত বা স্বীকৃতি বা তালবিয়াহ পাঠ করবেন না। ইহরামের কাপড় আপনি বিমানের ভেতরেও পরতে পারবেন। **পৃষ্ঠা নং : ৪৬-৫৬** থেকে ইহরামের বিধিবিধান বিস্তারিত জানতে পারবেন।
- ✪ আপনি যদি প্রথমে মদীনায় যান তাহলে ইহরামের কাপড় পরিধান করার দরকার নেই। সাধারন কাপড় পরিধান করে যাবেন। যেহেতু বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ হজ্জযাত্রী প্রথমে মক্কা যান ও উমরাহ পালন করেন তাই এখানে ধরে নিচ্ছি আপনি প্রথমে মক্কায় যাচ্ছেন।
- ✪ বিমানে ইহরামের কাপড় পরা দৃষ্টিকটু ও কঠিন কাজ। তাই বিমানে আরোহনের পূর্বেই ইহরামের যাবতীয় প্রস্তুতি নিবেন অর্থাৎ ইহরাম বাঁধবেন ; মানে ইহরামের কাপড় পড়ে নিবেন। শুধুমাত্র ওমরাহ শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি বা ইহরাম করার কাজটা বাকি রাখবেন। ইহরাম করবেন যখন আপনি মীকাত এর কাছাকাছি পৌছাবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছানোর পূর্বে ইহরাম করেন নাই। <u>মুসলিম-১২১৮</u>

- হজ্জ ক্যাম্পে অথবা বিমানবন্দরে আপনার দলনেতা বা আমীরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রথমে লাইন ধরে বিমান টিকেট হাতে নিয়ে কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে ব্যাগ জমাকরণ কাউন্টারে আপনার বড় ব্যাগটি জমা দিয়ে দিন। এখানে আপনার বিমান টিকেট চেক করা হবে এবং আপনার লাগেজে স্টিকার লাগিয়ে বিমানের কার্গোতে জমা করা হবে। এখানে আপনাকে বোর্ডিং পাস দেওয়া হবে। যত্নসহকারে বোর্ডিং পাসটি সংরক্ষণ করুন।
- এরপর ইমিগ্রেশন অফিসের দিকে অগ্রসর হউন এবং লাইনে দাঁড়ান। ইমিগ্রেশন অফিসার আপনার পাসপোর্ট চেক করবেন এবং সিল দিবেন, তিনি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন, আপনার অফিস অনাপত্তিপত্র (NOC) দেখতে পারেন। ইমিগ্রেশন এর কাজ শেষ হলে হজ্জযাত্রী অপেক্ষা কক্ষে গিয়ে বসুন। মনে মনে দুআ ও যিক্‌র করুন। এরপর হজ্জ ক্যাম্পে হজ্জযাত্রী পরিবহন বাস এসে হাজীদের বিমানবন্দর নিয়ে যাবে।

ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশন অফিস

ঢাকা বিমানবন্দর

- বিমানবন্দরের নির্দিষ্ট একটি কাউন্টারে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আপনার বোর্ডিং পাস দেখিয়ে আপনার ছোট ব্যাগপত্র চেক করিয়ে অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অপেক্ষা কক্ষে গিয়ে বসুন।

- বিমানবন্দরে হাজীদের জন্য আপ্যায়ন হিসাবে বিভিন্ন মহল থেকে খাবার ও পানিয় দেওয়া হয়। এগুলো রাখতে পারেন।
- হজ্জের যাত্রায় আপনার সঙ্গে অবশ্যই ছোট হাত ব্যাগ/সৈনিক ব্যাগ/কোমরের ব্যাগ নেবেন। এই ব্যাগে টাকা, পাসপোর্ট, টিকেট, ওষুধ ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র রাখবেন।
- ফ্লাইটের সময় নিকটবর্তী হলে আবার শৃংখলাবদ্ধ হয়ে লাইনে দাঁড়াবেন এবং লাইন ধরেই বিমানে উঠে পড়বেন। একটি সর্তকতা; সবসময় দলবদ্ধ হয়ে সকল জায়গায় যাবেন এবং সকল কাজ করবেন। কখনই দলছাড়া হবেন না, দলছাড়া হলে আপনি হারিয়ে যেতে পারেন ও সমস্যায় পড়তে পারেন।

ঢাকা বিমানবন্দর

বিমানের ভেতরে

- বিমানে উঠে আপনার নির্দিষ্ট আসন অথবা যে কোন আসনে আসন গ্রহণ করুন। আপনার মাথার উপরের বক্সে আপনার ছোট হাত ব্যাগটি রাখুন।
- বিমানে উঠার পর আপনার পরিচিতজনদের ফোন করে আপনার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন ও এরপর মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে রাখুন অথবা উড্ডয়নের আগে এয়ারপ্লেন মোড দিয়ে রাখুন। আপনার সিটটি সোজা করে রাখুন এবং সিট বেল্ট বেঁধে নিন। এখন যাত্রা পথের দুআটি পড়তে পারেন।
- বিমানের ক্রুদের ঘোষিত নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিমান ক্রু যখন যাত্রী সংখ্যা গণনা করবেন তখন আপনি সিটে বসে থাকুন।

- সাধারণত হজ্জ ফ্লাইটে ২তলা বিশিষ্ট বোয়িং ৭৪৭/৭৭৭ বিমান ব্যবহৃত হয়। এক একটি বিমান ৪৫০-৫৫০ জন যাত্রী বহন করতে পারে।
- বিমান উড্ডয়নের পর সিট বেল্ট খুলে সিটটি পিছনের দিকে হেলে দিয়ে আরাম করে বসুন অথবা ঘুমিয়ে যান। মনে মনে দুআ ও যিক্র করুন।
- বিমান সাধারণত ৬০০ মাইল/ঘন্টা বেগে ভূপৃষ্ঠ হতে ৩০,০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাবে। সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দর পৌছাতে ৫-৬ ঘন্টা সময় লাগে সাধারনত।
- বিমানের ১বার লাঞ্চ/ডিনার ও ১বার হালকা খাবার পরিবেশন করা হবে।
- বিমানের ওয়াশরুমে বিমানে পানি খুবই সীমিত তাই পানি বেশি খরচ করবেন না। ওয়াশরুমে অযু করবেন না এবং কমোডের ভিতরে টিস্যু ফেলবেন না।
- স্বলাতের জন্য বিমানে তায়াম্মুম করবেন। এজন্য মাটির ইট দেয়া হবে।
- বিমান কোনো মীকাতের কাছাকাছি চলে এলে বিমান ক্রুরা আগেভাগেই জানিয়ে দেবেন। যারা প্রথমে মক্কায় যাবেন, তারা তখন মীকাত থেকে ইহরাম করবেন বা উমরাহ শুরুর মৌখিক স্বীকৃতি দিবেন। এরপরই উমরাহ অধ্যায় থেকে আপনি ইহরাম ও উমরাহ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
- জেদ্দা বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পর আপনি ছোট হাত ব্যাগ নিয়ে নিচে নেমে যাত্রীদের ওয়েটিং লাউঞ্জে/অপেক্ষা কক্ষে গিয়ে বসুন।
- মদীনাতেও বিমানবন্দর আছে। আপনার হজ্জ এজেন্সি যদি প্রথমে মদীনা যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন তবে হজ্জ ফ্লাইটের শিডিউল মদীনা বিমানবন্দরেও নিতে পারেন তবে মদীনা যাওয়া সহজ হয়।

বিমানের ভিতরে

উমরাহ

উমরাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

- উমরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত; যার অর্থ কোনো স্থান দর্শন করা বা জিয়ারত করা। ইহা ‘তাওয়াফুল কুদুম’ নামেও পরিচিত।
- ইসলামি শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বছরের যে কোনো সময় মসজিদুল হারামে গমন করে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে উমরাহ বলা হয়।
- আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “উমরাহ; এক উমরাহ থেকে পরবর্তী উমরাহর মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু পাপ (সগিরা) কাজ ঘটবে তার জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত করে)”। বুখারী-১৬৫০, মুসলিম
- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “নিশ্চয়ই রমজান মাসের উমরাহ একটি হজ্জের সমান”। মিশকাত-২৫০৯
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “রমজান মাসে উমরাহ পালন করা - আমার সাথে হজ্জ করার ন্যায়”। বুখারী-১৮৬৩ ও মুসলিম-১২৫৬,৩০৩৯
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবনদশায় ৪ বার উমরাহ করেছেন। মিশকাত-২৫১৮
- মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে তাওয়াফ, সাঈ ও হালাল হয়ে উমরাহ সম্পন্ন করতে ২-৩ ঘন্টা সময় লাগে মাত্র।

উমরাহর ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত

ফরয	ওয়াজিব	সুন্নত
ইহরাম করা	মীকাত থেকে ইহরাম করা	উল্লেখযোগ্য সুন্নাতগুলো হল:
তাওয়াফ করা	কসর/হলক্ব করা	হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা
সাঈ করা		পুরুষদের ‘রমল’ করা
		পুরুষরা তাওয়াফের সময় ‘ইদতিবা’ করা
		ইয়েমেনী কোণ স্পর্শ করা
	* তাওয়াফের পর ২ রাকাত স্বলাত	

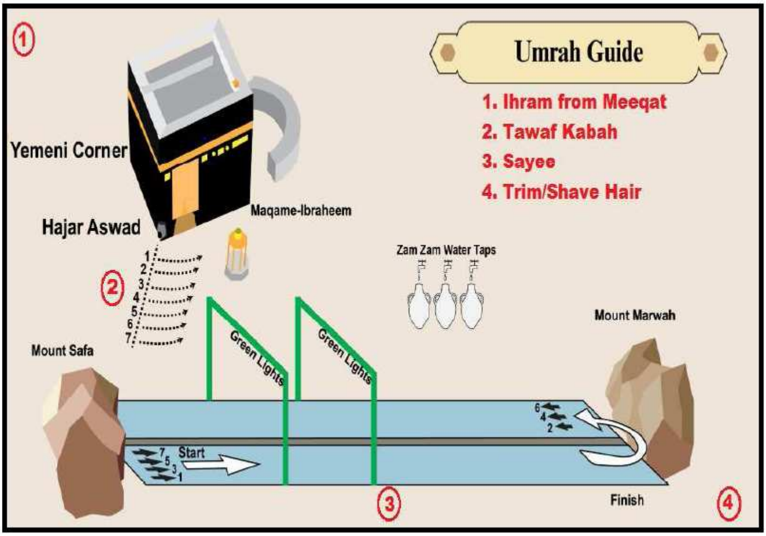

এক নজরে উমরাহ। (১→২→৩→৪)

ইহরামের মীকাত

- মীকাত হলো সীমা। হজ্জ ও উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনকারীদের কাবা ঘর হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমান দূরত্ব থেকে ইহরাম করতে হয়, ঐ জায়গাগুলোকে মীকাত বলা হয়।
- মীকাত দুই ধরনের - (১) মীকাতে যামানী (সময়ের মীকাত),
  (২) মীকাতে মাকানী (স্থানের মীকাত)।
- হজ্জের মীকাতের সময় হলো ৩টি মাস; শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্জ মাস। তবে কিছু উলামাদের মতে এটি ১০ জিলহজ্জ পর্যন্ত। উমরাহর মীকাতের সময় হলো বছরের যে কোনো সময়। সূরা-বাকারা ২:১৯৭
- মীকাতের জন্য ৫টি নির্ধারিত স্থান রয়েছে: বুখারী-১৪২৯, মুসলিম-২/৮৪১

মীকাতের নাম	অন্য নাম	মক্কা থেকে দূরত্ব	যাদের জন্য
যুল হুলায়ফা	আবিয়ারে আলী	৪২০ কিমি	মদীনাবাসী ও যারা এই পথ দিয়ে যাবেন।
আল জুহফাহ	রাবিগ	১৮৬ কি.মি.	সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, মিশর, সুদান, মরক্কো ও সমগ্র আফ্রিকা।

ইয়ালামলাম	আস-সাদিয়া	১২০ কি.মি	যারা নৌপথে ইয়েমেন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া, দঃ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে আসবেন।
কারনুল মানাযিল	সাইলুল কাবির	৭৮ কি.মি.	কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, ইরাক ও ইরান।
যাতু ইরক	-	১০০ কি.মি	ইরাক (আজকাল পরিত্যাক্ত)

✪ বাংলাদেশ থেকে যারা বিমান যোগে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তাদের মীকাত হলো 'কারনুল মানাযিল' (সাইলুল কাবীর)। আর নৌপথ যোগে যারা জাহাজে ভ্রমণ করবেন তাদের মীকাত হবে 'ইয়ালামলাম'। তবে আজকাল নৌপথ বেশি ব্যবহৃত হয় না।

✪ যারা মীকাতের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাস করেন তাদের অবস্থানের জায়গাটাই হল তাদের মীকাত। অর্থাৎ যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই হজ্জের ইহরাম করবেন। তবে মক্কার হারাম এলাকার ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি উমরাহ করতে চান তা হলে তাকে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে যেমন তানয়ীম তথা আয়েশা মসজীদে অথবা অনুরুপ কোথাও গিয়ে ইহরাম করবেন।

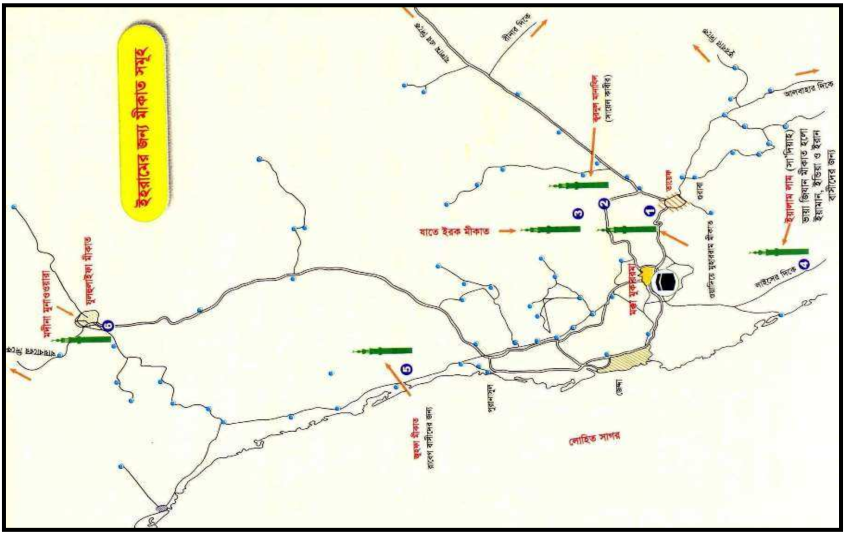

ইহরামের মীকাত

ইহরামের তাৎপর্য

- ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ - হারাম করা, সীমাবদ্ধ বা অনুমতিহীন। ইহরামের মাধ্যমে উমরাহ বা হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।
- হজ্জ ও উমরাহ পালন করার সময় ইহরাম করা বাধ্যতামূলক। ইহরাম করা অবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।
- ইহরাম অবস্থায় সকল পুরুষ একই রকমের পোশাক পরিধান করেন, যাতে করে ধনী-গরীবে কোনো ভেদাভেদ না থাকে। ইহরাম শ্রেণী, জাতি ও সংস্কৃতির পার্থক্য দূর করে দেয়।
- ইহরামের কাপড় সিল্ক অথবা যে পশুর গোশত হারাম তার পশম দিয়ে তৈরি করা না হয় এবং কাপড় এতটা স্বচ্ছ হবে না যাতে শরীরের ভেতরের অংশ দেখা যায়।
- পুরুষের জন্য ইহরামের পোশাক; সেলাইবিহীন দুই খণ্ড কাপড় (সাদা রং অগ্রাধিকার)। যে কাপড় দিয়ে শরীরের উপরের অংশ আবৃত করা হয় তাকে বলে 'রিদা', আর যে কাপড় দিয়ে শরীরের নিচের অংশ আবৃত করা হয় তাকে 'ইজার' বলে।
- মহিলারা তাদের স্বাভাবিক পোশাকের মত সেলাইযুক্ত হালকা যে কোন রংয়ের পছন্দনীয় পোশাক পরিধান করবেন (তা হবে শালিন, পরিস্কার, সুগন্ধিমুক্ত এবং খুব টকটকে রংচংয়ে ও আকর্ষণীয় হবে না)। সাথেসাথে ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে অবশ্যই যথাযথ পর্দা পরতে হবে।
- আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে প্রথমেই মক্কায় যান এবং উমরাহ পালন করেন তাহলে আপনি 'কারনুল মানাযিল' মীকাত থেকে ইহরাম করবেন। আর আপনি যদি প্রথমে মদীনা যান এবং মদীনা থেকে মক্কায় যান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি 'যুল হুলায়ফা' মীকাত থেকে ইহরাম করবেন।

ইহরামের পদ্ধতি

- ইহরামের কাপড় পরিধানের আগে সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে নিন - নখ কাটা, লজ্জাস্থানের চুল পরিস্কার, গোঁফ ছোট করা। তবে দাঁড়ি ও চুল কাটবেন না। পরিচ্ছন্নতার এই কাজগুলো করা মুস্তাহাব। বুখারী-১৪৬৪
- এরপর গোসল করুন, আর যদি গোসল করা সম্ভব না হয় তাহলে অযু করুন। ঋতুবর্তী মহিলারা গোসল করে সাধারন কাপড় পরে নিবেন এবং

উমরাহ/হজ্জ এর সকল বিধি-বিধান পালন করবেন, তবে ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন না, স্বলাত ও তাওয়াফ করবেন না। ঋতু শেষ হলে তাওয়াফ করে নিবেন ও স্বলাত আদায় করবেন।

✪ পুরুষরা ইহরামের কাপড় পড়ার আগে চুলে তেল বা 'তালবিদ' দিতে পারেন এবং শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধী ব্যবহার করতে পারেন; তবে ইহরাম বাঁধার পর পারবেন না। সুগন্ধী যেন আবার ইহরামের কাপড়ে না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। লেগে গেলে তা ধুয়ে ফেলবেন। মহিলারা কখনই কোনো অবস্থাতেই সুগন্ধী ব্যবহার করবেন না। মহিলাদের সুগন্ধী ব্যবহার করা হারাম। বুখারী-১৬৩৫

✪ পুরুষরা ইহরামের কাপড় সুবিধা মত উপায়ে পরতে পারেন তবে এমনভাবে পরবেন যাতে নাভির উপর থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায় এবং ইহরামের কাপড় দিয়ে কাঁধ ও শরীর আবৃত থাকে।

✪ মহিলারা মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি খোলা রাখবেন, নেকাব বা বোরকা দ্বারা মুখমণ্ডল সবসময় ঢাকা রাখা যাবে না। তবে গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে বা মাঝে গেলে তখন মুখমণ্ডল আবৃত করবেন।

✪ উত্তম হলো; কোন ফরয স্বলাতের পূর্বে ইহরামের কাপড় পড়া ও স্বলাত আদায় করা। আর ফরয স্বলাতের সময় না হলে তাহিয়াতুল ওযুর ২ রাকাত স্বলাত পড়া। স্বলাতের পর ইহরাম শুরু করার মৌখিক স্বীকৃতি না দিয়ে বিমানে উঠবেন। যেহেতু ইহরাম করেননি তাই তালবিয়াহ পাঠ থেকে বিরত থাকুন।

✪ যে কোন ফরয স্বলাতের পর ইহরাম করা মুস্তাহাব। যদি কোন ফরয স্বলাতের পর ইহরাম করা হয়, তাহলে স্বতন্ত্র স্বলাতের প্রয়োজন নেই। অন্য সময় ইহরাম বাঁধলে ২ রাকাত স্বলাত আদায় করে নিবেন। এই ২ রাকাত স্বলাত কি ইহরামের স্বলাত না তাহিয়াতুল ওযুর - এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে বিশুদ্ধতম ও গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি তাহিয়াতুল ওযু হিসাবে আদায় করা হবে। ইহরামের জন্য আলাদা কোন স্বলাত নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয স্বলাত আদায়ে পর ইহরাম নিয়ত করেছিলেন। নাসাঈ

✪ মীকাতের কাছাকাছি যখন পৌঁছাবেন তখন ইহরাম করার জন্য প্রস্তুতি নিবেন। পুরুষরা শরীরে তৃতীয় কোন কাপড় থাকলে তা খুলে রাখবেন, মাথা থেকে টুপি সরিয়ে ফেলবেন। তবে শীত নিবারনের জন্য গায়ে চাদর বা কম্বল ব্যাবহার করতে পারেন। পায়ে দুই বেল্টের স্যান্ডেল পড়ুন, যাতে পায়ের উপরের অংশের কেন্দ্রীয় হাঁড়টি (মেটটার্সাল) এবং পায়ের গোড়ালী উন্মুক্ত থাকে। মুসলিম-৪/৩৩১

✪ মীকাতের স্থান থেকেই উমরাহর মৌখিক স্বীকৃতি দিবেন অর্থাৎ ইহরাম করবেন; এমনটি করা **ওয়াজিব**। মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছলে বিমানের পাইলট ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেবেন। জলদি ইহরাম করুন কারণ বিমান খুব দ্রুত মীকাত অতিক্রম করে চলে যাবে। অনেকে জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছলে নিয়ত করেন ও তালবিয়াহ পাঠ শুরু করেন। যার কোন প্রমাণ নেই।

✪ আপনি যখন মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছবেন কেবল তখনই শুধুমাত্র উমরাহর ইহরাম (হজ্জ এর নয়, যেহেতু তামাত্তু হজ্জ পালনকারী) করবেন, এমনকি ঋতুবর্তী মহিলারাও মীকাত থেকে ইহরাম করবেন। আপনি বলুন:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"লাব্বাইকা উমরাহ"

"আমি উমরাহ করার জন্য হাজির"।

✪ এবার স্বশব্দে তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়াহ পাঠ শুরু করুন এবং মসজিদে হারামে তাওয়াফ শুরুর আগ পর্যন্ত এই তালবিয়াহ পাঠ চলতে থাকবে।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বায়িক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'য়মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক"।
"আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।
আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির।
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই,
তোমার কোনো শরীক নেই"। <u>বুখারী-৫৪৬০, ৫৯১৫, মুসলিম-১১৮৪</u>

✪ উমরাহ সম্পন্ন করতে না পারার ভয় থাকলে (যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা, বাধা অথবা অসুস্থতার কারণে না পারেন) তবে এই দুআ পাঠ করবেন:

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

"ফা ইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহিল্লী হায়ছু হাবাসতানি"।
"যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে
বাধা দিবে, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে"। <u>মিশকাত-২৭১১</u>

- ✪ তালবিয়াহ একটু উচু স্বরেই পাঠ করা উত্তম। তবে তালবিয়াহ খুব উচ্চঃস্বরে অথবা সমস্বরে পাঠ করবেন না যা অন্যদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর মহিলারা তালবিয়াহ পাঠ করবেন নিচু স্বরে অথবা মনে মনে। এখন আপনার ইহরাম করা হয়ে গেছে; এই ইহরাম করার কাজটি ছিল **ফরয**।
- ✪ তালবিয়াহর মাধ্যমে তাওহীদ চর্চা দৃশ্যমান। একে হজ্জের স্লোগান বলা হয়। তালবিয়াহ বেশি বেশি পড়া মুস্তাহব। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ওজু, বে-ওজু; সর্বাবস্থায় তালবিয়াহ পড়া যায়। ইবনে খুযাইমাহ-২৬২৮, মুসলিম-২১৯০
- ✪ কেউ যদি মীকাত অতিক্রম করে ফেলেন কিন্তু ইহরাম করতে ব্যর্থ হন তাহলে আবার মীকাতের স্থানে ফিরে গিয়ে ইহরাম করতে হবে। যদি এটা করা সম্ভব না হয় তবে মীকাতের কথা মনে হওয়ার সাথে সাথেই ইহরাম করতে হবে। তবে এই নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য হারাম এলাকার মধ্যে কাফ্‌ফারা স্বরুপ একটা দম (পশু যবেহ) অবশ্যই করতে হবে। এই পশুর গোশত সম্পূর্ণ মিসকিন ও গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। এই গোশত থেকে কোন অংশ নিজে গ্রহণ করা যাবে না।
- ✪ অনেকে ইহরাম না করে মীকাত অতিক্রম করে ফেললে আয়েশা মসজিদে গিয়ে উমরাহর নিয়ত করেন ও ইহরাম বাঁধেন - যার কোন হাদীস সম্মত ভিত্তি নেই।

ইহরাম অবস্থায় পুরুষরা

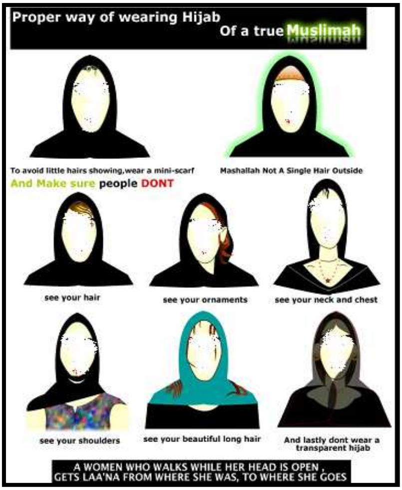

ইহরাম অবস্থায় নারীরা

ইহরাম ও তালবিয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ উমরাহ করার নিয়ত থাকার পরও ইহরাম না করে মীকাত অতিক্রম করা।
- ✖ মীকাতের আগেই ইহরাম করা ও উচ্চঃস্বরে হজ্জ বা উমরাহর নিয়ত করা।
- ✖ এ কথা মানা, কথা না বলে মৌনতার সাথে হজ্জ-উমরাহ পালন করা উত্তম।
- ✖ যাত্রা শুরুর সময় বিমানবন্দরে পৌঁছেই ইহরাম করার আগেই তালবিয়াহ পাঠ শুরু করা, অথবা দল বেঁধে সমবেত কণ্ঠে তালবিয়াহ পাঠ করা।
- ✖ কোনো এক নির্দিষ্ট নিয়মে ইহরামের কাপড় পরতে হবে এ কথা মান্য করা।
- ✖ ইহরামের কাপড় ডান বগলের নিচ দিয়ে এবং বাম কাঁধের উপর দিয়ে পরা।
- ✖ ইহরাম অবস্থায় তালবিয়ার স্থলে উচ্চস্বরে সমবেত কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করা।
- ✖ তালবিয়ার আগে বা পরে ‘আলহামদুল্লিাহ ইন্নি উরিদুল...’ দুআ পাঠ করা।
- ✖ ইহরাম বেঁধে আয়েশা/তা’নিম মসজিদে স্বলাত আদায় করতে যাওয়া।
- ✖ কিছু বইয়ের নির্দেশনা অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে বিশেষ ধরনের জুতা পরা।
- ✖ ইহরাম ছাড়া মীকাতে ঢুকে আয়েশা মসজিদে গিয়ে উমরাহর নিয়ত করা।
- ✖ ইহরামের কাপড় পরে এ কথা মানা যে সুরা-কাফিরুন ও সুরা-ইখলাস দিয়ে ইহরামের দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করতে হবে।
- ✖ মীকাত এলাকায় ভেতরে প্রবেশের পর মীকাত সীমানার বাইরে যাওয়া।
- ✖ জেদ্দা বিমানবন্দরে প্রবেশের ও অবতরনের তথাকথিত দুআ পাঠ করা।

ইহরাম অবস্থায় অনুমোদিত কার্যাবলী

- ✪ হাতঘড়ি, চশমা, হেডফোন, বেল্ট, মানিব্যাগ, শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে। মহিলারা আংটি ও গলায় চেইন পরতে পারবেন।
- ✪ ছাতা, বাস ও গাড়িসহ তাবু, সিলিংয়ের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া যাবে। লাগেজ, ম্যাট্রেস ইত্যাদি মাথায় বহন করা।
- ✪ ইহরামের কাপড় বাঁধার জন্য সেফটিপিন ব্যবহার করা ও জখম/আহত স্থানে ব্যান্ডেজ পরা যাবে।
- ✪ চশমা, ঘড়ি, টাকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন করার জন্য সেলাইযুক্ত ছোট ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে।
- ✪ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিধানের ইহরাম কাপড় পরিবর্তন করা যাবে। ইহরামের কাপড় ধৌত করা যাবে।
- ✪ গোসল করা যাবে। অনিচ্ছাকৃত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে শরীরের কোনো চুল/লোম উঠে যাওয়া।
- ✪ পশু জবাই করা যাবে, মাছ ধরা যাবে।
- ✪ মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনো প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হলে তা তাড়িয়ে দেয়া বা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনে হত্যা করা; যেমন- বন্য কুকুর, ইঁদুর, কাক, সাপ, বিচ্ছু, চিল, মশা, মৌমাছি ও পিঁপড়া ইত্যাদি। নাসাঈ-২৮৩৫, তিরমিজি-৮৩৮
- ✪ আত্মরক্ষার জন্য চোর/ডাকাতকে আঘাত অথবা হত্যা করা।
- ✪ ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য শরীর আবৃত করার জন্য কম্বল, মাফলার ব্যবহার করা যাবে।

ইহরামের পর যেসব বিষয় নিষিদ্ধ

- ✖ চুল, নখ ও দাঁড়ি কাটা। (তবে মাথায় চিরুনি করার সময় যদি কোনো চুল অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যায় বা উঠে যায় কিংবা অসুস্থতা ও উকুনের কারনে যদি চুল ফেল দিতে হয় অথবা ভুলক্রমে কেউ যদি নক বা চুল কাটে, তাহলে সেটা ক্ষমাযোগ্য)
- ✖ দেহে, কাপড়ে, খাবার ও পানিতে সুগন্ধী ব্যবহার করা। সুগন্ধীযুক্ত সাবান, শ্যাম্পু ও পাউডার ব্যবহার করা। (ইহরাম করার আগের কোনো সুগন্ধী যদি

Contents

দেহে থাকে তবে তাতে কোনো দোষ নেই, তবে কাপড়ের সুগন্ধী ধুয়ে ফেলতে হবে।) মুসলিম-৪/৩৮৭,৩৮৮

- ✖ হারাম এলাকার মধ্যে কোনো গাছ কাটা, পাতা ছেড়া বা উপড়ে ফেলা। এটাও হজ্জে আসা সকল মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে ইহরাম অবস্থায় থাক বা না থাক।
- ✖ হারামের সীমানার মধ্যে কোনো ধরনের স্থলচর প্রাণী শিকার করা বা বন্দুক তাক করা অথবা ধাওয়া করার মাধ্যমে শিকারে সহযোগিতা করা। এটা হজ্জে আসা সকল মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে ইহরাম অবস্থায় থাক বা না থাক। সূরা-মায়দা ৫:৯৬,৯৭
- ✖ অন্যের খোঁয়া যাওয়া কোনো জিনিস বা পরিত্যাক্ত কোনো বস্তু কুড়িয়ে নেয়া। তবে মূল মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে তুলে নেয়া যাবে। এটাও ইহরাম ও ইহরাম ছাড়া উভয় অবস্থার জন্যই প্রযোজ্য।
- ✖ কোনো অস্ত্র বহন করা বা অন্য কোনো মুসলিমের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া, সংঘর্ষে জড়িয়ে যাওয়া অথবা খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করা। সূরা-বাকারা ২:১৯৭
- ✖ বিয়ে করা বা বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো বা অন্য কারো জন্য বিয়ের আয়োজন করা, যৌন সঙ্গম, হস্তমৈথুন, স্ত্রীকে উত্তেজনার সাথে আলিঙ্গন বা চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা বা মহিলাদের প্রতি এমন কোনো ইঙ্গিত করা যা আকাঙ্খার উদ্রেক করে। মুসলিম-৫/২০৯
- ✖ মহিলারা ইহরাম অবস্থায় হাত গ্লাভস বা নেকাব/বোরকা (শক্ত করে বাঁধা মুখোশ) পড়া। তবে সামনে কোনো বেগানা পুরুষ চলে আসলে মাথার কাপড়ের কিছু অংশ দিয়ে মুখ ঢাকতে পারেন।

- ✖ ইহরাম অবস্থায় পুরুষরা তাদের মাথায় ইহরামের কাপড় অথবা টুপি অথবা মাথার কভার দিয়ে আবৃত করতে পারবে না। আর যদি অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে কেউ মাথা ঢেকে ফেলে তাহলে মনে হওয়ার সাথে সাথে তা খুলে ফেলতে হবে। তবে এজন্য কোনো কাফফরা আদায় করতে হবে না। মুসলিম-৪/৫৪৩, ২২৮৭
- ✖ এছাড়া পুরুষরা ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় যেমন-গেনজি, শার্ট, প্যান্ট, আন্ডারওয়ার পরতে পারবে না। মুসলিম-৪/৩৩১
- ✖ শরীরের কোনো অংশ বা দাঁত দিয়ে বেশি রক্ত প্রবাহিত হওয়া। সৌন্দর্য্যবর্ধন ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য দামি হাতঘড়ি, আংটি, রোদ চশমা পরা, চোখে কাজল দেয়া ইত্যাদি কাজ মাকরূহ।

ইহরামের বিধান লঙ্ঘনের কাফফারা

- ইহরাম অবস্থায় কারো সঙ্গে যৌন সঙ্গম করলে তার ইহরাম ভেঙে যাবে। হজ্জ/উমরাহ সম্পূর্ন বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু তবুও তাকে হজ্জ/উমরাহর বাকি সব বিধান সম্পন্ন করতে হবে এবং তাকে কাফফারা হিসেবে হারাম এলাকার মধ্যে একটি ফিদইয়া/দম (পশু জবাই) করতে হবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আবার পরবর্তীতে তাকে হজ্জ/উমরাহর জন্য আসতে হবে বা পুনরায় হজ্জ/উমরাহ করতে হবে।
- ইহরাম অবস্থায় কোনো একটি বিধান যদি অনিচ্ছাকৃত অথবা ভুলক্রমে অথবা না জানার কারণে লঙ্ঘন হয় তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য। এর জন্য কোনো দম দিতে হবে না। এজন্য আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। মুসলিম-৪/৩৩১, সূরা-বাকারা ২:২৮৬, সূরা-আহযাব ৩৩:৫
- কেউ যদি কাউকে ইহরাম অবস্থায় কোনো একটি নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করে অথবা অন্য কোনো কারণে বাধ্য হয়ে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে তাহলেও তাকে কোনো ফিদইয়া দিতে হবে না।
- ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে তাতে ইহরাম নষ্ট হবে না। ফরয গোসলের মাধ্যমে নাপাক ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এ জন্য অতিরিক্ত আরেকটি ইহরাম কাপড় রাখা উত্তম।
- কেউ যদি সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে তাহলে কাফ্‌ফারা (ফিদইয়া/দম) আদায় করতে হবে। সূরা-বাকারা ২:১৯৬
- ফিদইয়া/দম: হারাম এলাকার মধ্যে কাফ্‌ফারা স্বরুপ একটি পশু যবেহ (উট/ ছাগল/ ভেড়া) করা যা কোরবানির উপযুক্ত এবং সম্পূর্ন গোশত মিসকিন ও গরীবদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া অথবা তিন দিন রোযা রাখা অথবা ৬ জন গরিব লোককে এক বেলা খাওয়ানো (প্রত্যেককে অন্তত অর্ধ সা'আ বা ১.২০ কেজি পরিমান খাবার দেয়া)। বুখারী, মুসলিম
- ইহরামের বিধিবিধান ও ফিদইয়া/দম বিষয়ে আরও বিস্তারিত ও খুটিনাটি বিষয় জানতে কয়েকটি বই পড়ুন।
- মক্কার হারাম এলাকার সীমা: পূর্বে ১৬ কিলোমিটার (জুরানা), পশ্চিমে ১৫ কিলোমিটার (হুদায়বিয়াহ), উত্তরে ৭ কিলোমিটার (তানিম), দক্ষিণে ১২ কিলোমিটার (আদাহ), উত্তর-পূর্বে ১৪ কিলোমিটার (নাখালা উপত্যকা)।
- জিব্রাইল (আলায়হিস্ সালাম) এর মাধ্যমে ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) মক্কার সম্মানে হারাম এলাকার সীমানা নির্ধারন করেন। হারামের সীমানার মধ্যে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। হারামের সীমানার মধ্যে অমুসলিমদের প্রবেশের কোন অনুমতি নেই।

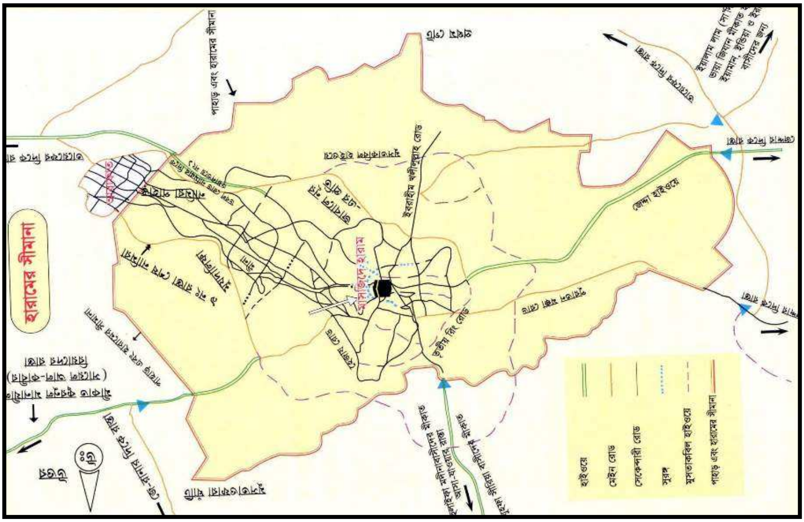

মক্কার হারাম এলাকার সীমানা

জেদ্দা বিমানবন্দরঃ ইমিগ্রেশন ও লাগেজ

- হজ্জ সফরের আলোচনায় ইতিপূর্বে আমরা জেদ্দা বিমানবন্দর পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম এরপর উমরাহর ইহরাম বিষয়ে আলোচনা করেছি, এখন আবার হজ্জ সফরের ধারাবাহিক আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।
- জেদ্দা বিমানবন্দরে বিমান থেকে অবতরণের পর আপনি ছোট হাত ব্যাগ নিয়ে নিচে নেমে যাত্রীদের ওয়েটিং লাউঞ্জে/অপেক্ষা কক্ষে গিয়ে বসুন। এখানে একটি ছোট ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করুন।
- এরপর দলবদ্ধ হয়ে হালকা সবুজ রংয়ের যে কোনো ইমিগ্রেশন কাউন্টারে লাইনে দাঁড়াবেন। সেখানে ইমিগ্রেশন অফিসার আপনার পাসপোর্ট চেক করবেন এবং সিল দিবেন। আপনার ছবি তোলা হতে পারে ও ফিঙ্গার প্রিন্ট নিতে পারে। আপনার ছোট হাত ব্যাগ স্ক্যান করা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, এটি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।
- ইমিগ্রেশন চেক করার পর দলবদ্ধ হয়ে আপনি লাগেজ বেল্ট থেকে আপনার বড় লাগেজটি নিয়ে নিন। একটি লাগেজ ট্রলি নিয়ে এতে লাগেজটি রেখে টেনে নিয়ে টার্মিনাল থেকে বের হবেন।
- বের হওয়ার গেটে সৌদি ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ আপনার বড় লাগেজটি নিয়ে নিবে যা জায়গা মত বাংলাদেশ প্লাজায় পেয়ে যাবেন।

✪ পরে আরেকটি কাউন্টারে আপনার পাসপোর্ট আবার চেক করা হবে এবং আপনার পাসপোর্টে বাস ট্রাভেল স্টিকার লাগিয়ে দেয়া হবে। এসব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করুন।

✪ জেদ্দা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে ও অন্য কাউন্টারে যেসব সৌদি লোক কাজ করেন তারা খুব মন্থর গতিতে ও ধীরে কাজ করেন এবং আপনি কতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন অথবা আপনি কতটা ক্লান্ত তারা এসব বিষয় বিবেচনা করেন না। কারণ তারা প্রতিদিন এমন হাজার হাজার হজ্জযাত্রীকে সেবা দিচ্ছেন। তাই আপনাকে ধৈর্যশীল থাকার অনুরোধ করবো।

জেদ্দা বিমানবন্দর - ইমিগ্রেশন অফিস

জেদ্দা বিমানবন্দর: বাংলাদেশ প্লাজা

✪ বাংলাদেশ প্লাজা জেদ্দা বিমানবন্দরের বাইরে বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীদের অপেক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান। এখানে বসে থাকুন বাস না আসা পর্যন্ত বিশ্রাম করুন। তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন। আপনি যে ইহরাম করা অবস্থায় আছেন সেটা ভুলে যাবেন না।

✪ এবার আপনার সৌদি আরবের মোবাইল সিম চালু করুন। আপনার পরিচিতজনদের ফোন করে আপনার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন। ওখানে মোবাইল কাস্টমার কেয়ারের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের অন্তত দুটি নাম্বারকে

আপনার ফেভারিট অথবা এফএনএফ করতে পারেন। এতে ওই নাম্বারগুলোতে কলরেট অনেক কম হবে। আপনার হজ্জ গাইডের নাম্বার ও বেশ কয়েকজন হজ্জযাত্রীদের নাম্বার মোবাইলে সেভ করে রাখুন।

✪ আপনি এখান থেকেও সৌদি সিম কিনতে পারবেন। যাদের স্মার্টফোন রয়েছে তারা ইন্টারনেট সিম কিনতে পারেন। কারণ ওই সিমে অন্য সিমের চেয়ে অনেক কম খরচে কথা বলা যাবে ইন্টারনেট কল করার মাধ্যমে।

✪ জেদ্দা বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিস এখানে অবস্থিত। এখানে আশেপাশে অনেক ক্যাফেটেরিয়া ও দোকান রয়েছে। পর্যাপ্ত ওয়াশরুম ও স্বলাতের স্থানও রয়েছে এখানে আশেপাশে।

✪ আপনার সৌদি মুআল্লিম আপনার জন্য পরিবহন পাঠাবেন। বাস আসলে আপনার বড় লাগেজটি বাসের বক্স অথবা ছাদে দিয়ে দিন। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আপনার ব্যাগ ও লাগেজ সঠিক বাসে উঠলো কি না।

✪ বাসে উঠে বসুন। এবার বাস ড্রাইভার ও সুপারভাইজর সকল যাত্রীর পাসপোর্ট নিয়ে নিবেন। তবে কোনো চিন্তা করবেন না ও ভয় পাবেন না। কারণ এসব পাসপোর্ট সৌদি মুআল্লিম অফিসে জমা রাখা হবে। হজ্জ শেষে ফিরতি যাত্রার সময় আপনি পাসপোর্ট ফেরত পাবেন।

✪ আবার সেই একই সর্তকতা; সবসময় দলবদ্ধ হয়ে সকল জায়গায় যাবেন এবং সকল কাজ করবেন। কখনই দলছাড়া হবেন না, দলছাড়া হলে আপনি হারিয়ে যেতে পারেন ও সমস্যায় পরতে পারেন।

✪ জেদ্দা থেকে বাস যাত্রা করে মক্কা পৌছাতে ২-৩ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। হাজ্জীদের আপ্যায়ন হিসাবে রাস্তায় চেকপোষ্টে নাস্তা ও পানি বিতরণ করা হয়, এগুলো গ্রহণ করুন। রাস্তায় তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন।

বাংলাদেশ প্লাজা

বাস সার্ভিস

মক্কায় পৌঁছানো ও আইডি সংগ্রহ

- মক্কায় পৌঁছানোর পর পরিবহন বাস আপনাকে প্রথমেই নিয়ে যাবে মক্কা মুআল্লিম অফিসে। সেখানে তারা আপনাকে কিছু উপহার ও আপ্যায়ন করতে পারেন। আপনি তা সানন্দে গ্রহণ করুন।
- মুআল্লিম অফিস সকলের পাসপোর্ট পরীক্ষা এবং গণনা করবেন। তারা আপনার পাসপোর্ট রেখে দিবেন এবং এর পরিবর্তে পরিচয়ের জন্য আপনাকে হাতের ব্যান্ড ও হজ্জ পরিচয়পত্র (সাময়িক আইডি কার্ড) প্রদান করবেন। পরবর্তীতে ছবি সহ একটি আইডি কার্ড প্রদান করা হবে।
- এই হাতের ব্যান্ড ও আইডি কার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আপনার মক্কা মুআল্লিমের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর আরবিতে লেখা রয়েছে। আপনি যদি হারিয়ে যান তাহলে এটা আপনার মুআল্লিমকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। এরপর মক্কায় হোটেল/বাড়িতে গিয়ে উঠবেন।
- হোটেলে অথবা ভাড়া করা বাড়িতে পৌঁছানোর সাথে সাথে আপনার রুমে উঠে পড়ুন। আপনার হজ্জ এজেন্সি আপনাদের আবাসনের জন্য বিভিন্ন রুম বরাদ্দ করে দিবেন।
- দেখা যায় অনেক হজ্জযাত্রী নিজের রুমের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেন না এবং তারা রুম পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে পরিবর্তন করুন, আর তা না হলে বিষয়টি এখানেই ছেড়ে দিন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে টানা হ্যাচড়া করে বেশি দূর নিয়ে যাবেন না। আপনি যা পেয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। এটাকে পরীক্ষা হিসেবেই মনে করুন।
- রুমে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, গোসল করুন ও খাবার গ্রহণ করুন। তবে এ সময়ে কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- আপনি যে ইহরাম অবস্থায় আছেন সেটা ভুলে যাবেন না, তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন। এরপর আপনার হজ্জ গাইড যে কোনো সময় সবাইকে একত্রিত করে পরবর্তী কাজ তাওয়াফ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।
- হজ্জ সফরের যে ধারাবাহিক বর্ণনা এখানে করা হয়েছে তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একটি বাস্তব সফর সম্পর্কে ধারনা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। গাইডে আলোচিত কোন বিষয় আপনার জন্য ব্যতিক্রম হতে পারে, এটি সম্পূর্ণ হজ্জ ব্যাবস্থাপনা বা প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। হজ্জের কিছু প্রক্রিয়া বছরান্তে পরিবর্তনও হতে পারে। আমি এক্ষেত্রে নতুন সংস্করণ দেয়ার চেষ্টা করব। পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ রাখবো আপনার অভিজ্ঞতা ও মতামত জানিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন।

মক্কা আল-মুকাররমা

‘সম্মানিত - মক্কা ’

মক্কার ও হজ্জের আইডি কার্ড

রাতের মক্কা নগরী - উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি

মক্কা শহর ও মসজিদুল হারাম - যমযম টাওয়ার থেকে তোলা ছবি (২০০৫)

মসজিদুল হারাম এর অভ্যন্তরের দৃশ্য (২০১০)

মসজিদুল হারাম এর সমসাময়িক দৃশ্য (২০১৪)

মক্কা ও মসজিদুল হারামের ইতিহাস

- মক্কা সম্মানিত শহর। 'বাইতুল আতিক' পুরাতন ঘর অর্থাৎ 'কাবা'র সম্মানের কারনে মক্কাকে সম্মানিত করা হয়েছে। সকল শহরের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রিয় এই শহর, মুসলিমদের কিবলা ও হজ্জের স্থান।
- এ পবিত্র শহরকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কয়েকটি নামে উল্লেখ করেছেন: ১) মক্কা ২) বাক্কা ৩) আল-বালাদ ৪) আল-কারীয়াহ ৫) উম্মুল কুরা
- "আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত"। সূরা-আন নহল ১৬:১১২
- সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য আল্লাহ তাআলা মক্কার কসম করে বলেছেন; "আমি এই নগরের শপথ করছি"। সূরা-আল বালাদ ৯০:১
- মক্কায় বসবাস উত্তম, এখানে নেকী ও ইবাদত উত্তম; ঠিক তেমনি খারাপ কাজ এবং পাপের গুনাহও অনেক বেশি। মক্কাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। মক্কায় মহামারী/প্লেগ রোগ ছড়াবে না কখনও, মক্কায় দজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। মক্কা প্রবেশ এর সকল পথে আল্লাহর ফেরেস্তারা রক্ষী হিসাবে অবস্থান করছেন।
- আব্দুল্লাহ বিন আদী বিন আল-হামরা থেকে বর্ণীত; তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহর কসম, হে মক্কা তুমি আল্লাহর সকল ভূমির চেয়ে উত্তম ও আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমাকে যদি তোমা হতে বের হওয়ার জন্য বাধ্য না করা হত তাহলে আমি কখনো বের হতাম না"। তিরমিযী- ৩৯২৫, ইবনে মাযাহ-১৩০৮
- কাবা ঘর ও এর চারপাশে তাওয়াফের জায়গা বেষ্টন করে যে মসজিদ স্থাপিত তা মসজিদুল হারাম নামে পরিচিত। কাবা ঘরের চারপাশে তাওয়াফের জায়গার মেঝেকে মাতাফ বলা হয়। কাবা ঘরের তাওয়াফ শুরু করার কর্ণারটি হাজরে আসওয়াদ কর্ণার নামে পরিচিত। এর ডান পাশের কর্ণারটি ইরাকি কর্ণার, তার ডান পাশের কর্ণারটি সামি কর্ণার এবং তার ডান পাশের কর্ণারটি ইয়েমেনি কর্ণার নামে পরিচিত।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মসজিদে হারাম ব্যতীত আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) স্বলাত অন্য স্থানে স্বলাতের চেয়ে ১ হাজার গুণ উত্তম, আর মসজিদে হারামে স্বলাত ১ লক্ষ স্বলাতের চেয়ে উত্তম"। ইবনে মাযাহ-১৩৯৬
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় কাবা ও মসজিদুল হারামকে কেন্দ্র করে এর চারপাশে অনেক বসতি গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান মুসল্লীদের জন্য স্বলাতের জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না।

- খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে প্রথমে হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও পরে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদের আশেপাশের জায়গা লোকদের কাছ থেকে ক্রয় এর সীমা বর্ধিত করেন ও প্রাচীর দিয়ে দেন। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের মসজিদের পূর্বদিকে এবং আবু জাফর মনসুর পশ্চিমদিকে ও শামের দিকে প্রশস্থ করেন। এবং পরবর্তীতে বেশ কয়েকজন মুসলিম শাসকদের আমলে মসজিদুল হারামের সীমা বর্ধিত হয় ও সংস্কার সাধিত হয়।
- এরপর প্রায় এক হাজার বছর মসজিদের সীমা বর্ধিত করার কোন কাজ করা হয় নাই। অত:পর ১৩৭০ হিজরীতে সৌদি বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন আব্দুর রহমান আল সাউদ এর আমলে মসজিদের জায়গা ছয় গুন বৃদ্ধি করে আয়তন হয় ১,৮০,৮৫০ মিটার। এ সময়ে মসজিদে মার্বেল পাথর, আধুনিক কারুকার্য, নতুন মিনার সংযোজন করা হয়। সাফা মারওয়া দোতলা করা হয়। ছোট বড় সব মিলিয়ে ৫১টি দরজা তৈরি করা হয় মসজিদে।
- এরপর সৌদি বাদশা ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ প্রশস্তকরনের কাজে হাত দেন। তিনি মসজিদের দোতলা, তিন তলা ও ছাদে স্বলাতের ব্যাবস্থা করেন। তিনি মসজিদের আধুনিকায়নের জন্য অনেক কাজ করেন।
- হারামের প্রশস্তকরনের কাজ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কাজ; কিন্তু মুসল্লিদের এক ইমামের পিছনে একত্রিত করাও ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগে মসজিদে চার মাযহাবের লোকেদের চারটি আলাদা মুসল্লা গড়ে উঠেছিল। এক আযানের পর চার আলাদা জায়গায় চার মাযহাবের লোকদের চারটি আলাদা জামাআত হতো। যার ফলে মুসলিমদের মাঝে ভাঙ্গন ও অনেক বিদআতি প্রথা প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু পরে আল সাউদ এর আমলে সকল মুসলিমকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সালাফে সালেহীনদের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও সকল মুসলিমদের এক ইমামের পিছনে স্বলাত আদায়ের আদেশ দেন।
- সর্বশেষ ২০১০ খৃঃ সৌদি বাদশাহর তত্বাবধানে মসজিদুল হারামের তাওয়াফ ও মূল মসজিদ প্রশস্তকরনের দায়িত্ব পায় সৌদি বিন লাদেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। এখন এই প্রশস্তকরনের কাজ প্রতিয়মান। এই কাজ শেষ হতে ২০১৭-১৮ সাল লাগবে আশা করা যায়। বর্তমানে প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষাধিক মুসল্লি একত্রে স্বলাত আদায় করতে পারেন এবং আশা করা যায় এই কাজ শেষ হলে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক মুসল্লি একত্রে স্বলাত আদায় করতে পারবেন।
- মক্কা ও মসজিদুল হারাম এর ইতিহাস বিস্তারিত জানতে ‘পবিত্র মক্কার ইতিহাস : শায়েখ ছফীউর রহমান মোবারকপুরী’ বইটি পড়ুন।

তাওয়াফের তাৎপর্য

- তাওয়াফের সাধারণ অর্থ হলো - বায়তুল্লাহ বা কাবা আবর্তন করা।
- কাবা ঘরের চারপাশে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়। কাবা ঘর তাওয়াফ করার নেকী অপরিসীম।
- পৃথিবীর বুকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নির্মিত কাবা ঘরই ছিল প্রথম ঘর। পৃথিবীর আর কোনো ঘর তাওয়াফ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশনা দেননি।
- আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাইল-কে আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের, ইতিকাফকারীদের, রুকু ও সিজদাহকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখে"। সূরা-আল বাকারা, ২:১২৫
- এক হাদীসে তাওয়াফকে স্বলাতের তুল্য বলা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, তাওয়াফের সময় কথা বলা বৈধ তবে প্রয়োজন ব্যাতিরেকে না বলাই উত্তম।
- মহাবিশ্বের বৃহৎ শক্তির চারদিকে সকল ছোট বস্তু আবর্তন করে বা আল্লাহ কেন্দ্রিক মানবের জীবন বা মহান আল্লাহর নিদর্শন ও নিয়ামতের চারপাশে মানুষের বিচরণ বা এক আল্লাহ নির্ভর জীবনযাপনের গভীর অঙ্গিকার ব্যক্ত করা - এসবকিছুরই প্রতিক তাওয়াফ। তাওয়াফ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতাকেই বুঝায়।
- যদিও বেশিরভাগ উত্তম কাজ ডান থেকে বামে করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে বাম ধার ধরে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং দেহের রক্ত চলাচল বাম থেকে ডানে হয়।
- হজ্জ ও উমরাহ উভয় ইবাদাতের জন্যই তাওয়াফ বাধ্যতামূলক। হজ্জ বা উমরাহ পালনকারীকে যে কোনো উপায়ে (হেঁটে অথবা হুইল চেয়ারে) তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হয়।
- ঋতুবর্তী মহিলারা তাওয়াফ করতে পারবেন না; তবে তারা হজ্জ ও উমরাহর অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবেন। এবং তাদের ঋতু বন্ধ হওয়ার পর তারা তাওয়াফ করবেন।
- কাবা ঘর সংলগ্ন একটি স্থান রয়েছে যার নাম হাতিম/হিজর - কাবা ঘরের উত্তর দিকে কাবা সংলগ্ন অর্ধ-বৃত্তাকার এই উচু দেয়ালটিও কাবা ঘরেরই অংশ। এই হাতিমের মধ্য দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ হবে না।
- সাধারণত তাওয়াফ ৪ ধরনের। যথা - তাওয়াফুল কুদুম (প্রথম/উমরাহর তাওয়াফ), তাওয়াফুল ইফাযাহ/জিয়ারাহ (হজ্জের ফরয তাওয়াফ),তাওয়াফুল বিদা (হজ্জের বিদায় তাওয়াফ) ও নফল তাওয়াফ (ঐচ্ছিক তাওয়াফ)।

৯ তাওয়াফের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও টিপস ৬

কাজ	হতে	পর্যন্ত	প্রতি আবর্তন ও সর্বমোট দূরত্ব (আনুমানিক)
কাবা তাওয়াফ (মাতাফ - প্রধান ফ্লোরে)	হাজরে আসওয়াদ	হাজরে আসওয়াদ	০.৩২ কি.মি ও ২.২৫ কি.মি
কাবা তাওয়াফ (মাতাফের ২য় তলায়)	হাজরে আসওয়াদ	হাজরে আসওয়াদ	০.৪৫ কি.মি ও ৩.১২ কি.মি.
কাবা তাওয়াফ (হারামের ২য় ও ৩য় তলায়)	হাজরে আসওয়াদ	হাজরে আসওয়াদ	০.৬৮ কি.মি ও ৪.৭৬ কি.মি.

- যদি হজ্জ শুরুর ৭-১০ দিনের মধ্যে উমরাহ করতে যান তবে প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে পড়তে হতে পারে। এজন্য মসজিদের দুই অথবা তিন তলা দিয়ে প্রথম তাওয়াফ করা ভাল। তাছাড়া সাধারণত এশার স্বলাতের পরে বা মধ্যরাতে বা সকাল ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে তাওয়াফ করা ভালো। এতে আপনি স্বলাতের সময়ে তাওয়াফ করা, সূর্যের তাপ ও অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে পারবেন।
- তাওয়াফের পূর্বে পানি কম করে পান করলে ভাল হয়। তাওয়াফের আগে টয়লেট/বাথরুম সেরে নেওয়া উত্তম। সঙ্গে মাসনুন দু‘আ-র বই নেওয়া যায়।
- তাওয়াফ করার সময় স্যান্ডেল বহন করার জন্য ছোট কাপড়ের ব্যাগ/কাধ ব্যাগ সঙ্গে নিবেন। মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে সাথে নিবেন অথবা সাইলেন্ট মোডে দিয়ে রাখবেন। আপনার হোটেল বা বাড়ির ঠিকানা কার্ড সঙ্গে নেবেন। হজ্জ আইডি কার্ড ও হাতের ব্যান্ড সঙ্গে রাখুন।
- তাওয়াফের সময় ভিড়ের মধ্যে শান্ত থাকবেন। দরকার হলে কারো হাত ধরে রাখবেন। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দেবেন না।
- সবাই দলবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করার চেয়ে ছোট ছোট দল হয়ে তাওয়াফ করাই উত্তম। কারন সবার গতি এক নয় আর মনযোগ আল্লাহর যিকির করার চেয়ে দলের প্রতি থাকবে বেশি। তবে হারিয়ে যাওয়ার খুব ভয় থাকলে কথা ভিন্ন।
- তাওয়াফের প্রথম দিনই হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার চেষ্ঠা করবেন না। সাথে মহিলা থাকলে খুব কাবা ঘর ঘেষে তাওয়াফ করতে যাবেন না।
- যখনই আযান শুনবেন তখনই তাওয়াফ/সাঈ বন্ধ করে দিয়ে স্বলাতের প্রস্তুতি নিবেন। স্বলাত আদায় করে আবার সেখান থেকেই শুরু করে দেবেন।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ ও কাবা তাওয়াফ

- এবার তাওয়াফের জন্য প্রস্তুতি নিন। তাওয়াফের পূর্বে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। সকল প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র হতে হবে। তাওয়াফের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। তবে শুধু ওযু করলেও চলবে। ওযু ছাড়া বা হায়েয নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয নয়। ইহরামের বিধি-নিষেধ স্মরণ রাখবেন এবং বেশি বেশি তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবেন।
- মসজিদুল হারামের যাওয়ার রাস্তায় কিছু স্থান চিহ্নিত করুন ও সেখানে যাওয়ার পথ চিনে রাখতে চেষ্ঠা করুন। এতে করে আপনি যদি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন অথবা হারিয়ে যান তাহলে সহজেই বাসা বা হোটেলে ফিরে আসতে পারবেন।
- বাবুস সালাম গেট দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা উত্তম। তবে মসজিদ সম্প্রসারিত হওয়ার কারনে এটি এখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানার সেই গেট নয়। অতএব আপনি যে কোনো গেট দিয়েই প্রবেশ করতে পারেন। তবে তাওয়াফ শুরু করার জায়গায় সহজে পৌছানোর জন্য সাফা পাহাড়ের পাশের গেট দিয়ে প্রবেশ করলে সহজ হয়। মসজিদে প্রবেশের আগে সেন্ডেল খুলে শেলফে রাখুন অথবা সঙ্গে ছোট ব্যগে নিয়ে নিতে পারেন।

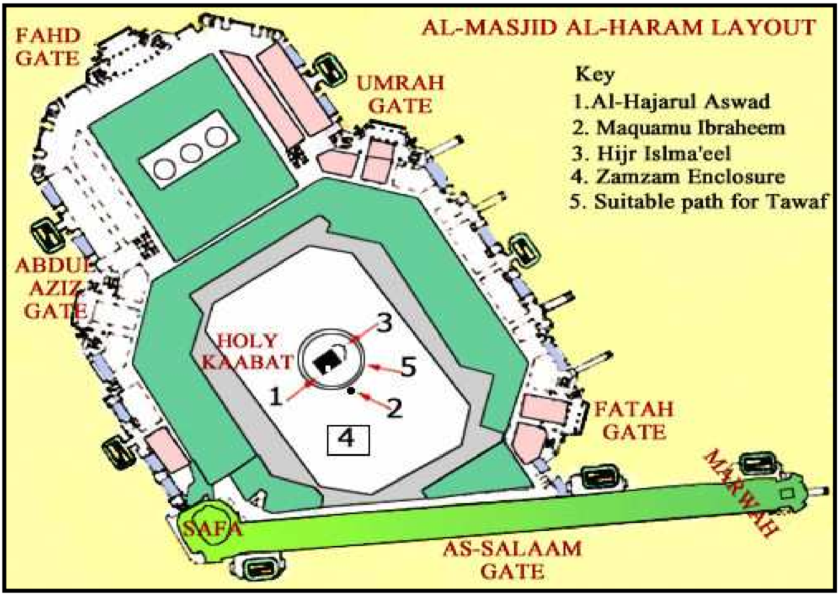

মসজিদুল হারামের প্রধান গেটসমূহ

Contents

- ডান পা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন এবং এই দুআ পাঠ করুন:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিসমিল্লাহি ওয়াসস্বলাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা"।

"আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। স্বলাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর। হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিন"।

- উমরাহর নিয়তে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে 'তাহিয়াতুল মসজিদ' স্বলাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সরাসরি তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু অন্য কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ২ রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ স্বলাত আদায় না করে মসজিদে যেন কেউ না বসেন; তবে কোন স্বলাতের ইকামত হয়ে গেলে সেই সালাতে শামিল হয়ে যাবেন। এই নিয়ম সকল মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুসলিম-১৬৫৫
- মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে কাবার উদ্দেশ্যে যেতে যেতে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন। যখনই কাবা শরীফ চোখে পড়বে তখনই তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে তাওয়াফের প্রস্তুতি নিন ও তাওয়াফের নিয়ত করুন। কাবা শরীফ চোখে পড়া মাত্রই জোরে তাকবির দেওয়া বা দু হাত তুলে দুআ করা সহিহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। তবে বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে দুআ করার অনুমতি আছে। তাওয়াফের শুরুতে মনে মনে নিয়ত করবেন। নিয়তের জন্য মুখে কিছু বলতে হয় না, ইচ্ছা পোষণ করাই যথেষ্ট। এই তাওয়াফ করা উমরাহর **ফরয** কাজ।
- তাওয়াফ শুরুর স্থানে (হাজরে আসওয়াদ কর্ণার) যাওয়ার আগে শুধু পুরুষরা তাদের ইহরামের কাপড়ের এক প্রান্ত ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর দিবেন এবং ডান কাঁধ ও বাহু উন্মুক্ত করে দিবেন। একে বলা হয় 'ইদতিবাহ'। সাত চক্করেই এমনটি করা **সুন্নাত**। মেয়েদের কোন ইদতিবাহ নেই। এই ইদতিবাহ শুধুমাত্র উমারাহর তাওয়াফের সময় করতে হয়। আর অন্য কোন তাওয়াফের সময়ের জন্য ইদতিবাহ করা প্রযোজ্য নয়।
- এবার তাওয়াফ শুরুর স্থানে তাওয়াফকারীদের স্রোতে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করুন। স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। কারন এতে বিপরীত দিক থেকে আসা লোকের স্রোতে আঘাত পেতে পারেন ও আপনি তাওয়াফকারীদের তাওয়াফে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারেন।

Contents

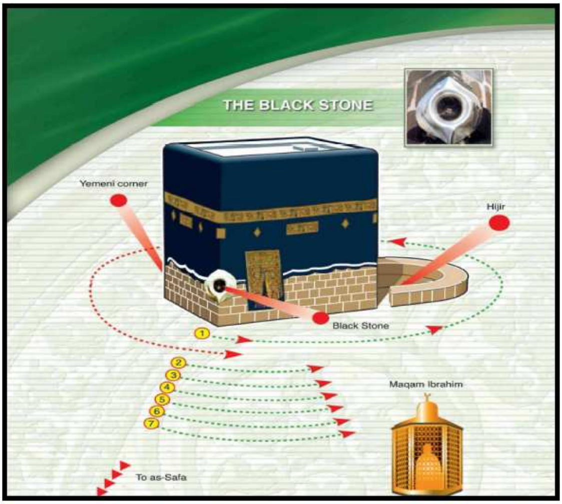

কাবা তাওয়াফ

- তাওয়াফকারীদের সাথে চলতে চলতে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে লক্ষ্য করুন হাজরে আসওয়াদ এর কোন/কর্ণার বরাবর মাসজিদুল হারামের দেওয়ালে সবুজ রংয়ের আলোর বাতি দেওয়া আছে। এই সবুজ বাতি ও হাজরে আসওয়াদের কোন বরাবর পৌছলে বা তার একটু আগেই সম্ভব হলে একটু থেমে বা চলতে চলতেই হাজরে আসওয়াদ এর দিকে মুখ করে ডান হাত উচু করে হাজরে আসওয়াদের দিকে সোজা ধরে বলুন:

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার"।

- তাকবীর বলার পর আপনার ডান হাত নিচে নামিয়ে নিন ও রমল (দ্রুত পদক্ষেপে বীরত্ব প্রকাশ) করে চলতে শুরু করুন। হাতে কোন চুমু খাবেন না। অনেককে লক্ষ্য করবেন এক/দুই হাত উচু করে তাকবীর বলছেন ও হাতে চুমু খাচ্ছেন, এমনটি করা সঠিক সুন্নাত নিয়ম নয়। বুখারী-১৬০৭
- হাজরে আসওয়াদ পাথর চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম ও এমনটি করা **সুন্নাত**। তবে যদি চুমু খেতে না পারেন তাহলে ডান হাত দিয়ে পাথরটি স্পর্শ করে আপনার হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করতে পারেন। কিন্তু হজ্জ মৌসুমে অতিরিক্ত ভিড় ও ধাক্কাধাক্কির কারনে হাজরে আসওয়াদ এর ধারে কাছেই যাওয়া যায় না, তাই আপনাকে দূর থেকে ইশারা করেই তাওয়াফ

শুরু করার পরামর্শ দিব। পরবর্তীতে আপনি যখন নফল তাওয়াফ করবেন তখন যতদূর সম্ভব ধাক্কাধাক্কি না করে ও কাউকে কষ্ট না দিয়ে হাজরে আসওয়াদ পাথর চুম্বন করার চেষ্ঠা করতে পারেন।

✪ হাজরে আসওয়াদ পাথর স্পর্শের ফজিলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, এই পাথর স্পর্শ করলে গুনাহসমূহ (সগীরা গুনাহ) সমূলে মুছে যায় ও এই পাথর হাশরের ময়দানে সাক্ষী দিবে যে ব্যক্তি তাকে স্পর্শ করেছে। ইবনে খুযাইমাহ-২৭২৯, তিরমিযী

✪ এবার কাবাকে আপনার বাম দিকে রেখে আবর্তন/চক্কর দিতে শুরু করুন। হাজারে আসওয়াদ কর্ণার এর সবুজ বাতি থেকে শুরু করে কাবা ঘরের ইরাকি কর্ণার, হাতিম, সামি কর্ণার, ইয়েমেনি কর্ণার পার করে ফের হাজরে আসওয়াদ কর্ণার এর সবুজ বাতি পর্যন্ত হাঁটা শেষ হলে এক চক্কর গণনা করা হয়। এভাবে আরও ছয় চক্কর দিতে হবে। এই সাত চক্কর সম্পন্ন হলে তাওয়াফ শেষ হয়ে যাবে।

✪ শুধুমাত্র পুরুষেরা চক্করের শুরুতে দৃঢ়তার সাথে বীর বেশে কাঁধ হেলিয়ে প্রথম তিন চক্কর সম্পন্ন করবেন অর্থাৎ; একটু দ্রুত ও ক্ষুদ্র কদমে বুক টান করে জগিং করে/হেঁটে ‘রমল’ করে চক্কর সম্পন্ন করবেন, এমনটি করা **সুন্নাত**। তবে ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভব না হলে কোনো সমস্যা নেই, আপনি স্বাভাবিকভাবেই হাঁটবেন। এই রমল করা শুধুমাত্র উমরাহর তাওয়াফের জন্য প্রযোজ্য। আর অন্য কোন তাওয়াফের সময় রমল করতে হয় না। চতুর্থ চক্কর থেকে আপনি আবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে শুরু করবেন এবং এই ধারা বজায় রাখবেন সপ্তম চক্কর পর্যন্ত। মহিলাদের কোন রমল নেই।

✪ তাওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দুআ নেই। কিছু কিছু বইতে দেখবেন; প্রথম চক্রের দুআ, দ্বিতীয় চক্রের দুআ.. লেখা থাকে। কুরআন হাদীসে এধরনের চক্রভিত্তিক দুআর কোন দলীল নেই। তাওয়াফরত অবস্থায় আপনি ইচ্ছে করলে কুরআন তিলাওয়াত, দুআ, যিকর, ইসতিগফার করতে পারেন আপনার নিজের ইচ্ছা মত। আল্লাহর প্রশংসা করুন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ পড়ুন। সব দুআ যে আরবীতে করতে হবে তার কোন নিয়ম নেই, যে ভাষা আপনি ভালো বোঝেন ও আপনার মনের ভাব প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দুআ করুন। তবে মনে রাখবেন; আওয়াজ করে, জোরে শব্দ করে বা দলবদ্ধ হয়ে কোন দুআ পাঠ করা সুন্নাত নিয়ম এর অন্তভুক্ত নয়। এতে অন্যদের মনযোগও নষ্ট হয়। দুআ করবেন আবেগ ও মিনতির সাথে মনে মনে। তাওয়াফের সময় তাওহীদকে জাগ্রত করুন। তাওয়াফের সময় এদিক ওদিক তাকাতাকি ও ঘুরাঘুরি না করে একাগ্রচিত্তে বিনয় এর সাথে তাওয়াফ করাই

উত্তম। খুব বেশি প্রয়োজন ব্যাতিরেকে তাওয়াফের সময় কথা না বলাই শ্রেয়। এই বইয়ের শেষে কুরআন ও হাদীস থেকে বেশ কিছু দুআ সংযোজন করা হয়েছে যা তাওয়াফের সময় পড়তে পারেন।

- ✪ তাওয়াফ করার সময় পুরুষ ও মহিলা একত্রিত হয়ে একই জায়গায় তাওয়াফ করতে হয় তাই তাওয়াফ করার সময় বেগানা পুরুষ মহিলার গায়ের সাথে ধাক্কা লাগা বা স্পর্শ লাগতে পারে তাই আপনাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং এই বিষয়গুলো সর্বাত্মক এড়িয়ে চলতে হবে। অবস্থা বুঝে একটু ভিড় এড়িয়ে তাওয়াফ করা উত্তম। কিছু লোক বা দল তাওয়াফের সময় একে অন্যের হাত ধরে ব্যারিকেড/বৃত্ত বানিয়ে সেই বৃত্তের মাঝে মহিলাদের নিরাপত্তা দেয়ার চেষ্টা করেন যাতে তারা হারিয়ে না যান। এমন করা ঠিক নয় কারণ এতে অন্যদের তাওয়াফ ব্যাহত হয়। দলনেতা একটি ছোট পতাকা বা ছাতা নিয়ে সামনে থাকতে পারেন এবং অন্যরা তাকে অনুসরণ করতে পারেন অথবা একে অন্যের হাত ধরে ছোট ছোট দল করে তাওয়াফ করতে পারেন।
- ✪ তাওয়াফরত অবস্থায় প্রতি চক্করে ইয়েমেনী কর্ণারে পৌঁছানোর পর আপনি ডান হাত অথবা দুই হাত দিয়ে কাবার ইয়েমেনী কর্ণার শুধু স্পর্শ করবেন (এমনটি করা **সুন্নাত**), তবে ভিড়ের কারনে এটা করা সম্ভব না হলে কোন সমস্যা নেই। আপনি চক্কর চালিয়ে যাবেন। দূর থেকে হাত উঠিয়ে ইশারা করবেন না বা চুম্বন করবেন না কিংবা আল্লাহু আকবারও বলবেন না।

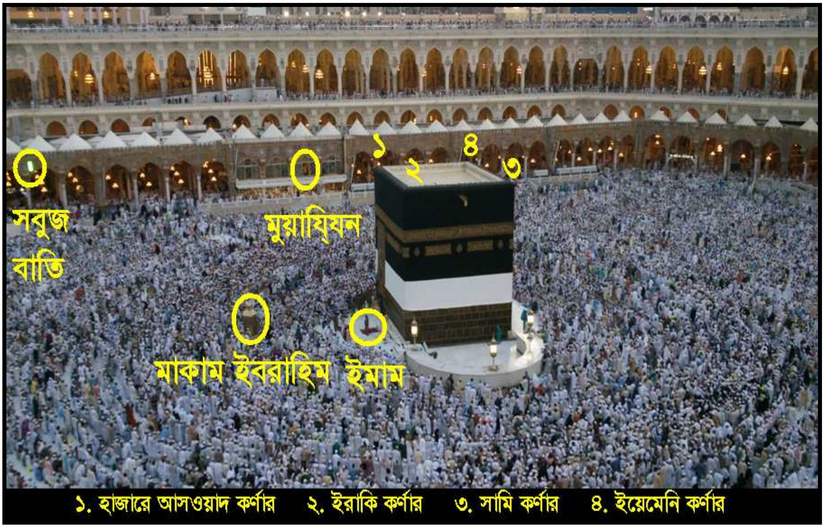

কাবা শরীফ পরিচিতি

- প্রত্যেক চক্করে ইয়েমেনী কর্ণার থেকে হাজারে আসওয়াদ কর্ণার এর মাঝামাঝি স্থানে থাকাকালে এই দুআ পাঠ করা মুস্তাহাব ও সুন্নাত:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াক্বিনা আযাবান নার"।

"হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন"। সূরা-আল বাকারা, ২:২০১

- প্রথম এক চক্কর শেষ করে হাজরে আসওয়াদ কর্ণার পৌঁছার পর আবার আগের মতো করে দূর থেকে ডান হাত উচু করে তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করবেন। এক্ষেত্রে শুধু মনে রাখবেন 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' না বলে শুধু বলবেন 'আল্লাহু আকবার'। এমনটি পরবর্তী সকল চক্কর এর শুরুতে বলবেন।
- উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী সাত চক্কর শেষ করবেন। সাত চক্কর শেষ হলে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দেওয়া ঠিক নয়। হাত উঠিয়ে ইশারাও নেই। কারন তাকবীর বলার নিয়ম প্রতি চক্কর এর শুরুতে, শেষে নয়। এভাবে আপনার তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন। তাওয়াফ শেষে মাতাফ থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে কোন ফাঁকা স্থানে অবস্থান গ্রহন করুন।
- তাওয়াফ শেষ হওয়া মাত্রই পুরুষরা তাদের ডান কাঁধ ইহরামের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবেন। এবার আপনি 'ইদতিবাহ' থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

তাওয়াফের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হবে:

- তাওয়াফের সময় যদি অযু ভেঙ্গে যায় তখন সম্ভব হলে মসজিদের ভেতরে দ্রুত অযু করে আবার তাওয়াফ শুরু করবেন। যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক সেখান থেকেই আবার শুরু করবেন। কিন্তু যদি বেশি সময় ক্ষেপন করে ফেলেন বা বাইরে অযু করতে যান তবে আবার পুনরায় নতুন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম।
- একবারেই তাওয়াফ শেষ করার চেষ্টা করবেন। খুব বেশি দরকার না হলে তাওয়াফের মাঝে থামা অথবা তাওয়াফের মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার

চেষ্টা করবেন না। যদি বেশি সময় ক্ষেপন করে ফেলেন তবে আবার পুনরায় নতুন করে তাওয়াফ শুরু করবেন।

- কয়টি চক্কর শেষ করেছেন, ৩টি না ৪টি! এ নিয়ে যদি মনে কোনো সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে ৩টিকে সঠিক ধরে তাওয়াফ চালিয়ে যাবেন। ৭ চক্কর এর ১ চক্কর কম হলে তাওয়াফ সম্পূর্ণ হবে না।
- মহিলাদের জন্য পরামর্শ হলো - আপনারা হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করবেন না। মহিলার পুরুষের মতো ইদতিবাহ ও রমল করবেন না। বেগানা পুরুষদের থেকে সতর্ক থেকে ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাওয়াফ করতে চেষ্ঠা করবেন।
- তাওয়াফ করার সময় কোনো স্বলাতের আযান বা ইকামত হলে সঙ্গে সঙ্গে সতর (কাঁধ ও শরীর) ঢেকে নিয়ে স্বলাত পড়ে নিবেন এবং পরে যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে আবার ইদতিবাহ করে তাওয়াফ শুরু করবেন। বেশি সময় ক্ষেপন না করে যলদি তাওয়াফ শুরু করবেন।
- মসজিদুল হারামের সীমানার ভিতরে থেকে কাবার চারপাশ দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। মসজিদের সীমানার বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করলে তাওয়াফ হবে না। অসুস্থ্য বা চলতে অক্ষম লোকদের জন্য হুইল চেয়ার ভাড়া করে তাওয়াফ করার ব্যবস্থা করতে পারেন।
- মনে রাখবেন, হজ্জের সময় কাবা শরীফের দেয়ালে আম্বর ও সুগন্ধী দেয়া হয়। সুতরাং কেউ কাবার দেয়াল স্পর্শ বা জড়িয়ে ধরবেন না, কারণ এতে আপনার ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধী লেগে যেতে পারে। মাক্বামে ইবরাহীম এর দেয়ালও স্পর্শ বা জড়িয়ে ধরবেন না।
- এটি একটি শোনা কথা যার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই; তা হল- অনেকে বলেন তাওয়াফের সময় বা অন্য সময়ে অনেকের বেল্ট কেটে মোবাইল ও রিয়াল চুরি যায়। আবার তারা চুরির শিকার হয়েছেন তা দেখিয়ে লোকজনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেকে বলছেন তাওয়াফের সময় আসলে কারো কিছু চুরি করার সাহস হওয়ার কথা নয়, এরা মানুষের কাছে সাহায্য পাওয়ার আশায় এই অসাধু পথ অবলম্বন করেন হাজীর বেশ ধরে। আবার অনেকে বলছেন, হতে পারে আসলেই কেউ চুরি করছে! এখন এই অবস্থায় আপনার আমার দায়িত্ব চোর ধরা বা সত্য উদঘাটন করা নয়; তবে কখনো চোখের সামনে অন্যায় বা চুরি দেখলে তার প্রতিবাদ তো করতেই হবে। আপনাকে বিষয়টি অবহিত করলাম শুধুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য।

মাক্বামে ইবরাহীম ও যমযম কুপ

- তাওয়াফ শেষে আপনি সম্ভব হলে মাক্বামে ইব্রাহীমে পেছনে যেতে পারেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নক্ত আয়াত অনুযায়ী সেখানে স্বলাত পাড়েছেন:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"ওয়াত্তাখিযূ মিম মাক্বামি ইবরাহীমা মুসল্লা"।

"ইবরাহীমের দন্ডায়মানস্থানকে ইবাদতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো"।

সূরা-আল বাকারা, ২:১২৫

- সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে অথবা ভিড়ের কারনে সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করুন। এ স্বলাতের প্রথম রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা-ফাতিহা ও সূরা-ইখলাস পড়া **সুন্নাত**। তিরমিযী-৮৬৯
- এই দুই রাকাআত স্বলাত ওয়াজিব নাকি সুন্নাত তা নিয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আরেকটি বিষয়, মাকরুহ সময় পরিহার করে এই স্বলাত আদায় করা উত্তম। এই স্বলাতের পর দুই হাত উঠিয়ে দুআ করার কোন দলীল হাদীসে খুজে পাওয়া যায় না। এই স্বলাত তাওয়াফের কোন অংশ নয় বরং এটি একটি আলাদা স্বতন্ত্র ইবাদত।
- মসজিদুল হারামে স্বলাত পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, পুরুষ নারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বা পুরুষ সরাসরি নারীর পেছনে দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় না করেন। এমন করা জায়েয নয়। অনেকেই এই বিষয়টি জানেন না বা খেয়াল করেন না, তবে সকলের এই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।

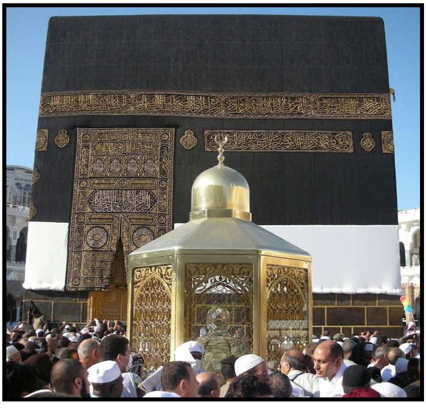

মাক্বামে ইবরাহীম

- এবার যমযম কুপের পানির টেপ অথবা কন্টেইনারের কাছে গিয়ে পেট ভরে পানি পান করুন এবং কিছু পানি মাথায় ঢালুন। এখানে এখন যমযমের পানি দাঁড়িয়েই পান করুন, কারন এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন ও তিনি মানুষদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। যমযমের পানি কয়েক ঢোকে পান করা উত্তম। খুব ঠান্ডা পানি পান না করে নরমাল (Not cold) পানি পান করা উত্তম।
- যমযমের পানি পবিত্র পানি। পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি। এই পানি ক্ষুধা নিবারক ও রোগের শেফা করে।
- এবার সাঈ করার জন্য সাফা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হোন।

যমযম পানি

তাওয়াফের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ'আত

- অনেকে মনে করেন তাওয়াফের জন্য গোসল করা বাধ্যতামূলক।
- মহিলাদের কোনো স্পর্শ যাতে না লাগে সেজন্য মোজা পরা বা একজাতীয় স্যান্ডেল পরা অথবা হাত আবৃত করা।
- মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত পড়া।
- তাওয়াফের তাকবীরের সময় উভয় হাত উচু করা এবং বাজেভাবে শব্দ করে হাতে চুমু খাওয়ার শব্দ করা ও হাতে চুম্বন করা।
- হাতিমের মধ্য দিয়ে তাওয়াফের চেষ্ঠা করা, হাতিম আসলে কাবারই অংশ।
- ৭ চক্করের জন্য ৭ টি আলাদা আলাদা দুআ মুখস্ত করে পাঠ করা।
- প্রচলিত যয়ীফ হাদীস; (আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিন ১২০টি রহমত নাযিল করেন। ৬০ টি তাওয়াফকারীদের জন্য..)
- ইয়েমেনী কর্ণার স্পর্শ করার সময় কাপড়ের নিচের প্রান্তে স্পর্শ করা।
- কালো পাথর স্পর্শ করার সময় বলা; (হে আল্লাহ আপনার প্রতি বিশ্বাস থেকে এবং আপনার গ্রন্থের সত্যায়ন থেকে..)

- ✖ কালো পাথর স্পর্শ করার সময় বলা; (হে আল্লাহ আমি আপনার থেকে গর্ব ও দারিদ্র এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অমর্যাদা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)
- ✖ তাওয়াফ করার সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।
- ✖ কাবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলা; (হে আল্লাহ, এই ঘর আপনার ঘর এবং এই পবিত্র এলাকা আপনার, এর নিরাপত্তার দায়িত্বও আপনার..) এবং এরপর মাক্বামে ইবরাহীমে দিকে নির্দেশ করে বলা; (এটা তার স্থান যিনি জাহান্নামের আগুন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।)
- ✖ রমল করার সময় এই দুআ পাঠ করা বাধ্যতামূলক মনে করা; (হে আল্লাহ একে আপনি কবুল হজ্জ হিসেবে গ্রহণ করুন, সকল গুনাহ মাফ করে দিন।)
- ✖ ক্যামেরা হাতে নিয়ে তাওয়াফ করা ও ভিডিও করা। তবে ট্যাব হাতে নিয়ে কুরআন পড়লে আপত্তি নেই।
- ✖ শেষের চার তাওয়াফের সময় এই দুআ পাঠ করা আবশ্যক মনে করা; (হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা ও দয়া করুন, ক্ষমা করুন যা আপনি জানেন।)
- ✖ শামি কর্ণারে ও ইরাকী কর্ণারে চুম্বন করা বা হাত দিয়ে স্পর্শ করা।
- ✖ কাবা শরীফ ও মাক্বামে ইব্রাহীমের দেয়াল জামা-কাপড় দিয়ে মোছা বা হাত বুলানো ফযিলত ও বরকতের আশায়।
- ✖ যয়ীফ হাদীস; (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ও ফেরেস্তাগন তাওয়াফকারীদের অভিনন্দন জানান।)
- ✖ বৃষ্টির মধ্যে এই উদ্দেশ্য তাওয়াফ করা যে সকল গুনাহ ধুয়ে হয়ে যাবে।
- ✖ অপরিষ্কার কাপড় বলে তাওয়াফ থেকে বিরত থাকা এবং যমযমের পানি দিয়ে গোসল করা পাপ মোচনের আশায় অথবা কবরের আযাব থেকে বাঁচার প্রত্যাশায় ইহরামের কাপড় ধুয়া।
- ✖ যমযমের পানি পান করার পর অবশিষ্ট পানি আবার যমযম কুপে ফেলে বলা; (হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ভরণপোষণের পর্যাপ্ত যোগান, দরকারি জ্ঞান এবং সকল ধরনের রোগ থেকে উপশম কামনা করছি।)
- ✖ আর্শীবাদ পাওয়ার আশায় যমযমের পানিতে দাড়ি, কাপড় ও টাকা ভিজানো।
- ✖ অনেক ঢোকে যমযমের পানি পান করা এবং প্রতি ঢোকের সময় কাবার দিকে তাকানো।

সাঈ’র তাৎপর্য

- সাঈ অর্থ; সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে হাঁটা বা দৌড়ানো।
- কাবা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাফা পাহাড় এবং পূর্ব-উত্তর দিকে মারওয়া পাহাড় অবস্থিত। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সাঈ করার স্থানকে মাস’আ বলা হয়। মাস’আর স্থানটুকু মার্বেল পাথর দ্বারা আবৃত আছে। মাস’আ দৈর্ঘ্যে ৩৯৪.৫মি: ও প্রস্থে ২০মি:। দুই পাহাড়ের উপর গম্বুজ নির্মিত আছে।
- বেজমেন্ট/প্রথম তলা/দ্বিতীয় তলা/ছাদের উপরও প্রয়োজনে সাঈ করা যায়। তবে সাফা মারওয়ার মাস’আ এলাকার বাইরে দিয়ে সাঈ করা যাবে না।
- প্রাচীন সাফা ও মারওয়া পাহাড় কাঁচের ঘেরা দিয়ে সংরক্ষিত আছে। সাঈ করার সময় সাফা ও মারওয়ায় পৌঁছে এই পাহাড় দেখা যায়।
- সাফা পাহাড় থেকে শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে হাঁটা শেষ হলে এক চক্কর গণনা করা হয়। আবার মারওয়া পাহাড় থেকে সাফা পাহাড় হাঁটা শেষ হলে দুই চক্কর গণনা করা হয়। সাঈ সম্পন্ন করার জন্য এভাবে সাত চক্কর হাঁটতে হবে। (অর্থাৎ সপ্তম চক্কর শেষ হবে মারওয়া পাহাড়ে)
- হাজেরা (আলায়হিস সালাম) ও ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) এর ইসলামি ইতিহাসের স্মরণে সাঈ করা। ইহা আল্লাহ তাআলার প্রতি সংগ্রাম, ধৈর্য্য, আস্থা ও বিশ্বাসের সাদৃশ্য ঘটায়।
- পায়ে হেঁটে অথবা হুইল চেয়ারে করে সাঈ করা যাবে। হুইল চেয়ারে সাঈ করার জন্য মাঝখানে একটি রাস্তা নির্ধারন করা আছে। সাঈ করার সময় অযু করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে মুস্তাহাব। সাঈ করার মধ্যবর্তী স্থানে একটি সবুজ আলো চিহ্নিত স্থান আছে যেখান দিয়ে শুধু পুরুষদের দ্রুত হাঁটতে হয়।
- তাওয়াফের পরপরই সাঈ করতে হবে। তাওয়াফের আগে সাঈ করা যাবে না। পায়ে হেঁটে অথবা হুইল চেয়ারে সাঈ সম্পন্ন করা যাবে।
- সাঈ করার সময় সাফা থেকে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে অথবা মারওয়া থেকে সাফা পাহাড়ে গিয়ে কিছুটা বিশ্রাম করা অনুমোদিত, এমনকি সেটা যদি সাঈ করার মধ্যবর্তী অবস্থায়ও হয়।
- ঋতুবতী মহিলারা সাঈ করতে পারবেন, কারণ সাঈ এলাকা মসজিদুল হারামের কোনো অংশ নয়। তবে মসজিদুল হারামের সিমানার ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না। সাঈ করা উমরাহর একটি **ফরয** কাজ।

কাজ	হতে	পর্যন্ত	প্রতি আবর্তন ও সর্বমোট দূরত্ব (আনুমানিক)
সাঈ	সাফা পাহাড়	মারওয়া পাহাড়	০.৪৫ কি.মি ও ৩.১৫ কি.মি

সাঈ’র পদ্ধতি

- সাঈ করতে যাচ্ছেন এই মর্মে মনে মনে নিয়ত বা ইচ্ছা পোষণ করুন। সাঈ করতে যাবার পূর্বে হাজরে আসওয়াদ পাথর ‘ইস্তিলাম’ (চুম্বন-স্পর্শ) করা উত্তম তবে ভিড়ের কারনে সম্ভব না হলে কোন সমস্যা নেই, সরাসরি সাফা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়ুন। তবে এ সময় হাজরে আসওয়াদ পাথরের দিকে হাত তুলে ইশারা করা বা তাকবীর বলার কোন বিধান নেই।
- সাফা পাহাড়ে যতটুকু সম্ভব উঠে বা কাছাকাছি পৌছে এই দুআটি শুধুমাত্র এখন একবারই পড়ুন:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ

(أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ)

“ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা’আয়িরিল্লাহ,
আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি”।

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম।
আমি আরম্ভ করছি যেভাবে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন”। সূরা-আল বাকারা, ২:১৫৮

- এবার কাবা শরীফের দিকে মুখ করে কাবার দিকে দুই হাত উঠিয়ে এই দুআটি তিনবার পাঠ করুন: মুসলিম-২১৩৭

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ – لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ – أَنْجَزَ وَعْدَهُ –
وَنَصَرَ عَبْدَهُ – وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআহদাহু লা শারিকালাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ্,
ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন ক্বদীর।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআহদাহু লা শারিকালাহু আনজাযা ওয়াদাহু
ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু”।

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান। তিনি একক,
তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।
তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্বশক্তিমান।
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।
তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং
দুষ্কর্মের সহযোগীদের পরাস্ত করেছেন"। আবু দাউদ-১৯০৫, মুসলিম-২/২২২

- পদ্ধতি এমন হবে যে, উক্ত দুআটি প্রথমে একবার পাঠ করে তারপর আপনার সামর্থ অনুযায়ী অন্যান্য দুআ পড়বেন। ফের উক্ত দুআটি পড়ে আবার সামর্থ অনুযায়ী অন্যান্য দুআ পড়বেন। শেষ আর একবার এমনভাবে দুআ পড়বেন। অর্থাৎ তিন বার এভাবে করবেন। মুসলিম-২১৩৭
- দুআ শেষ করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করুন। এখানে কাবাকে উদ্দেশ্য করে হাতের উঠানো বা তাকবীর বলা কিংবা তালুতে চুম্বন করার কোনো নিয়ম নেই।
- সাফা থেকে মারওয়া পায়ে হেঁটে অথবা হুইল চেয়ারে করে যেতে পারেন। সাঈ করার সময় তাওয়াফের মতো দুআ করতে পারেন। আপনি ইচ্ছে করলে কুরআন তিলাওয়াত, দুআ, যিকর, ইসতিগফার করতে পারেন আপনার নিজের ইচ্ছা মত। আওয়াজ করে, জোরে শব্দ করে বা দলবদ্ধ হয়ে কোন দুআ পাঠ করার বিধান নেই। অথচ লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে অনেকেই এই ভুল কাজটি করছেন।
- সাফা পাহাড় থেকে কিছু দুর এগুমলেই উপরে ও ডানে-বামে সবুজ আলোর বাতি দেখবেন। এই সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে শুধু পুরুষরা আস্তে আস্তে জগিং করার মতো দৌড়াবেন (রমল এর মতো)। সবুজ আলো অতিক্রম করার পর আবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারেন। সাঈ করার সময় যতবারই এই সবুজ আলোর জায়গার মধ্য দিয়ে যাবেন ততবারই জগিং করার মতো দৌড়াবেন। কিন্তু মহিলারা এখানে দৌড়াবেন না, স্বাভাবিকভাবেই হাঁটবেন।
- সবুজ আলোর জায়গাটুকুতে দৌড়ানোর সময় এই দুআটি পড়ুন:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

"রাব্বিগফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আ'আযযুল আকরাম"
"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন রহম করুন।
নিশ্চয়ই আপনি সমধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।"

- সাফা থেকে হেঁটে মারওয়া পাহাড় এসে পৌছলে ১ চক্কর সম্পন্ন হল। মারওয়া পাহাড়ে উঠে বা যতটুকু সম্ভব মারওয়া পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আবার কাবার দিকে মুখ করে দুই হাত উঠিয়ে উপরোক্ত বড়

দুআটি আবার ৩বার পড়ুন ; ঠিক একই পদ্ধতিতে যেমন সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। এবার পুনরায় মারওয়া থেকে সাফার দিকে হাঁটা শুরু করুন এবং মাঝখানে সবুজ জায়গাটুকুতে দৌড়ে পার হোন। মারওয়া থেকে হেঁটে সাফা পাহাড়ে পৌঁছলে ২ চক্কর সম্পন্ন হল। এভাবে আরও ৫ চক্কর সম্পন্ন করার পর (২+৫=৭ চক্কর) মারওয়া পাহাড়ে এসে সাঈ শেষ করবেন।

✪ সাঈ করার সময় কোনো স্বলাতের ইকামত হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বলাত আদায় করে নিবেন এবং যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে ফের শুরু করবেন।

✪ সাঈ করার সময় এদিক ওদিক তাকানো ও ঘুরাঘুরি না করে একাগ্রচিত্তে বিনয়ের সাথে সাঈ করাই উত্তম। খুব বেশি প্রয়োজন ব্যাতিরেকে সাঈ করার সময় কথা না বলাই শ্রেয়। এই বইয়ের শেষে কুরআন ও হাদীস থেকে বেশ কিছু দুআ সংযোজন করা হয়েছে যা সাঈ করার সময় পড়তে পারেন।

✪ সাঈ করার সময় দলবদ্ধ হয়ে সাঈ করা সহজ। কারন বেজমেন্ট/প্রথম তলা/দ্বিতীয় তলা/ছাদের উপরও প্রয়োজনে সাঈ করা যায়, তাই সাঈ করার সময় লোকের ভিড় ও চাপ তাওয়াফের তুলনায় কিছুটা কম হয়।

সাফা পাহাড় (বেসমেন্ট ফ্লোর)

মারওয়া পাহাড় (বেসমেন্ট ফ্লোর)

সাঈ (নিচ তলা)

কসর/হলক্ব

- সাঈ শেষ করে মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হউন এবং নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক"।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি"।

- সাঈ শেষ করার পর মাথার সব অংশ থেকে সমানভাবে চুল ছেঁটে (কসর) কাটতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মাথা মুড়ানোই (হালক্ব) উত্তম কাজ।
- মহিলারা এক আঙ্গুলের এক-তৃতীয়াংশ (প্রায় এক ইঞ্চি) পরিমাণ চুল কেটে ফেলবেন। মহিলাদের মাথা মুড়ানোর (হালক্ব) কোন বিধান নেই।
- উমরাহর সময় কসর/হলক্ব করা **ওয়াজিব**।
- মসজিদুল হারামের বাইরে মারওয়া পাহাড়ের পাশে অনেক চুল কাটার সেলুন পাওয়া যাবে।
- নাপিতকে ডান দিক দিয়ে চুল কাটা শুরু করতে বলুন। মহিলারা বাসায় একে অপরের অথবা মহিলাদের পার্লারে গিয়ে চুল কাটাবেন।
- এবার ইহরামের কাপড় খুলে ফেলবেন ও গোসল করে নিবেন। আপনার ইহরামের সকল নিষেধাজ্ঞা শেষ হলো। আপনার উমরাহও সম্পন্ন হলো। এখন আপনি সাধারণ পোশাক পরতে পারেন।
- আল্লাহ তাআলা যে আপনাকে উমরাহ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন সে জন্য তার দরবারে কৃতজ্ঞতা জানান।

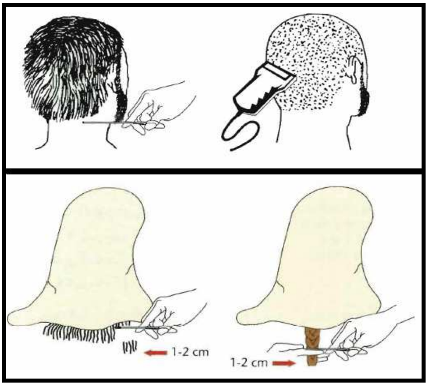

কসর/হলক্ব

সাঈ'র ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ'আত

- ✖ প্রতি কদমে ৭০ হাজার সওয়াব লেখা হবে এই আশায় অযু করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ শুরু করা।
- ✖ সাফা/মারওয়ার দেয়ালের কাছে পৌঁছানোর আগেই ঘুরে চলে যাওয়া।
- ✖ সাফা থেকে নামার সময় এই দুআ করা; (হে আল্লাহ আপনি আমার কর্মকাণ্ড রাসূলের সুন্নাত সমর্থিত করে দিন ও দ্বীনের উপর রেখেই মৃত্যু দিন।)
- ✖ সাঈ করার সময় বলা; (হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন এবং আমার যেসব বিষয় আপনি জানেন তা গোপন করুন।)
- ✖ ১৪ বার চক্কর দিয়ে সাঈ শেষ করা।
- ✖ হজ্জ ও উমরাহর জন্য বার বার সাঈ করা।
- ✖ সাঈ শেষ করে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করা।
- ✖ স্বলাতের ইকামাত হওয়ার পরও সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ চলমান রাখা।
- ✖ দলের সামনে দলনেতা কর্তৃক দুআ উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা এবং সে অনুসারে দলের সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে সেই দুআ পাঠ করা।
- ✖ সাঈ শেষ করার পর হালাল না হয়েই একে অন্যের চুল অথবা নিজেই কাচি দিয়ে মাথার বিভিন্ন অংশ থেকে চুল কেটে বক্সে সংরক্ষণ করে রাখা।
- ✖ একটি সতর্কতা: তাওয়াফ বা সাঈ করার সময় হুইল চেয়ার থেকে সতর্ক থাকবেন কারণ অনেকে জোরে হুইল চেয়ার চালিয়ে এসে পায়ের পিছনে ঠোকা লাগিয়ে দেন ফলে পা কেটে রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উমরাহর পর যা করতে পারেন

- ✪ উমরাহ সম্পন্ন করার পর আপনি যতো বেশি পারেন মসজিদুল হারামে ফরয, সুন্নাত, নফল, জানাযা, চাশত, তাহাজ্জুদ স্বলাত আদায় করুন এবং নফল তাওয়াফ করুন। নফল তাওয়াফ করার নেকী অনেক অনেক বেশী।
- ✪ উমরাহ সম্পন্ন করার পর থেকে হজ্জ এর পূর্ব পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন কর্মকাণ্ড নেই। আপনি যদি হজ্জ এর পূর্বে বেশ কিছু দিন অবসর সময় পেয়ে যান তবে আপনি কিছু ইসলামিক ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখে আসতে পারেন। আপনি এ সময়ে কিছু কেনাকাটাও করতে পারেন।
- ✪ আপনার হজ্জ এজেন্সি একদিন বাস ভাড়া করে কিছু ইসলামিক ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারেন অথবা আপনি নিজে ঘুরে দেখে আসতে পারেন। এক্ষেত্রে দলবদ্ধ হয়ে ঘুরতে যাওয়া ভালো।

মহিলারা মাহরাম ছাড়া বাইরে কোথাও একাকী কেনাকাটা বা ঘুরাঘুরি করতে যাবেন না।

হজ্জ সফরে একাধিক উমরাহ

- এটি একটি বিতর্কিত বিষয় এখনকার যুগে। আপনি দেখবেন অনেকে উমরাহ সম্পন্ন করার পর বাবা, মা, দাদা, দাদী, নানা, নাতি, ছেলে, মেয়ের নামে একাধিক উমরাহ করছেন, আবার কেউ কেউ একই দিনে দুই/তিনটি করে উমরাহ করছেন। উমরাহ নিঃসন্দেহে একটি নেকীর ইবাদত কিন্তু এমনভাবে গনহারে উমরাহ যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাদের জামানায় যদি কেউ করে থাকেন তবে আপনিও নিঃসন্দেহে করতে পারেন।
- কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এক সফরে একাধিক উমরাহ করার কোন কথা খুজে পাওয়া যায় না। বরং তামাত্তু হজ্জকারীদেরকে উমরাহ আদায়ের পর হালাল অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে হজ্জ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত। তাই উচিত হবে এক সফরে একাধিক উমরাহ না করা। বরং বেশি বেশি তাওয়াফ করাই উত্তম। দেখা গেছে এমন একাধিক উমরাহ পালন করতে গিয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন হজ্জের পূর্বে। তখন হজ্জ সম্পাদন করাটাই কষ্টকর হয়ে যায়।
- সাহাবায়ে কেরামের উমরাহ আদায়ের পদ্ধতি থেকে অবশ্য হজ্জের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বছরে একাধিকবার উমরাহ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনে ৪ বার উমরাহ পালন করেছেন। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বছরে ৩ টি পর্যন্ত উমরাহ করেছেন। এ বিষয়গুলো হাদীস থেকে জানা যায়।
- এক হাদীসে এসেছে, “তোমরা বার বার হজ্জ ও উমরাহ আদায় করো। কেননা এ দুটি দারিদ্রতা ও গুনাহ বিমোচন করে দেয়।” সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এক উমরাহ আদায়ের পর তাদের মাথার চুল কালো হয়ে যাওয়ার পর আবার উমরাহ করতেন, তার আগে করতেন না।
- অপর এক হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হজ্জের পর উমরাহ আদায় করেছিলেন কারন তিনি হায়েজ অবস্থায় ছিলেন হজ্জের পূর্বে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হজ্জের পর উমরাহ করার অনুমতি দেন, এ থেকে বুঝা যায় কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে হজ্জের পর উমরাহ পালন করা যায়। মুসনাদে আহমাদ
- অপর একটি বিষয়; আপনি যদি কিছু দিন মক্কায় অবস্থান করে মদীনায় যান তবে মদীনা থেকে মক্কায় ফেরার সময় আবার একটি উমরাহ করেত পারেন। এতে কোন সমস্যা নাই।

৯ মসজিদুল হারাম সম্পর্কিত কিছু তথ্য ৬

- সম্পূর্ণ মসজিদে এসি নেই। কিছু কিছু জায়গা ও বেজমেন্টে এসি রয়েছে।
- মসজিদের ভেতরে কিছু জায়গা মহিলাদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে, কিন্তু অনেকসময় দেখা যায় জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারনে মহিলারা পুরুষের স্বলাতের স্থানে দাঁড়িয়ে যান।
- মারওয়া গেট থেকে উমরাহ গেট পর্যন্ত মূল মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ ও অপর মসজিদ বিল্ডিং সংযোজন এর কাজ চলছে।
- মসজিদের ভেতরে সবসময়ই রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়।
- আপনি যতবারই মসজিদুল হারামে যাবেন ততবারই কিছু না কিছু অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবর্তনের কাজ লক্ষ্য করবেন।
- দিনের বেলা মক্কার আবহাওয়া একটু বেশি উত্তপ্ত আবার রাতের বেলায় হালকা ঠান্ডা পড়ে।
- প্রতিদিন মাগরিবের স্বলাতের পর মক্কা লাইব্রেরী থেকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। এছাড়া মসজিদুল হারামের আশেপাশে বই বিতরণের কিছু ছোট ছোট বুথ আছে যেখান থেকে প্রায়ই বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়।
- মসজিদুল হারামের ভিতরে প্রবেশের জন্য ৯০টিরও অধিক গেট রয়েছে। মসজিদের দুই তলায় আরোহনের জন্য সিড়িঁ ও এস্কেলেটরের ব্যবস্থা আছে। কিছু জায়গায় লিফটের ব্যবস্থাও আছে।
- মসজিদের ভেতরে ও বাইরে পান করার জন্য যমযমের পানি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং মক্কা লাইব্রেরীর পাশ থেকে বড় বড় বোতলে কুপের পানি নিয়ে আসা যায়।
- মসজিদের ভেতরে অসংখ্য বুকশেলফ রয়েছে, সেখান থেকে ইচ্ছে করলে কুরআন মজীদ (নীল রংয়ের) নিয়ে তেলাওয়াত করতে পারবেন।
- মসজিদুল হারামের বড় বড় গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার সময় খেয়াল রাখবেন গেটের উপরে সবুজ আলো জ্বলছে কি না। যা প্রবেশ করা যাবে কি যাবে না; তা নির্দেশ করে।
- টয়লেট ও অযু করার ব্যবস্থা মসজিদের বাইরে। মসজিদের ভেতরে অযু করার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও সংখ্যায় কম।
- সাফা ও মারওয়ার পাশে ওয়াশরুমের ছাদের উপর হারানো ও পাওয়া জিনিসের খোঁজ নেয়ার অফিস আছে।
- মসজিদের আশেপাশে হাদী/ফিদইয়া টিকিট ক্রয়ের জন্য কিছু ব্যাংকের বুথ পাবেন। হাদীর টিকিট কিনার ইচ্ছা থাকলে আগেভাগে কিনে ফেলুন।

- মসজিদের বাইরে মূল গেটগুলোর পাশে কিছু লাগেজ লকার পাবেন।
- সাফা মারওয়ার পাশে শিয়াব বনি হাশিম রোডে লাশ পরিবহনের অ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষমান থাকে। জানাযার পর এখান দিয়ে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়।
- তাওয়াফ ও সাঈ করার জন্য মসজিদের ভেতরে বিনামূল্যে ও ভাড়াভিত্তিক হুইল চেয়ার পাওয়া যায়।
- মসজিদের প্রতি গেটে নিরাপত্তাকর্মী থাকেন ও সন্দেহজনক ব্যাগ চেক করেন। তারা সাধারণত বড় ব্যাগ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে দেন না।
- মসজিদের ভেতরে সবসময় নীল/সবুজ পোশাক পরিহিত পচ্ছিন্নতাকর্মীরা কাজ করেন; তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিক।
- মসজিদের কিছু অংশের মেঝে কার্পেট দিয়ে আবৃত থাকে। অধিকাংশই থাকে উন্মুক্ত। হজ্জের সময় কাছাকাছি হলে সব কার্পেট তুলে রাখা হয়।
- প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরয স্বলাতের পর জানাযার স্বলাত হয়। তাই ফরয স্বলাতের পর হুট করে সুন্নাত সালাতে না দাঁড়িয়ে জানাযার স্বলাত পড়ুন।
- মসজিদ প্রশস্থকরনের কাজের জন্য অস্থায়ীভাবে তাওয়াফের জায়গার উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে তাওয়াফকারীদের জন্য।
- মসজিদুল হারাম সম্পর্কে আরও ধারণা নিতে সৌদি আরবের টিভি চ্যানেল দেখতে পারেন, সেখানে ২৪ ঘণ্টাই কাবা থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এই চ্যানেলের জন্য আপনার ক্যাবল অপারেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

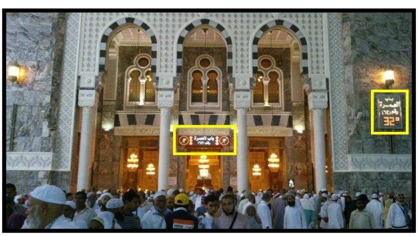

প্রবেশ গেট আলোক নির্দেশনা, হারানো ও পাওয়া জিনিসের অফিস, লাগেজ লকার, যমযম পানি নল

ওযু ব্যবস্থা, এস্কেলেটর,
হাদী টিকিট বিক্রি বুথ, বই শেলফ

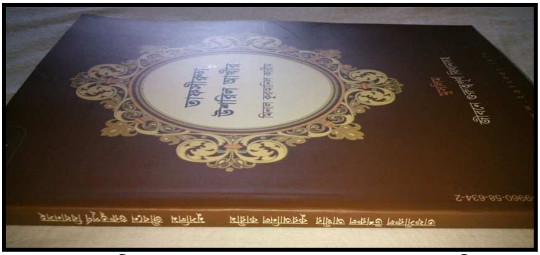

লাশ পরিবহনের অ্যাম্বুলেন্স, যমযমের পানি,
ফ্রি বই

মসজিদুল হারামের প্রচলিত অনিয়ম, ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ মসজিদের ভেতরে নারী-পুরুষ পাশাপাশি বসেন, স্বলাত পড়েন। অনেক পুরুষ তার স্ত্রীর হাত ধরে, কাঁধে হাত দিয়ে মসজিদের বাইরে এমনভাবে ঘুরে বেড়ান যেন তারা হানিমুন বা অবকাশ যাপনে এসেছেন!
- ✖ মসজিদের ভেতরে খোলা পরিবেশে নারী ও পুরুষেরা ঘুমান। এবং ঘুমের সময় তাদের পর্দার ব্যাপারে খেয়াল থাকে না।
- ✖ অনেকে মসজিদের ভেতরে গভীর ঘুমের পর অযু ছাড়াই স্বলাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান।
- ✖ মসজিদের প্রবেশদ্বারের ভেতরে ঢুকে দরজার সামনেই কিছু মহিলা বসে পড়েন, এতে অনেক মানুষ সেই স্থানের দরজা দিয়ে বের হতে সমস্যায় পড়েন। হজ্জযাত্রীদের ভিড় সামলানোর জন্য মাসজিদুল হারামের ব্যবস্থাপনা ভালো হওয়া সত্ত্বেও তাদের হিমশিম খেতে হয়।
- ✖ জুতা ও স্যান্ডেল রাখার পর্যাপ্ত শেলফ থাকা সত্ত্বেও অনেকে মসজিদের ভেতরে যত্রতত্র জুতা-স্যান্ডেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেন।
- ✖ অনেকেই জানেন না মসজিদে নারী পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিংবা মহিলার সরাসরি পেছনে পুরুষের দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করা ঠিক নয়।
- ✖ অনেক নারী-পুরুষই ভালোভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান না এবং ভালোভাবে কাতার সোজা করেন না ও সামনের কাতার আগে পূরন করেন না।
- ✖ বেশিরভাগ পুরুষদের কাপড় টাকনুর নীচে দেখা যায়, পুরুষদের সতর খোলা থাকে এবং মহিলাদের পা, মাথা অনাবৃত থাকে।
- ✖ অনেক বৃদ্ধ মহিলা ও পুরুষের এস্কেলেটরে চড়ার অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে পড়ে গিয়ে নিজেরা আহত হন এবং অন্যকে আহত করেন।
- ✖ অনেকে সঠিকভাবে অযু করতেও জানেন না। অনেকে অযু করার পরও ইহরাম অবস্থায় তাদের হাঁটু ও নাভী বের করে রাখেন।
- ✖ অনেকে ইহরাম অবস্থায় মসজিদুল হারামের বাইরের চত্তরে ধুমপান করেন।
- ✖ স্বলাত শেষ করে অনেকে মসজিদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, এর ফলে অনেক মুসল্লি বের হতে পারেন না।
- ✖ অনেকে তাওয়াফের মাতাফ এলাকায় স্বলাতের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন ও তাওয়াফকারীদের তাওয়াফে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন।
- ✖ অনেকে যমযমের পানি পান করার স্থানে যমযমের পানি দিয়ে অযু করেন।
- ✖ অনেকে আবার সাঈ এলাকার মধ্যেও জুতা পরে হাঁটেন।

- ✖ অনেকে মসজিদের ভেতরে খাওয়া-দাওয়া করে অপরিস্কার করে ফেলে।
- ✖ তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় নারী-পুরুষ একত্রে সমবেত কণ্ঠে উচ্চ স্বরে তালবিয়াহ ও দুআ পাঠ করেন।
- ✖ অনেক মহিলাই সঠিকভাবে হিজাব পরতে জানেন না। অনেকে আবার আকর্ষণীয় হিজাব পরেন। অনেক মহিলাই মাথা ও পা খোলা রাখেন।
- ✖ মসজিদে যমযমের নরমাল পানি (Not cold) ঠান্ডা পানির চেয়ে সংখ্যায় অপ্রতুল। অনেকে পানি পান করার সময় পানি নষ্ট করেন।
- ✖ মসজিদের ভেতরে অনেকে জুতা ও ব্যাগ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখেন এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা এসে সেসব জুতা ও ব্যাগ ভিজিয়ে ফেলেন।
- ✖ তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়ার জন্য অনেকে ধাক্কাধাক্কি, বলপ্রয়োগ ও বৈরি আচরণ করেন।
- ✖ অনেক মহিলা আবেগের তাড়নায় পুরুষদের মাঝেই হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন।
- ✖ অনেকে আবার কাবার দেয়াল ও গিলাফ জড়িয়ে ধরে বিলাপ কান্নাকাটি করেন। তবে মুলতাযম এ গিয়ে দুআ করা যায়েজ আছে।
- ✖ অনেকে কাবা ও মাক্বামে ইবরাহীমের দেয়াল স্পর্শ করেন, চুমু খান এবং পরিধানের কাপড়, রুমাল ও টুপি ঘষতে থাকেন।
- ✖ অনেকে আবার সাঈ করার সময় সিসিটিভি ক্যামেরার উদ্দেশ্যে হাই... হ্যালো.. বলেন ও গল্পগুজব করেন।
- ✖ সাঈ করার সময় অনেকে সাফা-মারওয়ার দিকে হাত উচু করে দুআ করেন।
- ✖ স্বলাত শেষ হওয়ার পরপরই অনেকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া শুরু করেন, ঠিক একই সময়ে বাইরে থেকে অনেকে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এতে করে মারাত্মক অরাজগতা ও চাপ সৃষ্টি হয়।
- ✖ মসজিদের বাইরে বোরখা পরা মহিলা ও ছোট মেয়েরা হাত কাটা ভাব দেখিয়ে অসাধু উপায়ে সাহায্য প্রার্থনা করে।
- ✖ অনেকে শপিং মলে ঘুরাঘুরি, কেনাকাটা ও ফুড কোর্ট এ খাওয়াদাওয়া করে সময় অপচয় করেন যা ইবাদতের মনযোগ ও একাগ্রতা নষ্ট করে।
- ✖ অনেককে দেখবেন টানা নফল স্বলাত আদায় করে যাচ্ছেন, কারণ তার সারা জীবনে যা নামায কাজা করেছেন তা তুলে ফেলছেন এখানে এবং সাথে সাথে আগামীতে যদি নামায কাজা হয়ে যায় তাও তুলে ফেলছেন আগেভাগে!
- ✖ অনেকের মাঝে এমন ভুল ধারনা প্রচলিত আছে যে, কাবার ঘরের দিকে পিছন দিক ফিরে বসা ও পিছন ফিরে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না আবার কাবার ঘরের দিকে পা দিয়ে বসা ও ঘুমানো যাবে না।

✖ মসজিদের ভেতরে অনেক লোককে দেখবেন স্বলাতের সময় আপনার সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছেন। সাধারণত অন্যান্য মসজিদে এধরনের দৃশ্য দেখা যায় না। আশা করি আপনি এ সম্পর্কিত চল্লিশ দিন/মাস/বছরের একটি সহীহ হাদীস শুনে থাকবেন। কিন্তু অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর জন্য এই বিষয়টিকে শিথিল করে দেখার বিষয়ের হাদীসটি নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে উত্তম পরামর্শ হলো - আপনি সতর্ক থাকুন ও সাবধাণতা অবলম্বন করুন। যখন দেখবেন কেউ স্বলাত পড়ছেন তখন আপনি যাওয়া-আসার জন্য যতটা সম্ভব বিকল্প পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। তবে কোনো পথ খুঁজে না পেলে এবং যাওয়া-আসা করা যদি অপরিহার্য হয় তাহলে হেঁটে চলে যান। তবে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটাহাটি করবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করুন ও ক্ষমা করুন। আমিন।

মক্কায় কেনা-কাটা

✪ অতিরিক্ত টাকা নিয়ে হজ্জে যাবেন না বা সেখানে গিয়ে বেশি কেনা-কাটা করায় লিপ্ত না। যদি পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য কোনো ছোট উপহার বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে চান তাহলে তা হজ্জের আগেভাগেই কিনে ফেলবেন। কেননা, হজ্জের সময় যত কাছাকাছি হয় জিনিসপত্রের দাম ততো বেড়ে যায়। হজ্জের পরেও কিছু দিন দাম বাড়তি যায়, তারপর কমে।

✪ মসজিদে হারামের কাছে পাবেন কিছু শপিং মল। যমযম টাওয়ারে পাবেন কিছু ব্যয়বহুল দোকান। যমযম টাওয়ারের পাশে লাগোয়া আল সাফওয়া টাওয়ার শপিংমল কেনাকাটার জন্য ভালো। হারাম শরীফের চারপাশের শপিং সেন্টারগুলোও ব্যয়বহুল। তবে কিছুদূর গেলে মাআল্লা কবরস্থানের পাশে পাইকারি ও সস্তায় পণ্য কেনার জন্য বেশ কিছু সুপার মার্কেট ও শপিং মল পাবেন। এছাড়া আজিজিয়া মার্কেটেও যেতে পারেন। মনে রাখবেন, হাদীসে এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্টতম স্থান হলো বাজার। তাই বাজারে বেশি সময় নষ্ট করবেন না।

✪ আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ অনুসারে, মদীনার তুলনায় মক্কায় সবকিছুর দামই একটু বেশি। সে কারণে আমার মতে, কেনা-কাটা মদীনায় করাই ভালো।

✪ এখানের অনেক দোকানেই বাঙালি বিক্রয়কর্মী দেখতে পাবেন। আপনি সহজেই তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারেন। তবে একটা দু:খের বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি এবং আমার মতো অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে,

বাঙালি বিক্রয়কর্মীরাই বাঙালিদের কাছে জিনিসপত্রের বেশি দাম চান! এমনকি অনেক বাঙালি বিক্রয়কর্মী নিজেদের বাঙালি পরিচয় পর্যন্ত দিতে চান না, কারন এতে যদি আপনি তার সঙ্গে দামাদামি শুরু করে দেন!

- ✪ তবে একটি বিষয় আপনার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হবে এবং ভালোই লাগবে সেটা হলো-যে কোনো স্বলাতের আযান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব দোকান বন্ধ হয়ে যায়। স্বলাতের সময় সে দেশে কোনো বেচা-কেনা হয় না। ক্রেতা-বিক্রেতা স্বলাতের সময় শপিং মলে থাকলেও সালাতে দাঁড়িয়ে যান। স্বলাত শেষ হলে আবার বেচা-কেনা শুরু হয়ে যায়।
- ✪ শেষ কথা হলো: মক্কা থেকে পারলে তাকওয়াকে ক্রয় করে অন্তরে গেঁথে নিয়ে যান !

মক্কায় দর্শনীয় স্থান

- ✪ আপনার ট্রাভেল এজেন্সি মক্কায় একদিনের জিয়ারাহ ট্যুরের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং আপনাদের সকলকে একত্রে বাস ভাড়া করে মক্কার কাছাকাছি ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে এবং মিনা, আরাফাহ, জামারাত ও মুযদালিফা এলাকায় নিয়ে যেতে পারেন।
- ✪ আপনি অবশ্যই এই ট্যুরটি উপভোগ করবেন। মক্কার চারদিকে ঘুরে দেখার এটাই আপনার সুযোগ। আপনি একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যে, মক্কার যমযম টাওয়ার অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। আপনি যমযম টাওয়ার দেখলেই বুঝতে পারবেন যে মসজিদুল হারাম থেকে কত দূরে ও কোন দিকে আছেন। মক্কায় আপনি বেশ কিছু পাহাড় ও সুরঙ্গ সড়ক দেখতে পাবেন।
- ✪ কিছু জিয়ারাতের স্থান খুব কাছে, ইচ্ছা করলে পায়ে হেঁটেই দেখে আসতে পারেন। তবে পরামর্শ হলো একা কোথাও যাবেন না এবং কয়েকদিন মক্কায় থাকার পর জিয়ারাতের স্থানগুলো ভ্রমণ করবেন। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মস্থান, জিন মসজিদ, মাআল্লা কবরস্থান পায়ে হেঁটেই দেখে আসতে পারবেন।
- ✪ ফজরের স্বলাতের পর লক্ষ্য করবেন কিছু মাইক্রোবাস অথবা প্রাইভেট কার ড্রাইভার 'জিয়ারাহ, জিয়ারাহ' বলে ডাকবে। তারা আপনাকে কিছু স্থান ঘুরে দেখাবে। সবচেয়ে ভালো হয় ছোট ছোট দল করে ঘুরতে বের হওয়া, কারণ ড্রাইভার প্রতি ব্যক্তির জন্য ১০/২০ সৌদি রিয়াল ভাড়া দাবি করে থাকেন। এসব স্থান ভ্রমণ করার সময় অবশ্যই আপনার হজ্জ পরিচয়পত্র ও হোটেলের ঠিকানা সঙ্গে রাখুন। অনেকসময় রাস্তায় পুলিশ আপনার হজ্জের পরিচয়পত্র চেক করতে পারেন।

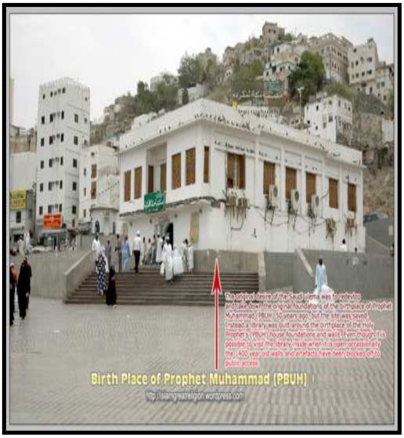

মক্কা লাইব্রেরী : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মস্থান, যদিও এটি সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়। মসজিদুল হারামের খুবই নিকটে অবস্থিত।

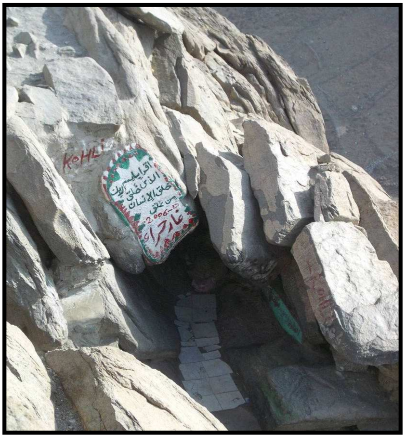

জাবালে নূর/হেরা গুহা - এই পাহাড়ের গুহায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে চিন্তা মগ্ন থাকতেন এবং এখানে প্রথম কুরআন ওয়াহী হিসাবে নাজিল হয়।

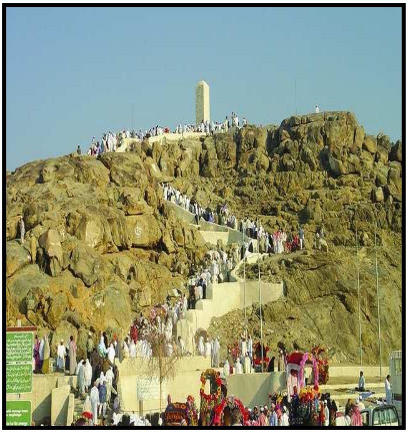

জাবালে আরাফা - আরাফার ময়দানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন এবং এই পাহাড়ে আদম ও হাওয়া (আলায়হিস সালাম) মিলিত হন বলে কথা প্রচলিত আছে!

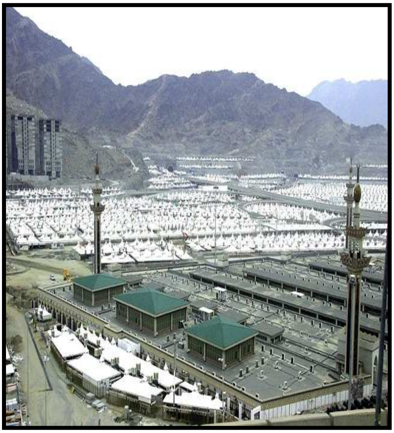

খাইফ মসজিদ - মিনায় অবস্থিত। জামারাত এর খুব কাছে অবস্থিত।

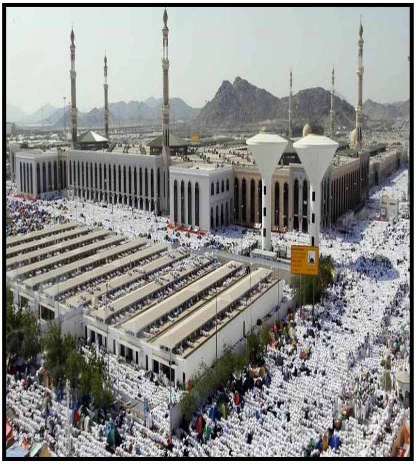

নামিরা মসজিদ - আরাফায় অবস্থিত। মসজিদের কিছু অংশ আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থিত। আরাফা দিবসে ইমাম এখানে খুতবা দেন।

জাবালে সাওর - এই পাহাড়ের গুহায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনা হিযরত করার সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন ও লুকিয়ে ছিলেন।

জিন মসজিদ - মসজিদুল হারামের নিকটে অবস্থিত। জান্নাতুল মাআল্লা কবরস্থানের পাশে অবস্থিত।

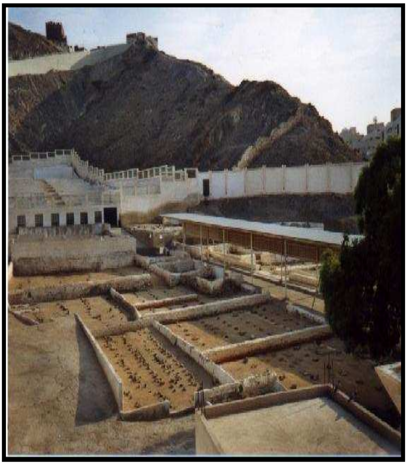

মাআল্লা কবরস্থান - মক্কার ঐতিহাসিক কবরস্থান। খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কবর আছে এখানে।

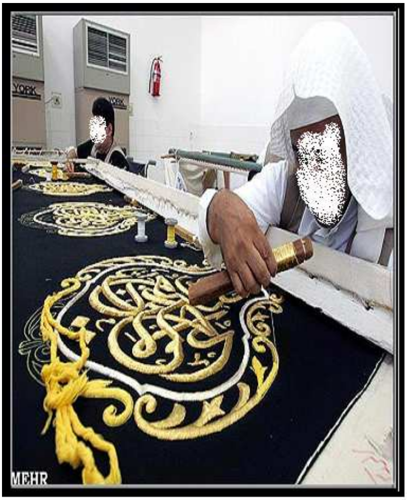

কিসওয়াহ ফ্যাক্টরী - কাবার গিলাফ তৈরীর কারখানা। পুরাতন জেদ্দা রোডে অবস্থিত।

মক্কা ইসলামী যাদুঘর - কাবার গিলাফ তৈরীর কারখানার পাশে অবস্থিত । পুরাতন জেদ্দা রোডে অবস্থিত।

বিল্লাল মসজিদ - আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাঁদকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন।

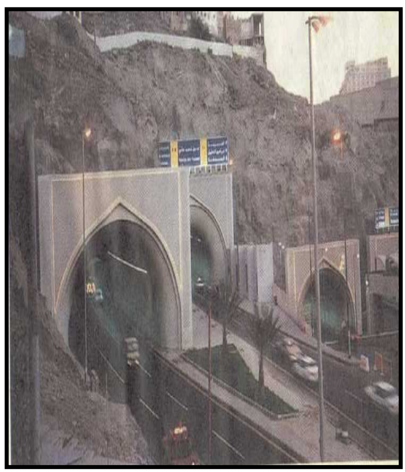

আবু কুবাইস পাহাড় - হাজারে আসওয়াদ পাথর প্রথমে আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল।

Contents

তানিম/আয়েশা মসজিদ - এটি মক্কার লোকদের উমরার মীকাত।

আবু সুফিয়ান মসজিদ - গাজ্জা এলাকায় অবস্থিত।

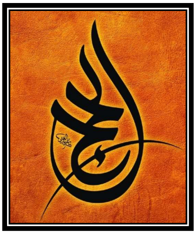

হজ্জ

Perform
HAJJ.com

Perform
HAJJ.com
Muslim's Pilgrimage to Mecca

হজ্জের ফরয (হজ্জে তামাত্তু)

- ইহরাম করা; হজ্জের নিয়ত করা।
- আরাফায় অবস্থান করা; উকুফে আরাফা করা।
- তাওয়াফুল ইফাদাহ বা জিয়ারাহ করা; হজ্জের ফরয তাওয়াফ করা।
- সাফা-মারওয়া সাঈ করা; হজ্জের ফরয সাঈ করা।

△ উপরোক্ত ফরয কাজগুলো ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হবে। উপরোক্ত ফরয বা রুকনের কোনো একটি বাদ গেলে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) হজ্জ সম্পন্ন হবে না। কোন ক্ষতিপূরণ বা দম দিয়ে কাজ হবে না। হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তীতে পুনরায় নতুন করে হজ্জ করতে হবে।

হজ্জের ওয়াজিব (হজ্জে তামাত্তু)

- ইহরামের মীকাত; মীকাত থেকে ইহরাম করা।
- আরাফায় অবস্থান করা; সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা।
- মুযদালিফায় অবস্থান করা; মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা।
- রামি করা; জামরাত সমূহে কংকর নিক্ষেপ করা।
- হাদী; পশু যবেহ করা।
- কসর বা হলক্ব করা; চুল ছেঁটে ফেলা অথবা মাথা মুন্ডন করা।
- মিনায় অবস্থান করা; তাশরীকের রাতগুলোতে মিনায় রাত্রিযাপন করা।
- তাওয়াফে বিদা করা; হজ্জ শেষে মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা।

* পরিস্থিতি বা কারণ সাপেক্ষে কিছু কাজের ছাড় বা ব্যতিক্রম রয়েছে।

△ হজ্জের কোনো একটি ওয়াজিব যদি বাদ পড়ে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) তাহলে হজ্জ বাতিল হবে না। তবে এজন্য হারাম এলাকার মধ্যে একটি পশু জবাই করে (দম) সম্পূর্ণ গোশত বিতরণ করা কাফফারা হিসাবে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যাবে। বিনা ওজরে হজ্জের কোনো একটি ওয়াজিব বাদ দেয়া গুনাহের কাজ। দম দিয়ে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করা বাঞ্চণীয়।

ҩ হজ্জের সুন্নাত (হজ্জে তামাত্তু) ҩ

- হজ্জের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুন্নাতগুলো হল:
- ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা।
- পুরুষের ক্ষেত্রে দুই খণ্ড সাদা ইহরামের কাপড় পরা।
- উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।
- ৮ জিলহজ্জ যোহর থেকে ৯ জিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা।
- মধ্যম ও ছোট জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর দুআ পাঠ করা।

△ হজ্জের কোনো একটি সুন্নাত ওজরবশত বাদ দিলে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে গেলে অসুবিধা নেই। দম দেওয়া জরুরী নয়। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত বাদ দেয়া মন্দ কাজ।

ҩ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের বিষয়ে সচেতনতা ҩ

- আমার হজ্জের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদেরকে বলতে চাই। মক্কা ও মিনায় অবস্থানকালে আমি লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দলের অনুসারী হজ্জযাত্রীরা হজ্জের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত বিষয়গুলো তাদের নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে পালন করছেন।
- উদাহরণ স্বরুপ; মিনায় ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জ রাতে অবস্থান করা; কিছু লোক বলছেন এটা ওয়াজিব! আবার কিছু লোক বলছেন এটা সুন্নাত!
- এর ফলে সাধারণ হজ্জযাত্রীরা যারা হজ্জ সম্পর্কে খুব বেশি পড়াশোনাও করেননি বা তেমন কোন জ্ঞান নেই তারা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যান এবং তারা যে দলের সাথে এসেছেন তাদের দেখাদেখি অন্ধের মতো সবকিছু পালন করেন। সাধারণত সকলেই চান কম কষ্টে সহজ উপায়ে হজ্জ পালন করতে।
- সকলের উদ্দেশ্যে আমার কথা হলো; এটা আপনার হজ্জ, আপনার ফরয ইবাদাত, আপনি এর জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন, হয়তো একবারই আপনি এটা পালন করবেন। ধরুন, হজ্জ পালন করে আসার পর জানতে পারলেন হজ্জে আপনি একটি বিধান ভুল করেছেন, তখন আপনার কেমন লাগবে? এজন্য কি উত্তম নয় নিজে জ্ঞানার্জন করা ও সর্তকতা অবলম্বন করা বা নিরাপদে থাকা?
- আল্লাহ তাআলা আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাই যে কোনো ইবাদাত পালনের আগে সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। তাই হজ্জ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বই থেকে জানুন এবং সে বইকে অন্যান্য ভালো বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করুন। একইভাবে আমার লেখা

গাইডও যাচাই করুন। অন্ধের মতো এটা পড়বেন না ও অনুসরণ করবেন না। আপনার বিচক্ষণতা ও জ্ঞান দিয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বন করুন।

- ✪ হজ্জে যাওয়ার আগে কি কি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে সে সম্পর্কে মনে মনে নিশ্চিত হোন, এমনকি সেটা যদি আপনার দল থেকে ভিন্ন হয় তাহলেও! বিশ্বাস করুন; আমি আমার দল থেকে ভিন্ন উপায়ে হজ্জের কিছু বিধান পালন করেছি। আমি ভালোভাবে তাদেরকে শুধু বলেছি, আমি আমার জ্ঞান দিয়ে হজ্জের এই বিধানটি পালন করতে চাই এবং তারা তা মেনে নিয়েছে, বলেছে এতে তাদের কোনো সমস্যা নেই। ইনশাআল্লাহ আপনাকে কেউ কোনো বিধান পালন করার জন্য ওখানে বাধ্য/জোর প্রদান করবে না।
- ✪ আপনি যদি আপনার নিজস্ব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে হজ্জের কোনো বিধানে কোনো ভুল করে ফেলেন, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সে ভুল ওয়াজীব পর্যায়ের হলে কাফফারা হিসাবে একটি পশু জবাই করে দিন। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই আপনার মনের খবর জানেন - আপনি যে সঠিক উপায়েই সবকিছু করতে চেয়েছিলেন এবং আপনার জ্ঞান অনুসারে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। আপনি যদি একনিষ্ঠভাবে ক্ষমা চান তাহলে ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন, কারণ তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।
- ✪ মক্কা ও মদীনায় আপনি আপনার নিজস্ব জ্ঞান ও বিবিধ মাসলা সঠিক কি না তা যাচাই করে নিতে পারেন। আপনি বেশ কিছু ইসলামিক জ্ঞান আদান-প্রদান বুথ পাবেন অথবা মক্কা লাইব্রেরীতে আপনি কিছু বাংলা ও হিন্দি ভাষী বিদ্বান শাইখ/আলেম ব্যক্তি পাবেন যাদেরকে প্রশ্ন করে আপনি আপনার মনের সন্দেহ দূর করতে পারবেন। তাঁরা আপনার সাথে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারেই কথা বলবেন এবং বিভিন্ন মাযহাবের মতামত উল্লেখ করে এর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে যথার্থ ও উত্তম তাও বলে দেবেন।

৯ হিজরী ক্যালেন্ডারের দিবা-রাত্রি ধারনা ৬

- ✪ অনেকেই হজ্জের দিনগুলোর (৮, ৯, ১০.. জিলহজ্জ) কথা বলতে গিয়ে ইংরেজী দিন-রাত্রির হিসাবের সাথে হিজরী দিন-রাত্রির হিসাব মিলিয়ে গুলিয়ে ফেলেন। তাই এই মূল ধারনাটি আগেভাগেই পরিস্কার করে নেওয়া ভালো। ইংরেজী ক্যালেন্ডার হিসাবে রাত ১২টা পর থেকে দিন শুরু ধরা হয়। অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা হিসাব হবে - প্রথমে ৬ ঘন্টা রাত্রি, পরে ১২ ঘন্টা দিন ও পরে ৬ ঘন্টা রাত্রি। আর হিজরী হিসাবে সূর্যাস্তের পর থেকে দিন শুরু ধরা হয়। অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা হিসাব হবে - প্রথমে ১২ ঘন্টা রাত্রি ও পরে ১২ ঘন্টা দিন।

গুগুল আর্থ ম্যাপ থেকে হজ্জ রুট ম্যাপ

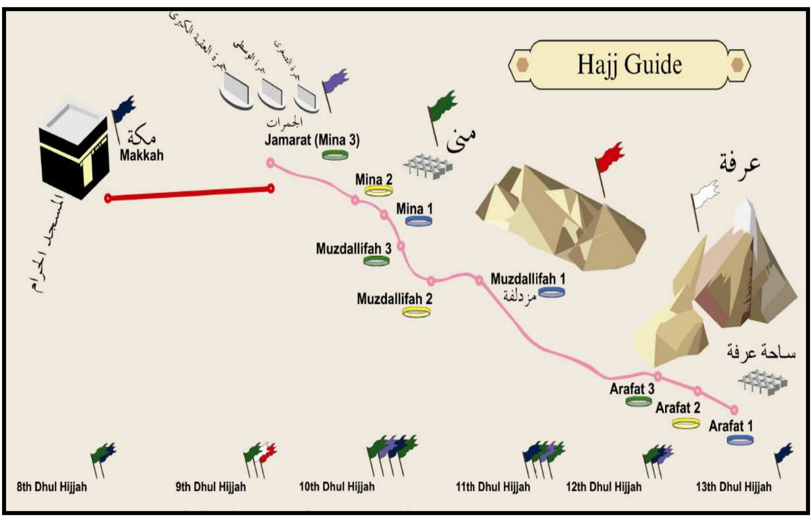

এক নজরে হজ্জ

৮ জিলহজ্জ: তারবিয়াহ দিবস

- এ দিনের মূল কাজ হলো সূর্যোদয়ের পর মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধে মিনায় গিয়ে তাবুতে দিবা-রাত্রি যাপন করা ও পরবর্তী পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত মিনায় আদায় করা।
- ৮ জিলহজ্জ ইহরাম বাঁধার আগে আপনি আপনার ব্যাগ গুছিয়ে নিন। ছোট একটি ব্যাগ নিবেন যাতে সহজেই ব্যাগটি বহন করতে পারেন। কারন এই ব্যাগ নিয়ে কয়েক মাইল হাঁটতেও হতে পারে। আপনি কিছু শুকনো খাবার, একটি বিছানার চাদর, বায়ু বালিশ, প্লেট-গ্লাস, এক সেট ইহরামের কাপড়, সাবান, তোয়ালে, টয়লেট পেপার, কাপড় ঝোলানোর হ্যাঙার, পানির বোতল, দুই সেট সাধারণ পোশাক, কুরআন মজীদ ও কিছু বই সঙ্গে নিতে পারেন। মূল্যবান জিনিসপত্র ও অতিরিক্ত টাকা-পয়সা সাবধানে ঘরে রেখে তালা দিয়ে যান অথবা সৌদি মুআল্লিম অফিসে জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে রাখুন।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পালনীয় নিয়ম অনুযায়ী সুন্নাহ হলো ৮ জিলহজ্জ মক্কায় ফজরের স্বলাত আদায় করার পর সকালে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। কিন্তু বর্তমানে যদি ২৫-৩০ লক্ষ হজ্জযাত্রী সকাল বেলায় ৮-১০ হাজার বাস গাড়ি নিয়ে ৭-৮ কিমি রাস্তা যাওয়ার চেষ্ঠা করেন তবে কেমন অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।
- তাই এখন সৌদি মুআল্লিমগণ ৮ জিলহজ্জ মধ্যরাত হতেই হজ্জযাত্রীদের মিনায় নিয়ে যাওয়া শুরু করেন। এটি সুন্নতের খেলাফ তবে হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না। তাই আপনি জেনে নিন কখন মিনায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন সৌদি মুআল্লিম। সে অনুযায়ী আপনি ইহরাম বাঁধার প্রস্তুতি নিন। যাত্রা শুরু করার ২-৩ ঘন্টা আগে ইহরাম বাঁধার প্রস্তুতি শুরু করা উত্তম।
- ৮ জিলহজ্জ ইহরামের কাপড় পরিধানের পূর্বে সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে নিন- নখ কাটা, লজ্জাস্থানের চুল পরিস্কার, গোঁফ ছোট করা। তবে দাঁড়ি ও চুল কাটবেন না। পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো করা মুস্তাহাব। উক্ত কাজগুলো ১ জিলহজ্জ এর আগে সেরে নিবেন। বুখারী-১৪৬৪
- এরপর গোসল করা উত্তম, যদি গোসল করা সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই অযু করতে হবে। ঋতুবর্তী মহিলারা গোসল করে সাধারন কাপড় পরে নিবেন এবং হজ্জ এর সকল বিধি-বিধান পালন করবেন, তবে ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন না এবং স্বলাত আদায় করবেন না। ঋতু শেষ হলে তাওয়াফ করে নিবেন ও স্বলাত আদায় করবেন। মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ

- ✪ পুরুষরা ইহরামের কাপড় পরার আগে চুলে তেল বা 'তালবিদ' দিতে পারেন এবং শরীরে, মাথায় ও দাঁড়িতে সুগন্ধী ব্যবহার করতে পারেন; তবে ইহরাম বাঁধার পর পারবেন না। সুগন্ধী যেন আবার ইহরামের কাপড়ে না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। লেগে গেলে তা ধুয়ে ফেলবেন। মহিলারা কখনই কোনো অবস্থাতেই সুগন্ধী ব্যবহার করবেন না। মহিলাদের সুগন্ধী ব্যবহার করা হারাম। বুখারী-১৬৩৫
- ✪ পুরুষরা ইহরামের কাপড় সুবিধা মত উপায়ে পরতে পারেন তবে এমনভাবে পরবেন যাতে নাভির উপর থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত আবৃত হয়ে যায় এবং ইহরামের কাপড় দিয়ে কাঁধ ও শরীর আবৃত থাকে। মহিলারা মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি খোলা রাখবেন, নেকাব বা বোরকা দ্বারা মুখমণ্ডল সবসময় ঢাকা রাখা যাবে না। তবে না-মাহরাম পুরুষদের সামনে বা মাঝে গেলে তখন মুখমণ্ডল আবৃত করবেন।
- ✪ উত্তম হলো কোন ফরয স্বলাতের পূর্বে ইহরামের কাপড় পরা ও স্বলাত আদায় করা এবং তারপর ইহরাম করা। আর কোন ফরয স্বলাতের সময় না হলে ইহরামের কাপড় পড়ে তাহিয়াতুল ওযুর ২ রাকাত স্বলাত পড়া। স্বলাতের পর ইহরাম করা মুস্তাহাব। যদি কোন ফরয স্বলাতের পর ইহরাম করা হয়, তাহলে স্বতন্ত্র স্বলাতের প্রয়োজন নেই। অন্য সময় ইহরাম করলে ২ রাকাত স্বলাত তাহিয়াতুল অযুর নিয়তে আদায় করে নিবেন।
- ✪ মক্কা/মীনার কাছাকাছি আপনার হোটেল অথবা বাসা থেকে ইহরামের কাপড় পরবেন এবং এখান থেকেই আপনি ইহরাম করবেন। এমনটি করা **ওয়াজিব**। ইহরাম করার জন্য আপনাকে এখান কোনো মীকাতে যেতে হবে না। সৌদি স্থানীয় লোকেরাও তাদের নিজ নিজ আবাসস্থল থেকে হজ্জের জন্য ইহরাম করবেন। শুধুমাত্র যারা মীকাতের বাইরে থেকে আসবেন তারা মীকাত থেকে হজ্জের ইহরাম করে প্রবেশ করবেন। মুসনাদে আহমদ-৬/৪২১, বুখারী, মুসলিম
- ✪ এখন যেহেতু আপনি ইহরামের কাপড় পরে ফেলেছেন এবং স্বলাতও আদায় করেছেন সেহেতু এখন আপনি হজ্জের ইহরাম করতে পারেন অর্থাৎ মৌখিক স্বীকৃতি দিতে পারেন। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলারাও হজ্জের ইহরাম করবেন।
- ✪ আপনি বলুন:

لَبَّيْكَ حَجًّا

"লাব্বাইকা হাজ্জাহ"

"আমি হজ্জ করার জন্য হাজির"।

- এবার স্বশব্দে তাওহীদ সম্বলিত তালবিয়াহ পাঠ শুরু করুন এবং জামরাতুল আকাবাহয় কংকর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত এই তালবিয়াহ পাঠ চলতে থাকবে।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

"লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাক"।

"আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির।
আমি হাজির, তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির।
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও তোমারই, তোমার কোনো শরীক নেই"। বুখারী-৫৪৬০, ৫৯১৫, মুসলিম-১১৮৪

- হজ্জ সম্পন্ন করতে না পারার ভয় থাকলে (যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা, বাধা অথবা অসুস্থতার কারণে না পারেন) তবে এই দুআ পাঠ করবেন:

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

"ফাইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহিল্লী হায়ছু হাব্বাসতানি"।

"যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে বাধা দিবে, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে"। মিশকাত-২৭১১

- তালবিয়াহ একটু উচু আওয়াজে পাঠ করা উত্তম। তবে তালবিয়াহ খুব উচ্চস্বরে অথবা সমস্বরে পাঠ করবেন না যা অন্যদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন ভাবে তালবিয়াহ পাঠ করাও সুন্নাত নয়, বরং বিদআত। আর মহিলারা তালবিয়াহ পাঠ করবেন কোমল স্বরে অথবা মনে মনে। এখন আপনার হজ্জের ইহরাম করা হয়ে গেছে; এই ইহরাম করার কাজটি ছিল **ফরয**।
- মনে রাখবেন এখন আপনি ইহরাম অবস্থায় আছেন। এখন আপনার উপর ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য। ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ অনুমোদিত আর কি কি নিষিদ্ধ তা **পৃষ্ঠা-৫৪** থেকে দেখে মনে রাখুন।
- ইহরাম করার পরে ইহরামকে কেন্দ্র করে কোনো নির্দিষ্ট স্বলাত নেই। ইহরাম করার পরে ৮ জিলহজ্জ কাবা শরীফ তাওয়াফ বা সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার ব্যাপারেও কোনো নির্দেশনা হাদীসে কোথাও পাওয়া যায় না। তাই এমন অতিরিক্ত কিছু ভিত্তিহীন আমল নেকীর আশায় করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

- আপনার হজ্জ এজেন্সি ইতিমধ্যেই মুআল্লিম অফিস থেকে মিনার তাবু কার্ড সংগ্রহ করে ফেলবেন ও আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন এবং আপনাদের সৌদি মুআল্লিম অফিস সবার মিনায় যাওয়ার জন্য পরিবহণের ব্যবস্থাও করবেন।
- হজ্জ সফর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি তথ্য আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যাতে আপনি এই সার্বিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বুঝতে পারেন। হজ্জের পূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন হজ্জ এজেন্সি বা দল হজ্জের বিভিন্ন সেবা বিষয়ে চুক্তি করেন সৌদিসরকার কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত সৌদিআরবের বিভিন্ন সৌদি মুআল্লিম এর সাথে। আপনি হজ্জে যাবেন একটি দল বা এজেন্সির সাথে, যার একজন গাইড আপনাদের সদা বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবেন পুরো হজ্জ সফর ধরে। কিন্তু এই হজ্জ গাইড এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে অবস্থানকালে এই হজ্জ গাইড তার নিজ দায়িত্বে পাসপোর্ট, ভিসা, বিমান টিকিট এর কাজ করেন। কিন্তু যখনই আপনি সৌদিআরবে যাবেন তখন এই হজ্জ গাইড আবার সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরশীল সৌদি মুআল্লিম এর উপর। আপনাদের বাস সার্ভিস, খাওয়া-দাওয়া, হোটেল, তাবু ইত্যাদি সৌদি মুআল্লিম এর ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। এক একজন সৌদি মুআল্লিম আবার ৫/১০ টি দল ম্যানেজ করেন। তাই অনেক সময় আপনার গাইড তার দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেন না সৌদি মুআল্লিমের কারনে। যেমন উদাহরন: সৌদি মুআল্লিম আপনাদের হজ্জ গাইডকে বলবেন, আপনার সকল হাজীদের প্রস্তুত হতে বলেন, মিনায় যাওয়ার বাস আসবে রাত ২টায়। এরপর দেখবেন ৫টা বেজে গেছে কিন্তু বাসের খবর নেই! আপনি দোষ দিবেন গাইডকে, কিন্তু গাইডের করার কিছু নেই। গাইড খুবজোর মুআল্লিমকে একটু তাগাদা দিতে পারেন, অনুরোধ করতে পারেন।
- আপনি যখন হজ্জ সফরের জন্য আপনার নিজ বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন তখন আপনাকে কিন্তু ৩টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ব্যাগে নিতে বলা হয়েছিল! ধৈর্য্য, ত্যাগ ও ক্ষমা! আপনার হজ্জকে সহজ করার জন্য এই ৩টি বিষয় প্রয়োগ করা খুব বেশি প্রয়োজন পড়বে। হজ্জের সফরে বিভিন্ন চরিত্র ও মেজাজের লোকের সাথে একসাথে থাকতে হয় তাই অনেক সময় অনেক কথা ও কাজে মতপার্থক্য হয়। তাই রাগারাগি বা কথা কাটাকাটি না করে ধৈর্য্যের সাথে বনিবনা করে পার করতে হবে।
- ৮ জিলহজ্জ বাসযোগে আপনার দল সহ মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন এবং আশা করা যায় ২-৩ ঘন্টার মধ্যেই তাবুতে পৌঁছে যাবেন। যানজটের কারণে মিনায় পৌঁছতে আপনাকে কিছুটা পথ হাঁটতেও হতে পারে। অনেকে পায়ে

হেঁটে প্যাডেস্ট্রিয়ান টানেলের (সুরঙ্গ পথ) রাস্তা দিয়ে মিনায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। যদি তাবু জামারাতের কাছাকাছি হয় ও সাথে পূর্বে হজ্জ করা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক থাকে তবে তার সাথে পায়ে হেঁটে যেতে পারেন। তবে পুরোটা পথ পায়ে হেঁটে না যাওয়াই উত্তম, কারণ এতে আপনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। রাস্তায় চলতে চলতে তালবিয়াহ পাঠ অব্যাহত রাখুন। সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্ঠা করুন। এই সময়ই কিন্তু অনেক লোক দলছাড়া হয়ে হারিয়ে যান। তাই সাবধান থাকুন।

- ✪ তাবু কার্ডের মাধ্যমে আপনার তাবুটি খুঁজে বের করুন। তাবুর ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও খাবার গ্রহণ করুন। তাবুর ভিতরে কুরআন তিলাওয়াত, তসবিহ তাহলিল, ইসতিগফার, দুআ, যিকরের মাধ্যমে সময়কে কাজে লাগান। তালবিয়াহ পাঠ অব্যাহত রাখুন। মিনায় অবস্থান করা সাদা-সিধে জীবন যাপনের প্রতীক। মিনায় আজকে রাত্রিযাপন করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত।
- ✪ এখন পরবর্তী পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত (যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর) মিনাতেই আদায় করবেন। হজ্জের সময় মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার ভিতরের ও বাইরের লোকদের নিয়ে কসর করে সকল স্বলাত পড়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি মুকিম ও মুসাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি অর্থাৎ মক্কার লোকদের চার রাকাত করে পড়তে বলেননি। এমন কসর করে স্বলাত পড়া সুন্নাত। সকল চার রাকাত বিশিষ্ঠ ফরয স্বলাত সমুহকে দুই রাকাআতে সংক্ষিপ্ত করে পড়বেন মানে কসর করে পড়বেন (মাগরিব ও ফজর ব্যাতীত)। কোন সুন্নাত স্বলাত আদায়ের প্রয়োজনীয়তা নেই কসর অবস্থায়। তবে এ স্বলাত গুলো কাজা করে অথবা দুই ওয়াক্ত স্বলাতকে একত্রে জমা করে পড়া যাবে না। শুধুমাত্র ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত এবং এশার পরে এক/তিন.. রাকাআত বিতর স্বলাত আদায় করবেন।
- ✪ তাবুর ভিতরে গ্রুপ জামাআত করা উত্তম অথবা একা একাও স্বলাত পড়তে পারেন। খাইফ মসজিদের কাছাকাছি তাবুর অবস্থান হলে মসজিদে গিয়ে জামাআতে স্বলাত আদায় করা সবচেয়ে উত্তম। মিনার খাইফ মসজিদ ঐতিহাসিক মসজিদ।
- ✪ ৯ জিলহজ্জ সূর্যোদয় পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। তারপর আরাফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। মিনায় অবস্থান করে স্বলাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলিল, দুআ ও যিক্র করা ছাড়া আর কোন বিশেষ কাজ নেই। তাই তাবুর মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অথবা গল্পগুজব ও ঘুরাঘুরি না করে মিনার এই মূল্যবান সময়গুলোকে কাজে লাগানো উত্তম।

মিনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

- মিনার সকল তাবুতে এয়ার কন্ডিশন (এসি) সুবিধা রয়েছে। একটি তাবুতে প্রায় ৩০-৫০ জন হজ্জযাত্রী থাকতে পারে। প্রত্যেকের জন্য এক কুনুই মাপের ছোট ম্যাট্রেসের বিছানা ও বালিশ দেওয়া থাকে।
- টয়লেট ও অযুর ব্যবস্থা খুবই কম সংখ্যক। অনেক সময় টয়লেটে যাওয়ার জন্য ২০-৪০ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর এখানে গোসল করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
- মোবাইল ফোন চার্জ করার জন্য ২/৩ পিনের মাল্টিপ্লাগ সঙ্গে নিন, তাবুর খুটিতে মোবাইল ফোন চার্জ করার ব্যবস্থা আছে। সবসময় সাথে ২০/৪০ রিয়ালের মোবাইল রিচার্জ কার্ড সঙ্গে রাখুন। বিপদে কাজে লাগতে পারে।
- হজ্জের আইডি কার্ড ও তাবু কার্ড সবসময় আপনার সাথে রাখবেন। তাবুর বাইরের রাস্তা দিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করুন এবং আশেপাশের জায়গার সঙ্গে পরিচিত হোন। তবে একা একা তাবু থেকে খুব বেশি দূরে যাবেন না।
- আপনার তাবু নাম্বার, রোডের নাম ও নং এবং জোন নং জেনে রাখুন। কারণ মিনায় হারিয়ে যাওয়া খুব সাধারন ব্যাপার। মিনার একটি ম্যাপ সংগ্রহ করে আপনার তাবুর লোকেশন চিনে রাখুন। বর্তমানে মিনায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মুযদালিফার একাংশ মিনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- আপনার মুআল্লিম প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মিনায় দুই/তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন। এছাড়া তাবুর বাইরে মেইন রোডের পাশে প্রচুর অস্থায়ী খাবারের দোকান পাওয়া যাবে। সেখান থেকে খাবার কিনে খেতে পারেন।
- তাবুর বাইরে কন্টেইনার জারে খাবার পানি পাওয়া যাবে। কিছু বোতলে করে খাবার পানি ধরে রাখুন। পানির সংকট দেখা দেয় অনেক সময়।
- হজ্জের সময় আপনি মিনায় ও আরাফায় আকাশে টহল হেলিকপ্টার দেখতে পাবেন। রাস্তায় অনেক গাড়ি থেকে পানি, জুস, লাবান ও শুকনো খাবার বিতরণ করা হয় হাজীদের আপ্যায়ন হিসাবে।
- হজ্জ পালনের স্থানসমূহের এলাকা অর্থাৎ মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা উচুঁ সাইনবোর্ড দ্বারা চিহ্নিত করা থাকে। যেমন মিনায়: Mina starts here, Mina ends here. আরাফায়: Arafah starts here, Arafah ends here.
- এখানেই ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ঈসমাইল (আলায়হিস সালাম) কে যবেহ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন ও শয়তান জামরাত এলাকায় তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্ঠা করেছিল।
- সূরা কাওছার মিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মিনা তাবু নং, রোডের নাম ও নং এবং জোন নং

মিনায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- তাবুতে স্বলাত আদায় করার পর অনেকে দলবদ্ধ হয়ে মিলাদ পড়েন, দলবদ্ধ উচ্চস্বরে যিক্‌র করেন এবং অন্যদের যিক্‌র-ইবাদতে বিরক্ত করেন।
- তাবুতে দলবদ্ধ হয়ে বসে অনেকে আলোচনা করেন; যাদের অনেকেরই ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই এবং তারা কোনো এক পীর/সূফি/তরীকার পক্ষ নিয়ে কথা বলেন।
- তাবুতে অনেকে স্বলাতের পরে অনির্ভরযোগ্য বই পড়েন যাতে অনেক জাল ও যয়ীফ হাদীস থাকে।
- অনেকে আবার তাবুর মধ্যে ২/৩টি গ্রুপ করেন। এক গ্রুপ হজ্জের বিষয়ে একভাবে ফাতাওয়া দেন; আরেক গ্রুপ আবার অন্যভাবে ফাতাওয়া প্রদান করেন। এতে সাধারণ মানুষ পড়ে যান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে।
- অনেকে আবার সময় কাটানোর জন্য অনর্থক গল্পগুজবে মেতে উঠেন, অনেকে ঘুমিয়ে সময় কাটান।
- অনেক পুরুষ আবার মহিলা তাবুতে গিয়ে তাদের পরিচিত মহিলাদের সাথে কথা বলেন, যা অন্য মহিলাদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

✖ অনেকে আবার তাবুর পানি জারের খাবার পানি দিয়ে অযু করে খাবার পানির সঙ্কট তৈরি করেন। অনেকে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলেন।

✖ সকল ডাস্টবিন আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে যায়, আর পরিচ্ছন্নতা কর্মীও পর্যাপ্ত নেই। সে কারণে এই স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

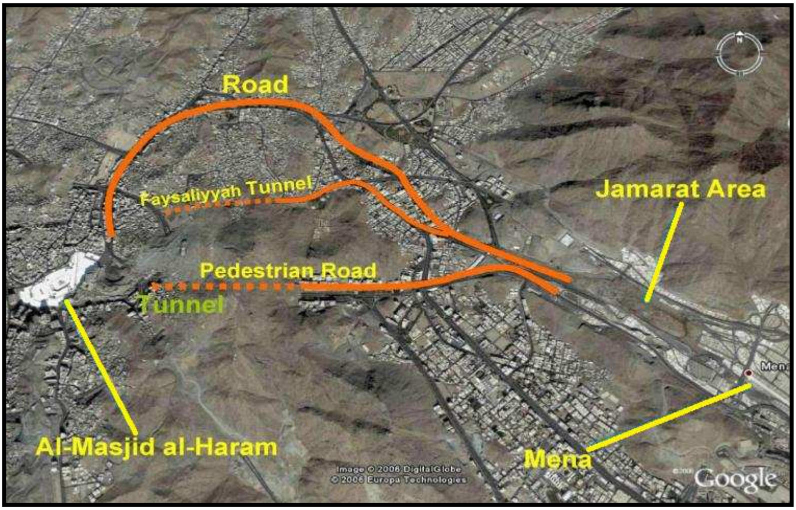

মক্কা থেকে মিনা রুট ম্যাপ

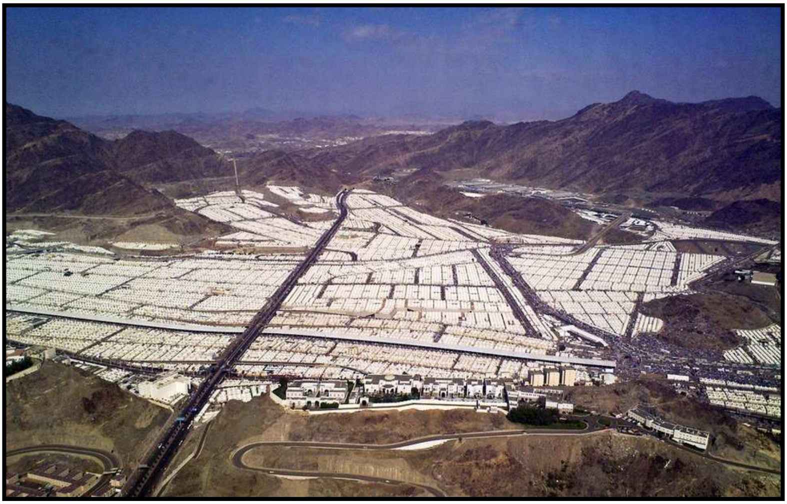

মিনা - তাবুর শহর

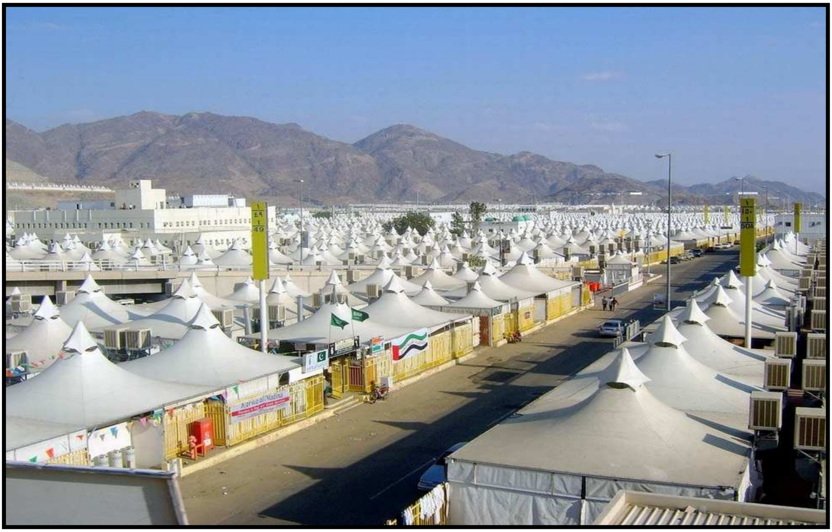

মিনা তাবু

মিনা তাবুর ভিতরের চিত্র

৯ জিলহজ্জ: আরাফাহ দিবস

- এই দিনের মূল কাজ হলো সূর্য্যদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় গমন করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ও দুআ, যিকির, ইসতেগফার করা। আরাফায় যোহর-আছর স্বলাত একসাথে পরপর কসর করে আদায় করা এবং সূর্যাস্তের পর আরাফা ত্যাগ করে মুযদালিফায় গমন করা।
- আরাফা ময়দান বিচার দিবসের হাশরের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হবে সুবিস্তৃত এক ময়দানে। এই দিবস সবচেয়ে বেশি আশির্বাদপ্রাপ্ত দিবস এবং এই দিবস আল্লাহ তাআলা তাঁর ক্ষমাশীলতা, রহমত ও দয়া উপস্থাপন করেন। আরাফার ময়দান হারাম এলাকার সীমানার বাইরে অবস্থিত। আরাফার চর্তুদিকে সীমানা-নির্ধারণমূলক উঁচু ফলক রয়েছে। ১০.৪ কি.মি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত আরাফা ময়দান। মসজিদুল হারাম থেকে প্রায় ২২ কি.মি দূরে অবস্থিত আরাফার ময়দান। এই আরাফার ময়দানেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষন দিয়েছিলেন। আদম (আলায়হিস সালাম) ও হাওয়া (আলায়হিস সালাম) পৃথিবীতে আসার পর প্রথম মিলিত হন এই আরাফার ময়দানে বলেও একটি কথা প্রচলিত আছে!
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক হাদীসে বলেছেন, "হজ্জের সব হলো আরাফায়"। মুসনাদে আহমদ-৪/৩৩৫
- আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আরাফা ব্যাতীত আর কোনো দিবস নাই যে দিন আল্লাহ তাঁর অধিক বান্দাহকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন এবং তিনি খুব সন্নিকটে চলে আসেন এবং ফেরেশতাদের সামনে তার বান্দাহদের নিয়ে গর্ব করে বলেন, 'তারা আমার কাছে কী চায়?"। মুসলিম-১৩৪৮
- শয়তান এই দিনে সকল মানুষের আল্লাহর প্রতি যিক্‌র, দুআ ও ইসতেগফার দেখে সবচেয়ে বেশি হীন ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। শয়তান ক্রোধান্বিত ও বেদনা বিধুর হয়ে যায়।
- ৯ জিলহজ্জ মিনায় ফজরের স্বলাত আদায়ের পর আরাফার উদ্দেশে দলবদ্ধ হয়ে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত। এসময় একাকি অথবা ছোট দল হয়ে পাঁয়ে হেঁটে আরাফায় যাওয়ার চিন্তা না করাই উত্তম। কারন আরাফা ময়দান অনেক বড় জায়গা ও এখানে মিনার মত তাবু নম্বর, জোন, রোড নম্বর লেখা ফলক তুলনামূলক কম আছে। অনেক সময় বাস ড্রাইভাররাই তাবু লোকেশন ঠিক মত বুঝতে পারেন না ও অনেক ঘুরাঘুরি করে তাবু খুঁজে বের করেন। তাই বাসে যাওয়া উত্তম। বাসে যেতে যেতে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন। সম্ভব হলে আরাফায় প্রবেশের পূর্বে বা পরে গোসল করে নেওয়া উত্তম।

- বর্তমানে হজ্জযাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারনে ৯ জিলহজ্জ মধ্যরাত থেকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া হয়। এটা নিশ্চয়ই সুন্নতের খেলাফ তবে যেহেতু সমস্যার কারনে এ কাজ করা এবং আপনি হজ্জ ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল তাই এই সুন্নাতটি ছুটে গেলে হজ্জের ক্ষতি হবে না ইনশা-আল্লাহ।
- আরাফার সীমানার ভিতর প্রবেশ করে মুস্তাহাব হলো নামিরা মসজিদে ইমামের খুতবা শোনা এবং যোহরের আযানের পর যোহরের আউয়াল ওয়াক্তেই যোহর-আসর স্বলাত ইমামের পিছনে জামাআতে আদায় করা।
- তবে যেহেতু সকল লোকের একত্রে মসজিদে নামিরায় একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় তাই আরাফার ময়দানের যে কোন স্থানে তাবুতে অবস্থান গ্রহন করা ও যোহরের ওয়াক্তেই যোহর-আসর স্বলাত তাবুতে জামাআত করে আদায় করা অথবা কেউ চাইলে একাকীও আদায় করতে পারেন।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; নিশ্চিতভাবে আরাফার সীমানার ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় হজ্জ হবে না। আরাফার ময়দানের চর্তুদিকে সীমানা-নির্ধারণমূলক উঁচু ফলক বা সাইনবোর্ড রয়েছে যা আপনাকে অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করবে। নামিরা মসজিদের সামনের দিকের কিছু অংশ আরাফার সীমানার বাইরে, তাই সেখানে অবস্থান গ্রহণ করা যাবে না। আবার আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী ‘উরানাহ’ উপত্যকা এলাকা আরাফার সীমানার বাইরে, তাই সেখানেও অবস্থান গ্রহণ করা যাবে না।
- এখানে স্বলাত আদায়ের নিয়ম হলো; যোহরের স্বলাতের আউয়াল ওয়াক্তেই এক আযান ও দুই ইকামাতে যথাক্রমে যোহর (২ রাকাআত ফরয) ও আসর (২ রাকাআত ফরয) কসর করে পরপর আদায় করা। এই দুই স্বলাতের আগে, মধ্যে ও পরে কোনো সুন্নাত পড়ার নিয়ম নেই। মুসলিম-১২১৮, বুখারী-১৬৬২
- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই মক্কার মুকিম ও মুসাফিরদের নিয়ে কসর করে পরপর স্বলাত আদায় করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে মুকিম ও মুসাফিরদের জন্য আলাদা কোন নিয়মের কথা উল্লেখ করেন নাই। নামিরা মসজিদের ইমামও এইভাবেই স্বলাত পড়ান। তাবুতে সকল লোকদের এই একইভাবে একাকী বা জামাআতে স্বলাত আদায় করা উচিত। যদি দিনটি শুক্রবার হয় তবে জুমআর স্বলাত পড়ার দরকার নেই তবে কসর স্বলাত আদায় করতে হবে।
- আরাফার দিবসের রোজা, পূর্বের এক বছরের ও পরের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। তবে এ রোজা হাজীদের জন্য নয়, বরং যারা হজ্জ করতে আসেননি তাদের জন্য। আপনার পরিবারবর্গকে বাড়িতে এই দিনে রোজা রাখতে বলুন। হাজীদের জন্য আরাফার দিনে রোজা রাখা মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার দিনে রোজা রাখেননি। তিনি সবার সন্মুখে দুধ পান করেছেন। মুসলিম-১১৬৩, মুসলিম-১১২৩

✪ আরাফার ময়দানে আপনি যে কোনো স্থানে দাঁড়াতে পারেন বা বসতে পারেন অথবা শুয়েও থাকতে পারেন। আরাফার ময়দানে এই অবস্থান করাকে বলা হয় উকুফে আরাফাহ। আরাফার দিনে জাবালে রহমত পাহাড়ে উঠার বিষয়ে বিশেষ কোন ফযিলত বা সাওয়াবের বর্ণনা হাদীসে কোথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্য জাবালে রহমত এর পাশ্ববর্তী কোন এক জায়গায় উকুফ করেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন, "আমি এখানে উকুফ করলাম, কিন্তু আরাফার পুরো এলাকা উকুফের স্থান।" আবু দাউদ, নাসাঈ

✪ সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে গেলে (পূর্বে উল্লেখিত যোহর-আছর স্বলাতের পর) অত্যন্ত বিনয়ী ও তাকওয়ার সাথে আল্লাহর কাছে দুআ শুরু করুন। এখন আল্লাহর কাছে দৃঢ়-প্রত্যয়ী হয়ে আপনার আবেদন জানানোর সময়। এই দুআর গুরুত্ব অপরিসীম, এর জন্যই আপনার আরাফায় আসা। কিবলার দিকে মুখ করে দুই হাত উচুঁ করে (বগল উন্মুক্ত করে) চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করুন, ক্ষমা চান, দয়া কামনা করুন, আপনার মনের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তাআলার কাছে ব্যক্ত করুন। আল্লাহর গুনবাচক নামসমূহ, দরূদ ইবরাহীম, তালবিয়াহ, তাকবীর, যিক্‌র, ইসতিগফার ও দুআ করতে থাকুন বেশি বেশি করে। যে কোন দুআ পাঠ করার সময় ৩ বার করে পাঠ করা উত্তম। প্রথমে নিজের জন্য ও পরে পরিবার-আত্মীয়স্বজনদের জন্য অতঃপর প্রতিবেশী-পরিচিতজনদের জন্য এবং শেষে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য দুআ করুন। দুআ করার সময় কোন সন্দেহ না করা, ইতস্তত না করা ও সীমালঙ্ঘন না করা। দুআ শেষে আমিন বলুন। তিরমিযী-৩৬০৩, মুসলিম-২১৩৭

✪ সব দুআ-যিক্‌র যে আরবীতে করতে হবে তার কোন নিয়ম নেই, যে ভাষা আপনি ভালো বোঝেন ও আপনার মনের ভাব প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দুআ করুন। তবে মনে রাখবেন; আওয়াজ করে, জোরে শব্দ করে বা দলবদ্ধ হয়ে কোন দুআ পাঠ করা সুন্নাত নিয়ম এর অর্ন্তভূক্ত নয়। এতে অন্যদের মনযোগ নষ্ট হয়। তবে কেউ দুআ পাঠ করলে তার পিছনে আমিন বলা জায়েয আছে। দুআ করবেন আবেগ ও মিনতির সাথে মনে মনে। দুআর সময় তাওহীদকে জাগ্রত করুন। আরাফায় দুআর সময় ওযু অবস্থায় থাকা উত্তম তবে কেউ ওযুবিহীন অবস্থায় থাকলেও সমস্যা নেই। এই বইয়ের শেষে কুরআন ও হাদীস থেকে বেশ কিছু দুআ সংযোজন করা হয়েছে যা আরাফার ময়দানে পড়তে পারেন। যে সব মহিলারা ঋতু অবস্থায় থাকবেন তারাও অন্যান্য

হাজীদের মত দুআ-যিকর করবেন - তারা শুধু স্বলাত আদায় করা, কুরআন স্পর্শ করা ও কাবা তাওয়াফ করা থেকে বিরত থাকবেন। সূরা আরাফ-২০৫

- আরাফার দিনে এই দুআ পড়া উত্তম :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

"লা ইলাহা ইল্লালাহু ওআহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু
ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শায়য়িন ক্বদির।"

"আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক
নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।
তিনি সর্ব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।" তিরমিযী-৩৫৮৫, আহমদ-৬৯৬১

- ৯ জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে অবস্থান করা **ফরয**। দুপুরের সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার পর থেকে আরাফাতে অবস্থানের প্রকৃত সময় শুরু হয়। আরাফার ময়দানে মধ্যপ্রহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা **ওয়াজিব**। আর সময় শেষ হয় আরাফার দিবাগত রাত্রির শেষে ১০ জিলহজ্জ এর সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। কারো পক্ষে হতে অন্য কাউকে আরাফায় পাঠানো যাবে না, প্রত্যেকে স্বশরীরে আরাফায় উপস্থিত হতে হবে।
- অনিবার্য কারণবশত যদি আরাফায় দিনের বেলায় পৌছা না যায় এবং ঐ দিন রাতের বেলায় পৌছায় তবে রাতের কিছু অংশ আরাফায় অবস্থান করে মুযদালিফায় গিয়ে রাতের বাকি অংশ যাপন করলে তার হজ্জ হয়ে যাবে। আবার কেউ যদি তার দেশ থেকে সরাসরি ৯ জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে চলে যায় তাহলেও তার হজ্জ হয়ে যাবে। বুখারী-১৬৫০, মুসলিম-১২১১
- আরাফার ময়দানে সূর্যাস্তের পর লাল-হলুদ আভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত ধীরস্থীর অবস্থান করতে হবে এবং মাগরিবের আযানের পর স্বলাত আদায় না করেই মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। মাগরিব স্বলাত আদায় করবেন মুযদালিফায় গিয়ে। কারন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটাই করেছেন। অনেকে সূর্যাস্ত হওয়ার আগেই রাস্তার জানজট কাটানোর জন্য আগেই বাসে উঠে রওনা হয়ে যান আর আরাফার ময়দান পার হতে হতে সূর্যাস্ত করেন। বুদ্ধিটি নিঃসন্দেহে ভাল! কিন্ত ইবাদতের বিষয়ে শর্টকার্ট, চটজলদি বা চালাকি বেশি খাটানো উচিত হবে না।

৯ আরাফা সম্পর্কিত কিছু তথ্য ৯

- ✪ আরাফার তাবুগুলোতে এসি সুবিধা নেই। তবে মিনার তাবুগুলো থেকে আরফার তাবু আকারে বড় হয়। এখানে ম্যাট্রেস সাধারনত থাকে না, তবে মেঝেতে কার্পেট থাকে। আরাফার কিছু জায়গায় তাবুর চারদিকে অনেক নিম গাছ রয়েছে, এই গাছগুলো ভালো শীতল ছায়া দেয়। একটি প্রচলিত কথা যে; নিম গাছগুলো নাকি বাংলাদেশ থেকে উপহার স্বরুপ দেওয়া হয়েছিল!
- ✪ মিনার মতো এখানেও টয়লেট ও অযুর ব্যবস্থা খুবই সামান্য। এখানে মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।
- ✪ আপনার আইডি কার্ড ও তাবু কার্ড সবসময় সঙ্গে রাখবেন। আরাফার দিনে তাবুর ভিতরে বাইরে অযথা ঘোরাফেরা না করে যিক্‌র ও দুআ করে সময় কাজে লাগান। একা একা তাবু থেকে দূরে কোথাও যাবেন না।
- ✪ আপনার মুআল্লিম প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আরাফায় আপনাকে একবেলা বা দুইবেলা খাবার খেতে দিতে পারেন। এছাড়া তাবুর বাইরে রোডের পাশে প্রচুর অস্থায়ী খাবারের দোকান পাওয়া যাবে। কোথাও দেখবেন ট্রাক থেকে বিনামূল্যে খাবার/পানি বিতরণ করা হচ্ছে। আপনি ইচ্ছে করলে এই খাবার নিতে পারেন। তবে ধাক্কাধাক্কি করে এসব খাবার আনতে না যাওয়াই উত্তম কারন এতে আপনি আহত হতে পারেন।
- ✪ মিনা থেকে আরাফা ও মুযদালিফায় যাওয়ার জন্য শাটল ট্রেনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়। তবে সমস্যা হলো অনেকে টিকিট না নিয়েই ট্রেনে উঠে পড়েন। রেলওয়ের প্লাটফরম সবসময়ই হজ্জযাত্রীদের ভিড়ে জনাকীর্ণ থাকে। ভিড় সামলানোর জন্য ব্যবস্থাপনা ও টিকিট চেক করা খুবই কঠিন কাজ এখানে। অনেকে আহত হন এখানে।

৯ আরাফায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত ৯

- ✖ আরাফার সীমানার বাইরে অথবা মসজিদে নামিরার সেই অংশে বসা, যা আরাফার সীমার বাইরে অবস্থিত। এছাড়া তাড়াতাড়ি সূর্যাস্তের পূর্বে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।
- ✖ সূর্যাস্তের আগেই আরাফা ত্যাগ করা, যারা এই কাজ করবে তাদের অবশ্যই আবার সূর্যাস্তের আগেই আরাফায় ফিরে আসতে হবে অথবা কাফফারা সরুপ একটি পশু যবেহ করতে হবে।

- ✖ আরাফায় জাবালে আরাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহনের জন্য ধাক্কাধাক্কি করা এবং সেখানে পাহাড়ের গায়ে হাত ঘষা ও সিজদা দিয়ে দুআ করা।
- ✖ দুআ করার সময় জাবালে আরাফা পাহাড়ের দিকে মুখ করে হাত উঠিয়ে দুআ করা।
- ✖ জাবালে আরাফা পাহাড়ের উপরস্থ ডোমে স্পর্শ করা, যা আদমের ডোম নামে পরিচিত এবং এখানে স্বলাত পড়া ও ডোম তাওয়াফ করা।
- ✖ মসজিদে নামিরাতে খুতবা শেষ করার আগেই যোহর ও আসরের আযান দেয়া এবং স্বলাত পড়া।
- ✖ যোহরের স্বলাতের পর ওয়াজ, দোয়া ও মিলাদ করে দীর্ঘ সময় পর আসরের স্বলাত পড়া।
- ✖ অনেকের ধারণা জুমুআর দিনে আরাফায় দাঁড়ানো ৭২টি হজ্জযাত্রার সমান; যার কোন দলীল নেই।
- ✖ আরাফায় সন্ধ্যায় আরাফা পাহাড়ের উপর আগুন অথবা মোমবাতি জ্বালানো।
- ✖ অনেকে দলবদ্ধ হয়ে মিলাদ পড়েন, বিনামূল্যের খাবার অনুসন্ধান করেন এবং ঈদের দিনের মতো কোলাকুলি মুসাফাহ করেন।

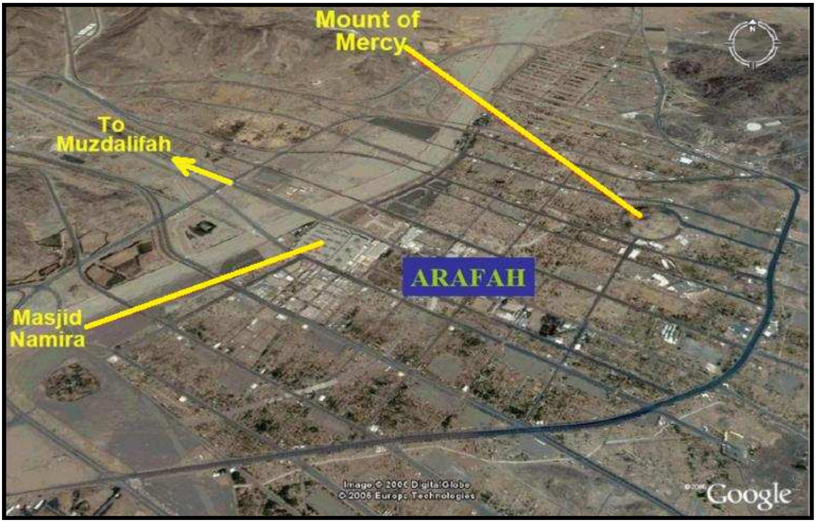

আরাফা - মানচিত্র

জাবালে আরাফা পাহাড় থেকে আরাফা ময়দান

আরাফা ময়দানের তাবু

১০ জিলহজ্জ: মুযদালিফার রাত

- এই রাতের মূল কাজ হলো মুযদালিফায় গমন করে মাগরিব ও এশার স্বলাত একসাথে পরপর কসর করে আদায় করা ও মুযদালিফায় ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করা এবং ফজরের স্বলাতের পর মিনা তথা জামরাতুল আকাবাহ'য় কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে গমণ করা।
- মুযদালিফায় অবস্থান সাদামাটা জীবন যাপন, গৃহহীনতা ও অভাবের প্রতীক। মুযদালিফা এলাকা হারামের সীমার ভিতরে অবস্থিত। আরাফার সীমানা শেষ হলেই মুযদালিফা শুরু হয় না। আরাফা থেকে ৬ কি.মি. অতিক্রম করার পর আসে মুযদালিফা। মুযদালিফার পর কিছু অংশ ওয়াদি আল-মুহাসসির উপত্যকা এলাকা তারপর মিনা সীমানা শুরু। বর্তমানে মিনায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মুযদালিফার একাংশ মিনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, "তোমরা যখন আরাফার ময়দান থেকে ফিরে আসবে তখন মাশআরুল হারামের (মুযদালিফায়) কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করবে, যেমনি করে আল্লাহ তোমাদের পথ বলে দিয়েছেন, তেমনি করে তাঁকে স্মরন করবে, নিশ্চয়ই তোমরা পথভ্রষ্টদের দলে শামিল ছিলে।" সূরা-আল বাকারা, ২:১৯৮
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযদালিফায় অবস্থানের ফযীলত সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এই দিনে তোমাদের উপর অনুকম্পা করেছেন, অতঃপর তিনি গুনাহগারদেরকে সৎকাজকারীদের কাছে সোপার্দ করেছেন। আর সৎকাজকারীরা যা চেয়েছে তা তিনি দিয়েছেন।" ইবনু মাযাহ-৩০২৩
- আরাফার ময়দানে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের স্বলাত না পড়েই মুযদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফা ত্যাগ করুন। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা ত্যাগ করবেন না, করলেই দম দিতে হবে। ধীরে-সুস্থে শান্ত ভাবে যাত্রা শুরু করুন, বাসে আগে উঠার জন্য ধাক্কাধাক্কি করবেন না। রাস্তায় যেতে যেতে তালবিয়াহ পাঠ অব্যাহত রাখুন। আরাফা থেকে সকল বাস প্রায় একই সময়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। তাই রাস্তায় প্রচুর যানজটের সৃষ্টি হয়। তাই মুযদালিফায় বাসে যাওয়ার চেয়ে ছোট গ্রুপ করে পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো, কারণ এতে আপনি খুব দ্রুতই মুযদালিফায় পৌঁছাতে পারবেন। সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্ঠা করুন। এখানে দলছাড়া ও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। মুযদালিফায় পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য আলাদা একমুখী রাস্তা আছে, এই রাস্তায় কোন গাড়ি চলাচল করে না। তবে রাস্তা চেনা না থাকলে ও হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে বাসে যাওয়াই উত্তম।

- মুযদালিফা সীমানার ভিতরে প্রবেশের পর বাস কোন একটি সুবিধাজনক ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াবে। মুযদালিফায় যখনই পৌছাবেন তখন প্রথম কাজ হলো মাগরিব ও এশার স্বলাত কসর করে পরপর আদায় করা। যদি একত্রে জামাত করে পড়েন তবে প্রথমে একবার আযান ও তারপর এক ইকামাতের পর মাগরিবের তিন রাকাআত ফরয স্বলাত এবং তার পরপরই ইকামাত দিয়ে এশার দুই রাকাআত ফরয স্বলাত আদায় করবেন। এই দুই স্বলাতের মাঝখানে অন্য কোনো স্বলাত বা তাসবিহ পড়বেন না, শুধু এশার ফরয স্বলাতের পর বিতর স্বলাত পড়বেন। মুসলিম-২২৫৬, বুখারী-১৫৬০
- মুযদালিফায় পৌছার পর যদি এশার স্বলাতের ওয়াক্ত না হয় তবে অপেক্ষা করতে হবে। আবার আপনি যদি প্রচণ্ড যানজটের কারণে মধ্যরাতের আগে মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারেন, তাহলে পথিমধ্যে কোথাও যাত্রাবিরতি করে মাগরিব ও এশার স্বলাত পড়ে নিবেন।
- স্বলাত আদায়ের পর আর কোন কাজ নেই। এবার আপনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযদালিফায় সুবহে সাদিক পর্যন্ত শুয়ে ঘুমিয়ে আরাম করেছেন। যেহেতু ১০ জিলহজ্জ হাজীদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাই রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযদালিফার রাতে বিশ্রাম করেছেন। মুসলিম
- ঘুমানোর পূর্বে বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপের জন্য ৭টি কংকর সংগ্রহ করে নিতে পারেন। আবার চাইলে ঘুম থেকে উঠে সকালেও কংকর কুড়িয়ে নিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্য মুযদালিফা থেকে মিনার মধ্যে কোন এক জায়গা থেকে নিয়েছেন তা স্পষ্ট। তাই মুযদালিফা থেকে কংকর নেওয়ায় কোন সমস্যা নেই তবে তা জরুরী মনে না করা ও মুযদালিফার কংকরের বিশেষ গুন আছে এমন ধারনা পোষন না করা। পরবর্তীতে মিনা থেকে বা হারামের সীমানার ভিতরে যে কোন স্থান থেকে কংকর সংগ্রহ করতে পারেন।
- আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে জামরায় পরবর্তী ৩দিন কংকর নিক্ষেপের জন্য (২১×৩=৬৩) কংকর সংগ্রহ করতে পারেন। সব কংকরই এখান থেকে নেওয়া কোন বিধান মনে না করা, কারণ মিনা থেকেও কংকর সংগ্রহের সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়। তবে মিনার চেয়ে মুযদালিফায় কংকর সহজলভ্য বেশি। মিনার কিছু জায়গায় অবশ্য কংকর খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টকর।
- কংকর নিক্ষেপের জন্য সংগৃহিত পাথরের আকার চানা বুটের দানা বা শিমের বিচির মতো হবে। বেশি বড় আকারের কংকর নেওয়া মাকরূহ। কংকর মোছার বা ধোয়ার কোন নিয়ম হাদীসে কোথাও নেই। কিছু অতিরিক্ত কংকর

নিবেন কারন অনেক সময় কংকর হাত থেকে পড়ে হারিয়ে যায়। কংকরগুলো একটি ছোট ব্যাগ অথবা প্লাস্টিকের বোতলে সংরক্ষণ করে রাখুন। আবার আপনি যদি মুযদালিফা বা মিনা থেকে কংকর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন তাহলে অন্য কারো কাছ থেকেও কংকর নিতে পারেন। এতে কোন সমস্যা নেই। এভাবে সবাই এতো কংকর এখান থেকে নিলে একদিন মুযদালিফার সব কংকর হয়তো শেষ হয়ে যেতে পারে বলে আপনার মনে যদি ধারনা জাগে তবে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই, ইনশা-আল্লাহ এমনটি হবে না কখনো!

- ✪ মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম ওয়াদী মুহাসসির। এটা মুযদালিফার অংশ নয়। তাই এখানে অবস্থান করা যাবে না। এই মুহাসসির এলাকায় আবরাহা রাজার হাতির বাহিনীকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি কংকর নিক্ষেপ করে নাস্তানাবুদ করেছিল। ইতিপূর্বে এই কথাটি বলা হয়েছিল যে, বর্তমানে মুযদালিফার একাংশ মিনা হিসাবে ব্যবহার করা হয় হজ্জযাত্রী সংকুলান না হওয়ার কারনে। তাই ঐ জায়গাটুকু মিনা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও যেহেতু মৌলিক অর্থে মিনায় পরিনত হয়নি, তাই ঐ অংশে তাবুতে রাত্রিযাপন করলে মুযদালিফার রাত্রিযাপন হয়ে যাবে। মুহাসসিরেও এখন অবশ্য তাবু বিছিয়ে মিনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- ✪ মুযদালিফার সীমানার ভিতর এই রাত্রি যাপন করা **ওয়াজিব**।
- ✪ বৃদ্ধ ও দূর্বল পুরুষ-নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ ওজর বা কারন সাপেক্ষে মধ্যরাতের চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর মুযদালিফা ত্যাগ করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারেন। অসুস্থ্য ও দূর্বলদের সাহায্যার্থে তাদের সাথে অভিভাবকরাও যেতে পারবেন। ওজর ছাড়া মুযদালিফা ত্যাগ করে মিনায় যাওয়া ঠিক হবে না। চলে গেলে দম দিতে হবে। বুখারী-১৫৬৪
- ✪ মুযদালিফায় সুবহে সাদিকে ঘুম থেকে উঠে একটু আগেভাগে আউয়াল ওয়াক্তেই ফজরের স্বলাত আদায় করে নিবেন। ফজরের সময় দুই রাকাত সুন্নাত ও দুই রাকাত ফরয স্বলাত আদায় করবেন। এবার মুযদালিফায় উকুফ করবেন, দুআ-যিক্‌র করবেন ঠিক যেমন আল্লাহ করতে বলেছেন সূরা-আল বাকারা, ২:১৯৮ এবং সূরা-আল আরাফ, ৭:২০৫ আয়াতে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযদালিফায় 'কুযাহ' পাহাড়ের পাদদেশে উকুফ করেছেন। এই স্থানটি বর্তমানে আল মাশার-আল হারাম মসজিদের সন্মুখ ভাগে অবস্থিত। এই মসজিদটি মুযদালিফার ৫নং রোডের পাশে অবস্থিত, এবং ১২ হাজার মুসল্লী ধারন ক্ষমতা রাখে। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমি এখানে উকুফ করলাম তবে মুযদালিফার পুরোটাই উকুফের স্থান।" মুসলিম-২/৮৯৩, নাসাঈ

✪ এবার কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দুই হাত উঠিয়ে দুআ-যিক্‌র, তাসবিহ করতে থাকুন, আল্লাহর প্রশংসা করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

"আলহামদুলিল্লাহ" - "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।

✪ তাকবীরের মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করুন:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহু আকবার" - "আল্লাহ মহান"।

✪ কালেমা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করুন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই"।

✪ এই দুআ-যিক্‌রগুলো বারবার পাঠ করতে থাকুন এবং যতক্ষণ না পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়া দৃশ্যমান হয় ততক্ষণ এই দুআগুলো পাঠ করতে থাকুন, আপনার পছন্দ মতো অন্য দুআও পাঠ করতে পারেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। আবু দাউদ

মুযদালিফা সম্পর্কিত কিছু তথ্য

✪ হজ্জের অন্যতম কঠিন ও কষ্টকর কাজ শুরু হয় এখান থেকে। সূর্যাস্তের পর আরাফাহ থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ে। কিন্তু রাস্তায় ভারী যানজটের কারণে বাস তেমন একটা এগুতে পারে না। অনেক সময় যানজটের কারণে বাসের সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়, এতে পরিবহন সঙ্কটে যাত্রীরা বাসের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত ও অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। আপনার এজেন্সিকে পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থা রাখার জন্য সতর্ক করে দেবেন যাতে সব যাত্রী বাসে আসন পায়, কাউকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।

✪ ভারী যানজটের কারণে অনেকে বাস ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন, কারণ তাদের ধারণা এভাবে যানজটে বসে থাকলে মুযদালিফায় পৌঁছতে পারবেন না বা মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করতে পারবেন না। আপনিও যদি এই অবস্থায় পড়েন তবে বাস ছাড়বেন কি ছাড়বেন না এই সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। কারন যদি বাস একবার ছেড়ে দেন তাহলে পায়ে হেঁটেই আপনাকে মিনা

অথবা পরবর্তীতে জামরায় পৌঁছতে হতে পারে। এক্ষেত্রে দলনেতা অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন।

- ✪ আরাফা থেকে মুযদালিফার দূরত্ব ৬/৭ কি:মি: হলেও কিছু গাড়ি ফজরের আগে মুযদালিফা পৌঁছাতে পারে না। কিছু লোক মুযদালিফা এসে গেছে ধারনা করে অন্যদের দেখাদেখি মাঝপথে মাগরিব-এশা পড়ে রাত্রি যাপন করে। অবশেষে ফজর বাদ মুযদালিফার সীমানায় এসে সাইনবোর্ড দেখে তাদের ভুল বুঝতে পেরে আক্ষেপ করে। এভাবে হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় অনেক হাজীর।
- ✪ মুযদালিফায় কোনো তাবু নেই। আপনার বাস এখানে পৌঁছার পর পার্কিং এলাকায় পার্ক করবে অথবা রাস্তার পাশে রেখে দেবে। আপনি চাইলে বাসের মধ্যে অথবা বাইরে খোলা আকাশের নিচে একটু সমতল ভূমিতে ম্যাট বিছিয়ে শুয়ে ঘুমাতে পারেন। আপনি দেখবেন অনেকে রাস্তার পাশে, কেউ পাহাড়ের ঢালে ঘুমিয়ে আছে। এখানে টয়লেটের সংখ্যা খুবই কম তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
- ✪ আপনি এখানে রাতের বেলায় খাবার ও পানি কেনার জন্য দোকান পাবেন না। এ কারণে কিছু খাবার ও পানীয় মজুদ রাখলে ভালো হয়। ফজরের স্বলাত আদায় করার জন্য প্রয়োজনে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নেবেন।

মুযদালিফায় প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ মুযদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফা ত্যাগ করার সময় তাড়াহুড়া করা।
- ✖ মুযদালিফায় রাত কাটানোর জন্য গোসল করা।
- ✖ মুযদালিফাকে পবিত্র এলাকা গণ্য করে পায়ে হেঁটে এলাকায় প্রবেশ করা।
- ✖ মুযদালিফায় পৌঁছার পর এই দুআ করা সুন্নাত মনে করা, (হে আল্লাহ এই মুযদালিফা, এখানে একত্রে অনেক ভাষা এসেছে.. ।)
- ✖ দুই স্বলাতের মাঝে মাগরিবের সুন্নাত স্বলাত পড়া ও এশার পর সুন্নাত পড়া।
- ✖ মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার স্বলাত পড়ার আগে কংকর নিক্ষেপের কংকর সংগ্রহ করা।
- ✖ কংকর শুধু মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করতে হবে এই ধারণা পোষণ করা।
- ✖ মুযদালিফায় জাগ্রত অবস্থায় রাত কাটানো।
- ✖ পুরো রাত যাপন করা ছাড়াই কিছুক্ষণ অবস্থান করে মুযদালিফায় থেকে বের হয়ে যাওয়া।

✖ 'আল মাশার আল হারাম' পৌঁছার পর এই দুআ পাঠ করা নিয়ম মনে করা, (হে আল্লাহ আমি এই রাতের মাধ্যমে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি.. ।)

✖ মুযদালিফা থেকে কংকর নিক্ষেপের জন্য ৭টি কংকর নেয়া এবং বাকি সব কংকর মুহাসসিরের তীর থেকে নেয়া রীতি মনে করা।

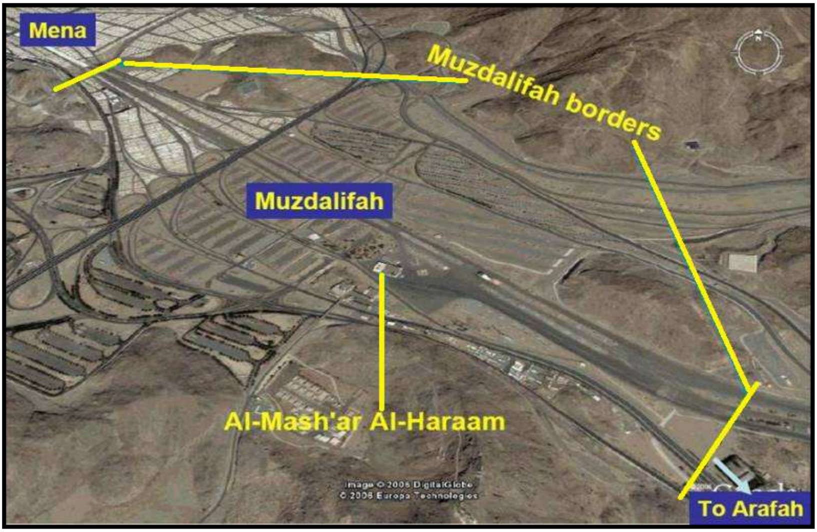

মুযদালিফা ময়দান - মানচিত্র

মুযদালিফায় রাতের দৃশ্য

১০ জিলহজ্জ: বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা

- ১০ই জিলহজ্জের দিনটি হজ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনটিকে হজ্জের বড় দিন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই দিনে ৫টি কাজ সম্পাদন করতে হবে; প্রথমত বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা বা রামি করা, দ্বিতীয়ত হাদী বা পশু জবেহ করা, তৃতীয়ত কসর/হলক্ব করা, চতুর্থত তাওয়াফুল ইফাযাহ করা ও পঞ্চম কাজ সাঈ করা। আবু দাউদ-১৯৪৫
- জামরাত এলাকা দিয়ে ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ঈসমাইল (আলায়হিস সালাম) কে যবেহ করতে নিয়ে যাচ্ছিলেন ও শয়তান তাঁকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল এবং তিনি শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। জামরাতে শয়তান বাঁধা আছে বলে যে কেউ কেউ ধারণা করে তা মোটেই ঠিক নয়। আবার অনেকে জামরাতকে বড় শয়তান, ছোট শয়তান নামে ডাকে যা সঠিক নয়। জামারাত এলাকা মিনার সীমানার মধ্যে পড়ে। কংকর নিক্ষেপ বা রামি করা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা মারওয়া সাঈ ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ আল্লাহর যিক্‌র কায়েমের উদ্দেশ্যে।" হাদীসে আরও এসেছে "আর তোমার কংকর নিক্ষেপ, সে তো তোমার জন্য সঞ্চিত করে রাখা হয়।" আবু দাউদ-১৬১২, মুসলিম-১৩৪৮
- সূর্যোদয়ের আগেই তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় মিনার উদ্দেশ্যে মুযদালিফা ত্যাগ করুন। এসময়ও রাস্তায় প্রচুর গাড়ির ভীড় হয়। অনেক সময় রাস্তায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার কারনে বাস আর মিনায় ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাই এখান থেকে ১০-১৫কি:মি: হাঁটার মন-মানসিকতা রাখুন। আসলে এখান থেকে মিনা হয়ে জামরাতে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। তবে সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকুন, কারন এখানে অনেক লোক হারিয়ে দলছাড়া হয়ে যায়। যখন মুহাসসির উপত্যকা পার হবেন তখন একটু তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করুন তবে শান্ত ও সুস্থিরভাবে চলুন-কারন রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটাই করেছেন। আর আপনি যদি বাসে থাকেন, তবে বাস তার নিজস্ব গতিতেই যাবে। জামরাত যাওয়ার পথে যদি আপনার মিনার তাবু পরে যায় তবে তাবুতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ও কিছু খাওয়া দাওয়া করে তারপর জামরাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তালবিয়াহ বেশি বেশি করে পাঠ করা অব্যাহত রাখুন, কারন তালবিয়াহ পাঠ এর সময় শেষ হয়ে আসছে। এসময় দলনেতা একটি পতাকা নিয়ে সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে উত্তম হয়। আবু দাউদ, দারেমী
- রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য উঠার ১-২ ঘন্টার মধ্যে কংকর মেরেছিলেন। সে হিসাবে সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। অবশ্য সূর্য

উঠা থেকে শুরু করে ১১ জিলহজ্জ সুবহে সাদিক পর্যন্ত কংকর মারা যায়েয। বর্তমানে যেহেতু ৩০ লক্ষাধিক হাজীর সুন্নাত সময়ের মধ্যে কংকর মারা দু:সাধ্য ও অনেকের পক্ষে কষ্টকর তাই একটু দেরী করে ও খবর নিয়ে কম ভিড়ের সময়ে কংকর নিক্ষেপ করতে যাওয়া উত্তম। নাসাঈ-৩০১৩

- নারী, বালক, অসুস্থ্য ও বৃদ্ধরা যারা মুযদালিফা থেকে মধ্যরাতে মিনায় চলে এসেছেন তারা ১০ তারিখ সূর্য উঠার আগেই কংকর নিক্ষেপ করতে পারেন। তবে এ সময়ে রাস্তায় বিপরীতমুখী প্রচন্ড ভীড় থাকার কারনে তাদের আবার জামরাত থেকে মিনায় ফিরে আসা কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়। সাধারনত দেখা যায় বিকেল বেলায় বা রাতে জামরাত ফাঁকা থাকে। এ সময়ে নারী, বালক, অসুস্থ্য ও বৃদ্ধদের কংকর নিক্ষেপ করা সহজ হয়। মুসলিম-১২৯০
- অসুস্থ্য ও বৃদ্ধ নারী-পুরুষ, শিশু-বালকদের পক্ষ থেকে অন্য যে কেউ তার প্রতিনিধি হিসাবে রামি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে প্রতিনিধি ব্যক্তি সেই বছর হজ্জ আদায়কারী হতে হবে এবং প্রথমে তার নিজের কংকর নিক্ষেপ করবেন ও তারপর অন্যের কংকর নিক্ষেপ করবেন। আজকাল অনেককে দেখা যায়; বিশেষ করে নারীরা ক্ষীণ শারিরীক দুর্বলতা ও অসুস্থতার অযুহাতে রামি করতে না গিয়ে অন্যকে নিযুক্ত করেন ও তাবুতে ঘুমিয়ে সময় পার করেন। এমনটি করা অনুচিত। নিজের কংকর নিজে মারা উত্তম। একেবারে চলতে অপারগ বা ওখানে গেলে পরে আরও অসুস্থ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা জামরাতে প্রচন্ড লোকের ভীড়-এমন গুরুতর ওজর ছাড়া সকলেরই জামরাতে যাওয়া উচিত।
- এবার পায়ে হেঁটে জামরাত এলাকায় যান। হাঁটতে হাঁটতে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকুন। বর্তমানে কংকর নিক্ষেপের সুবিধা উন্নত করা হয়েছে। এখন আপনি এখানে নিচতলা/দ্বিতীয় তলা/তৃতীয় তলা/চতুর্থ তলা থেকেও কংকর নিক্ষেপ করতে পারবেন।
- জামরাতের যে কোন এক ফ্লোরে লিফট অথবা এস্কেলেটরে উঠে এরপর পায়ে হেঁটে বড় জামরাহর কাছে আসুন। আপনি যেহেতু মিনার খাইফ মসজিদের দিক থেকে জামরাতে ঢুকেছেন সেহেতু পথে আপনি প্রথমে ছোট জামরাহ (জামরাতুল সুগরা) ও তারপর মধ্যম জামরাহ (জামরাতুল উস্তা) অতিক্রম করবেন এবং অতঃপর সবশেষে পৌঁছাবেন বড় জামরাহর (জামরাতুল আকাবাহ) কাছে। সোজাসুজি বড় জামরাহর দিকে কংকর মারতে না গিয়ে চারদিকে খানিকটা ঘোরা ফেরা করে ভিড় কম এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করুন। বড় জামরার কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দেবেন। তালবিয়াহ পাঠ এখানেই শেষ।

- ✪ যদি সম্ভব হয় জামরাকে সামনে রেখে কাবাকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে অথবা যে কোন ভাবে সুবিধামত দাঁড়িয়ে ডান হাত উচু করে আলাদা আলাদাভাবে ৭টি কংকর একে একে নিক্ষেপ করুন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের শুরুতে বলুন:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহু আকবার"

"আল্লাহ মহান"।

- ✪ জামরার হাউজ বা বেসিনে বুক লাগিয়ে অথবা ২-৩ মিটার দূরত্ব থেকে জামরায় রামি করুন। কংকরগুলো যেন জামরার দেয়ালে আঘাত করে অথবা জামরার বেসিনের মধ্যে পড়ে সেটা নিশ্চিত করুন। যদি কোন কংকর বেসিনের মধ্যে না পড়ে তবে তার পরিবর্তে আবার একটি কংকর নিক্ষেপ করুন। সে কারণে সঙ্গে অতিরিক্ত কংকর নিয়ে নেবেন। কংকর যদি জামরার দেয়ালে লেগে বা বেসিনের মধ্য থেকে ছিটকে বাইরে পরে যায় তাতে সমস্যা নেই। কংকর আংগুল দিয়ে যে কোনভাবে ধরে নিক্ষেপ করা যাবে। এজন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। নিজের কংকর নিক্ষেপ হয়ে গেলে ঠিক একই নিয়মে অন্যের কংকর নিক্ষেপ করতে পারেন।
- ✪ বড় জামরাহে কংকর নিক্ষেপ করা **ওয়াজিব**।
- ✪ কংকর নিক্ষেপ শেষে তাকবীরে তাশরিক পড়া শুরু করুন এবং ১৩ জিলহজ্জ আসরের স্বলাত পর্যন্ত চলবে এই তাকবীর। প্রতি ফরয স্বলাতের পর উচ্চস্বরে এই তাকবীর পড়ুন।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ"।

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।

- ✪ রামি করা শেষে এখানে দাঁড়িয়ে দুআ করার কোন নিয়ম হাদীসে পাওয়া যায় না। জামরাহ থেকে বের হয়ে এস্কেলেটর বা লিফট দিয়ে মক্কার দিকে নেমে পড়ুন। এবার হাদী বা পশু জবাই এর জন্য মুআইসম চলে যাবেন। আর যদি ব্যাংকে টাকা দিয়ে থাকেন, তবে আর অপনার করনীয় কিছু নেই।

৯ জামরাত সম্পর্কিত কিছু তথ্য ৬

- ইতিপূর্বে কয়েক বছর আগেও জামরাতে অনেক লোক পদদলিত হয়ে মারা যেত। সে কারণে অনেকে জামরাতে যেতে ভয় করত। কিন্তু বর্তমানে কংকর নিক্ষেপের নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জামরাতে কংকর নিক্ষেপের সকল রাস্তা একমুখি। আপনি যদি মিনা থেকে জামরাতে আসেন তাহলে আপনি ভিতরে প্রবেশের জন্য বেশ কয়েকটি গেট পাবেন। এস্কেলেটরে করে আপনি সহজে উপরে আরোহন করতে পারবেন। কংকর নিক্ষেপের পর আপনাকে জামরাতের অন্য দিকে নামিয়ে দেয়া হবে, অর্থাৎ মক্কার দিকে।
- জামরাতে অনেক নিরাপত্তাকর্মী ও হজ্জযাত্রী ব্যবস্থাপনার লোক দেখতে পাবেন। বড় ব্যাগ মাথায় বা কাঁধে নিয়ে জামরাতে যাবেন না, তাহলে নিরাপত্তাকর্মীরা আপনাকে আটকিয়ে দেবে এবং আপনাকে ভেতরে নাও যেতে দিতে পারে। তবে ছোট হাত ব্যাগ বা কাঁধ ব্যাগ থাকলে সমস্যা নাই।
- জামরাত বিল্ডিংয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পথে আপনি বিশাল আকারের অনেকগুলো এয়ারকুলার ফ্যান দেখতে পাবেন, হজ্জযাত্রীদের শীতল বাতাস প্রদানের জন্য এখানে ফ্যানের ব্যবস্থা করা আছে। জামরাতের চারপাশে অনেক কংকর ও প্লাস্টিকের বোতল পড়ে থাকতে দেখবেন। অনেক লোকই এখানে এসে হারিয়ে যান, তাই আপনি সবসময় আপনার দলের সঙ্গেই থাকুন। দলনেতার হাতে ছোট পতাকা থাকলে ভাল হয়।
- একটি বিষয় মনে রাখবেন, প্রতিদিন কংকর নিক্ষেপের জন্য আপনাকে মিনা থেকে হেঁটে জামরাতে আসতে হবে, আবার হেঁটেই জামরাত থেকে মিনার তাবুতে ফিরে যেতে হবে। তাই হাঁটার প্রস্তুতি রাখুন। তবে আপনি দেখবেন যাদের শাটল ট্রেনের টিকিট কাটা আছে তারা মিনা থেকে ট্রেনে জামরাতের একেবারে কাছে এসে কংকর নিক্ষেপ করতে পারেন। কিছু সৌদি ভিআইপি অতিথি হজ্জযাত্রীকে কংকর নিক্ষেপের করার জন্য হেলিকপ্টারে করে জামরাত ভবনের ছাদে অবতরণ করতে দেখবেন।

কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলক্রুটি ও বিদ'আত

- ✖ কংকর নিক্ষেপের জন্য গোসল বা অযু করা।
- ✖ কংকর নিক্ষেপের আগে কংকর ধুয়ে নেয়া।
- ✖ একসাথে ২/৩টি বা ৭টি কংকর একত্রে নিক্ষেপ করা।
- ✖ তাকবীরের স্থলে সুবহানাল্লাহ বা অন্য কোনো যিক্‌র করা। তাকবীরের সাথে কোনো কিছু যোগ করে বলা।
- ✖ অনেকের ধারণা তারা আসল শয়তানের গায়ে কংকর নিক্ষেপ করছেন, এজন্য তারা খুব রাগান্বিত হয়ে ওই জামরাহগুলোকে অপমান ও গালাগালি করেন।
- ✖ জামরাতে বড় কংকর অথবা স্যান্ডেল বা কাঠের খণ্ড নিক্ষেপ-এ ধরনের কাজ করা বাড়াবাড়ি, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন কাজ করতে নিষেধ করেছেন।
- ✖ কংকর কাছ থেকে মারার জন্য ঠেলাঠেলি বা ধাক্কাধাক্কি করা।
- ✖ কংকর নিক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট পন্থা: অনেকের বক্তব্য: ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জনির কেন্দ্রের উপর রেখে (চিমটি করে লবণ নেয়ার মত করে) এবং কংকরটি তার বৃদ্ধাঙ্গুলির পিছনের দিকে রেখে নিক্ষেপ করতে হবে।
- ✖ আবার অনেকে বলেন: তর্জনী বাঁকা করে বৃত্তের মতো বানিয়ে বৃদ্ধাগুলির জোড়া-সন্ধিতে লাগিয়ে দিতে হবে, দেখতে অনেকটা ১০ এর মতো হবে।
- ✖ কংকর নিক্ষেপের জন্য দাঁড়ানোর স্থান নির্ধারণ করা অথবা জামরাহ ও ব্যক্তির মাঝে অন্তত পাঁচ হাত দূরত্ব থাকতে হবে এমন ধারনা পোষন করা।

মিনা - জামরাত

জামরাহ - নিচ তলা

১০ জিলহজ্জ: হাদী

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্জ আদায়কারীরা যে উঠ, গরু, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি পশু জবেহ করে থাকেন তাকে হাদী বলা হয়। অনেকে বলে থাকেন এটা হজ্জের কুরবানি, কিন্তু আসলে হজ্জের ক্ষেত্রে এর নাম হলো হাদী। কুরবানি, হাদী ও দম এগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কুরবানীর উপলক্ষ্য হলো ঈদ, হাদীর উপলক্ষ্য হজ্জ আর দমের উপলক্ষ্য হলো কাফফারা আদায়। কুরবানী পৃথিবীর যে কোন জায়গায় করা যায়। হাদী শুধুমাত্র মক্কা, মিনা ও মুযদালিফায় করা যাবে। দম হারামের সীমানার ভিতর আদায় করতে হবে। হাদী ও কুরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া যাবে কিন্তু দম এর গোস্ত নিজে খাওয়া যাবে না। যারা হজ্জের সময় হাদী করছেন তাদের আর সেই বছর কুরবানী করা জরুরী নয়, তবে চাইলে করতে পারেন। ১০ জিলহজ্জ সূর্যদয় থেকে শুরু করে ১৩ জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাদী করা যায়। হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে ক্বীরান হজ্জকারীদের হাদী করা **ওয়াজিব**।
- হারাম এলাকা তথা মক্কা, মিনা ও মুযদালিফার যে কোনো অংশে পশু যবেহ করা যাবে, কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি এখানে যবেহ করেছি এবং মিনার সকল স্থানই যবেহ্র জায়গা, সকল পাহাড়ে ও গিরিপথের কাছে।

- হাদীর পশু পুরুষ অথবা স্ত্রী দুটিই হতে পারে। প্রাণীর বয়স কমপক্ষে: দুম্বা - ৬মাস, ভেড়া - ১বছর, ছাগল - ১বছর, গরু - ২বছর ও উট - ৫বছর। প্রাণী একচোখ ওয়ালা, অসুস্থ, খোঁড়া পা ওয়ালা, খুবই দুর্বল, ভাঙা শিং ওয়ালা ও কান কাটা হওয়া যাবে না। বুখারী-১৯৯৭, ১৯৯৮
- উঠ ও গরু হলে একটা পশু সর্বোচ্চ সাতজনে বা এর কম সংখ্যায় (জোড় বা বিজোড়) অংশ নিতে পারবেন। আর ভেড়া বা ছাগল হলে একজনের জন্য একটা পশু যবেহ করতে হবে। যবেহ করা পশুর গোশত চাইলে নিজে খাওয়া যাবে এবং সাথে করে দেশেও নিয়ে আসা যাবে, যেমনটা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যবেহ করা পশুর গোশত গরীব ও মিসকীন লোকদের বেশি পরিমানে বিতরন করা বাঞ্ছণীয়।
- কেউ হাদী করতে না পারলে এর পরিবর্তে তিনি হজ্জের পরবর্তী ৩দিন এবং দেশে ফিরে ৭দিন (ধারাবাহিকভাবে অথবা ভেঙ্গে ভেঙ্গে) রোজা রাখবেন। মক্কাবাসীদের হাদী করা ওয়াজিব নয়, এমনকি রোযাও রাখতে হবে না। মুসলিম-১২২৮, ইবনে খুযাইমা-২৮৫৭
- হাদী তিন পদ্ধতিতে আদায় করতে পারেন। প্রথমত, ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী যবেহ করার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, আপনার হজ্জ এজেন্সির মাধ্যমে। তৃতীয়ত, নিজে হাট থেকে হাদী কিনে করা যায়। মিনায় তাবু এলাকায় কেথাও হাদী করা দেখতে পাবেন না। হাদী করার জন্য নির্ধারিত আলাদা জায়গা আছে মুআইসম নামক এলাকায় যা মিনার সীমানার ভিতর অবস্থিত।
- ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী করার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পন্থা। হজ্জের পূর্বে আল-রাজী ব্যাংক বা অন্য কোন ব্যাংক এর বুথে হাদীর জন্য ৪৫০-৫০০ রিয়াল জমা দিয়ে রশিদ বা টিকিট সংগ্রহ করুন। সাধারনত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ১০ জিলহজ্জ সকাল ১০টা থেকে হাদী জবেহ করা শুরু করেন এবং যারা মোবাইল নং দেন তাদের এস.এম.এস এর মাধ্যমে হাদী সম্পন্ন করা নিশ্চিত করেন। মক্কা ও মদীনায় অনেক হাদীর টাকা জমা দেওয়ার ছোট ছোট ব্যাংক বুথ দেখতে পাবেন। হজ্জের একটু আগেভাগেই টিকেট ক্রয় করা উত্তম, নইলে পরে হাদী টিকেট পাওয়া যায় না।
- আপনারা কয়েকজনে আপনার হজ্জ এজেন্সির নেতাকে হাদীর টাকা দিয়ে দিতে পারেন। আপনার হজ্জ এজেন্সি নেতা তিনি মিনায় হাট থেকে হাদী ক্রয় করে জবেহ করার ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার আপনি নিজে মিনায় হাটে গিয়ে পশু ক্রয় করে জবেহ করতে পারেন। এমন করলে আপনি কিছু গোস্ত খাওয়ার জন্য নিয়ে আসতে পারেন। তবে সাধারন হাজীদের পক্ষে হাটে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রথম দুইটির যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরন করুন।

- ✪ নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জে ৬৩টি উঠ জবেহ করেছিলেন। যবেহ করার সময় প্রাণীর মুখ থাকবে দক্ষিণ দিকে এবং পশুকে বাম দিকে কাত করে শোয়াতে হবে ও এর পা গুলো ডান দিকে অতঃপর কিবলামুখি হয়ে ছুরি চালাতে হবে। ইবনে মাযাহ
- ✪ যবেহ করার সময় এই দুআ পাঠ করুন:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ،

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ

"বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর,
আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী"।
"আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান।
হে আল্লাহ! এই প্রাণী আপনার পক্ষ থেকে এবং এর মালিক আপনি।
হে আল্লাহ! আমার এটি আপনি কবুল করুন"।

- ✪ **সতর্কতা:** হজ্জের সময় কিছু অসাধু লোক মিনার তাবুতে এসে হাদী করানোর নামে ভূয়া রশিদ দিয়ে টাকা নিয়ে প্রতারণা করে। হাদী যবেহ না করেই ফোন করে জানিয়ে দেন হাদী হয়ে গেছে! তাই ব্যাংক ছাড়া কারো হাতে এমনি টাকা দিবেন না। আবার কিছু হজ্জ এজেন্সির নেতারাও একই প্রতারনা করেন। তাই আপনার দলের কয়েকজন লোক এজেন্সি নেতার সাথে সরেজমিনে গিয়ে হাদী ক্রয় করা ও যবেহ প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য সহযাত্রীদের ফোন করে অবহিত করতে পারেন। হাদী শেষে মিনা অথবা মক্কার পথে রওনা হউন এবং পথিমধ্যে কসর/হলক্ব সেরে ফেলুন।

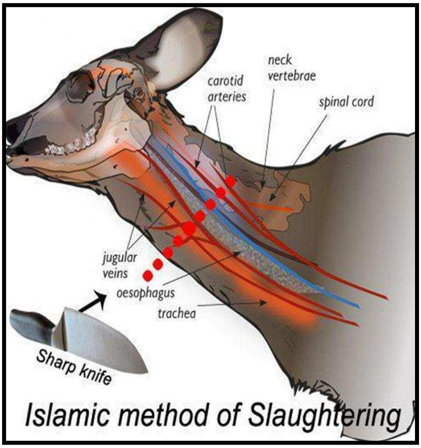

হাদী - পশু যবেহ

১০ জিলহজ্জ: কসর/হলক্ব করা

- হাদী করার পর মাথার সকল অংশ থেকে সমানভাবে চুল ছেঁটে ফেলাকে কসর আর সম্পূর্ণ মাথা মুড়িয়ে বা মুন্ডন করাকে হলক্ব বলা হয়। তবে মুন্ডন করাই উত্তম। কুরআনে মাথা মুন্ডন করার কথা আগে এসেছে আর ছোট করার কথা পরে এসেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মাথা মুন্ডন করেছিলেন।
- যারা মাথা মুন্ডন করেছিলেন তাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রহমত ও মাগফিরাতের দুআ করেছেন তিন বার। আর যারা চুল ছোট করেছিলেন তাদের জন্য দুআ করেছেন এক বার। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, "তোমাদের কেউ মাথা মুন্ডন করবে ও কেউ কেউ চুল ছোট করবে।" হাদীসে এসেছে, "আর তোমরা মাথা মুন্ডন কর, এতে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি সাওয়াব ও একটি গুনাহের ক্ষমা রয়েছে।" সূরা আল-ফাতাহ, ৪৮:২৭, মুসলিম-৩৪৮
- রাস্তায় দেখবেন অনেকে হাতে ইলেকট্রিক রেজার বা ট্রিমার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হজ্জের এই সময়ে চুল কাটাতে ২০-৫০রিয়াল পর্যন্ত দাবি করবে তারা। ২মিনিটে আপনার মাথার পুরো চুল ফেলে দিবে। নাপিতকে ডান দিক থেকে চুল কাটা শুরু করতে বলুন। কারন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে এমনটি করেছেন। নিজেদের কাছে রেজার বা ক্ষুর থাকলে আপনারা একে অপরের চুল ফেলে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কারো চুল ফেলবেন তার চুল আগে ফেলা থাকা জরুরী নয়। মুসলিম-২২৯৮
- মহিলারা তাদের মাথার সমগ্র চুলের অগ্রভাগ হতে তর্জনী আঙ্গুলের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কাটবেন (প্রায় এক ইঞ্চি)। নারীদের জন্য হলক নেই। নারীদের মাথা মুন্ডন করা হারাম। তিরমীযি-৩/২৫৭
- এবার আপনি আপনার ইহরামের কাপড় খুলে ফেলুন, গোসল করে সাধারন কাপড় পড়ুন। ইহরাম থেকে হালাল হওয়া হজ্জের **ওয়াজিব** কাজ। একে বলে তাহাল্লুল আল আসগার বা প্রাথমিক হালাল। এখন আপনার উপর থেকে যৌন সঙ্গম ছাড়া ইহরামের সকল নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। আপনি এখন দেহে সুগন্ধীও ব্যবহার করতে পারেন। মুসলিম-২০৪২
- হালাল হওয়ার পর আপনি ইচ্ছা করলে ১০ জিলহজ্জ মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে ইফাদাহ ও সাঈ করে সন্ধ্যা বা মধ্য রাতের আগেই মিনায় চলে আসুন। আর যদি ঐ দিন বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তবে রাতটি মিনায় অবস্থান করতে পারেন এবং ১১/১২ জিলহজ্জ দিনের বেলায় কোন এক সময় মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ করতে পারেন। তাকবীরে তাশরিক পাঠ অব্যাহত রাখুন।

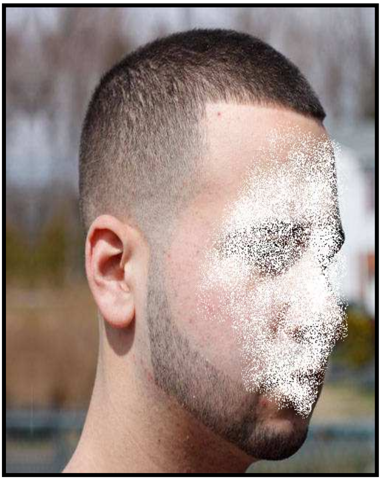

কসর (চুল ছোট করে কাটা)

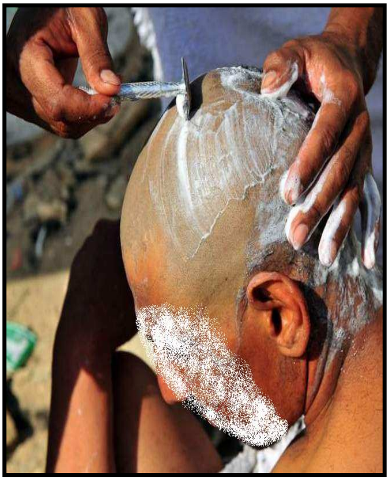

হলক্ব (টাক মাথা করা)

হাদী ও কসর/হলক্ব করার ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ হাদী না করে এর সমপরিমাণ অর্থ সেবামূলক খাতে দান করে দেয়া।
- ✖ মাথার চুল ছাঁটানোর ক্ষেত্রে বাম দিক দিয়ে শুরু করা।
- ✖ মাথার কিছু অংশ মুড়ানো এবং আর কিছু অংশ কসর করা।
- ✖ মাথা মুড়ানোর সময় কিবলার দিকে মুখ করে বসা নিয়ম মনে করা।
- ✖ কিছু লোক একে অন্যের চুল অথবা নিজেই কাচি দিয়ে মাথার বিভিন্ন অংশ থেকে চুল কেটে বক্সে সংরক্ষণ করে রাখে।

১০ জিলহজ্জ: তাওয়াফুল ইফাযাহ ও সাঈ করা

✪ এই তাওয়াফের অপর নাম তাওয়াফে জিয়ারাহ বা ফরজ তাওয়াফ। এটি হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তাওয়াফুল ইফাযাহ করা ও সাঈ করা হজ্জের **ফরয** কাজ। আপনি যদি মিনা থেকে মক্কায় এই তাওয়াফ করতে যান তবে দুই ভাবে যেতে পারেন। এক: পায়ে হেঁটে জামরাত পার করে প্যাডেস্ট্রিয়ান টানেল (সুরঙ্গ পথ) রাস্তা দিয়ে। দুই: মিনায় কিং ফয়সাল ওভারব্রিজ এর উপর থেকে বা জামরাতের পাশে থেকে কার বা মটরসাইকেল ভাড়া করে। আর আপনি যদি মাথা মুন্ডন করার পরপরই মক্কায় চলে গিয়ে থাকেন তবে আপনার হোটেল বা ভাড়া বাসা থেকেই এই তাওয়াফ করতে যাবেন।

- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১০ জিলহজ্জ সূর্য মধ্য আকাশে বা সূর্য হেলে যাওয়ার পর এই তাওয়াফ সম্পন্ন করেছিলেন। তবে সেই দিন ফজরের সূর্য উদয়ের পর থেকে এই তাওয়াফের সময় শুরু হয়। আর এই তাওয়াফ করা যাবে ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্তর পূর্ব পর্যন্ত। অবশ্য কিছু আলেম-উলামাদের মত অনুযায়ী এই তাওয়াফ জিলহজ্জ মাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বা ঐ হিজরী বছর শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত করা যাবে। তাই বিশেষ কোন ওজর এর মুখোমুখি না হলে ১২ জিলহজ্জের পূর্বেই এই তাওয়াফ করে নেওয়া উত্তম। যার যার তাওয়াফ তাকে নিজেই করতে হবে। অন্য কাউকে কারো পক্ষ থেকে তাওয়াফ করতে পাঠানো যাবে না। প্রয়োজনে হুইল চেয়ারের আশ্রয় নিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করতে হবে।
- যেভাবে উমরাহর সময় তাওয়াফ করেছিলেন (**পৃষ্ঠা: ৬৮**) ঠিক তেমনি এই তাওয়াফের নিয়ম। শুধু ব্যতিক্রম এই যে, এখন আপনি ইহরামের কাপড় পড়ে নেই তাই কোন ইদত্বিবাহ করার প্রয়োজন নেই এবং তাওয়াফে রমল করার প্রয়োজন নেই। সাধারণ পোশাক পড়ে এই তাওয়াফ করবেন। এই তাওয়াফের সময় প্রচুর লোকের চাপ হয়। তাই অবস্থা বুঝে ফাঁকা জায়গা দিয়ে তাওয়াফ শেষ করুন।
- তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে অথবা মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাআত স্বলাত পড়ুন। এবার যমযম কুপের পানি পান করুন এবং কিছু পানি আপনার মাথায় ঢালুন। এবার সাফা-মারওয়ায় গিয়ে ঠিক উমরাহর মতো (**পৃষ্ঠা: ৭৮**) সাঈ করুন। এই সাঈর পর আর চুল কাটতে হবে না।
- মাসিক স্রাব-গ্রস্থ মহিলাগণ এই তাওয়াফ করার জন্য অপেক্ষা করবেন। স্রাব বন্ধ হলে তাওয়াফে জিয়ারত সেরে নিবেন। এক্ষেত্রে কোন দম দিতে হবে না। আর যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে স্রাব বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত কোন ক্রমেই অপেক্ষা করা যাচ্ছে না, ও পরবর্তীতে এসে তাওয়াফ জিয়ারাহ আদায় করে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই, তবে জমহুর ফুকহা ও আরো আলেম-উলামাদের মত অনুযায়ী ন্যাপকিন দিয়ে ভালো ভাবে বেঁধে তাওয়াফ সেরে নেওয়া যাবে।
- এই তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করার পর যৌনসঙ্গমও আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে। একে বলে তাহাল্লুল আল আকবার বা চূড়ান্ত হালাল হওয়া।
- ১০ জিলহজ্জ্ তাওয়াফ ও সাঈ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব সন্ধ্যা বা মধ্য রাতের পূর্বেই তাশরীকের রাত্রিযাপনের জন্য মিনায় ফিরে আসুন।

৩ ১০ জিলহজ্জঃ কাজের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ ৩

- এটি আরেকটি বিতর্কিত বিষয়! হজ্জে যাওয়ার আগে এ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকা জরুরি। অনেকে আপনাকে ১০ জিলহজ্জ এর সকল কাজগুলো ধারাবাহিকতা অনুসরণ করার জন্য বলবে, ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করলে একটি পশু যবেহ করে দম দিতে বলবে! কিন্তু সহিহ হাদীসের তথ্যসূত্র অনুসারে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হলে কোন দমের কথা বলা নেই বরং এতে কোনো ক্ষতি নেই বলা আছে! আল্লাহ তাআলা অসীম দয়ালু ও করুণাময়, তাই তিনি তার বান্দাদের উপর কোনো বিষয় কঠিন করে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেন না। আপনি যদি আপনার সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল।
- ১০ জিলহজ্জ যদি এমন হয়, আপনার না জানার কারণে হজ্জের কোনো বিধান ধারাবাহিক ভাবে সম্পাদন করা হয়নি অথবা কোনো ওজর/জটিলতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিধান পালন করতে গিয়ে হজ্জের অন্য কোন বিধান এর ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। এ জন্য কোনো কাফফারা আদায় করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ না করা উত্তম। (উদাহরণঃ আপনি যদি ব্যাংক বুথ থেকে হাদী টিকেট ক্রয় করেন, আর আপনার কাছে যদি মোবাইল না থাকে তবে আপনি তো জানতে পারবেন না আপনার পশু ১০ জিলহজ্জ কখন যবেহ করা হলো! তবে আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত ইহরামের কাপড় পড়ে থাকবেন!)
- হজ্জের কার্যক্রমগুলো ধারাবাহিকভাবে করা সুন্নাতঃ কংকর নিক্ষেপ, হাদী, কসর/হলক্ব, তাওয়াফে ইফাদাহ, সাঈ করা; কিন্তু কেউ যদি ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে কোনটি আগে বা কোনটি পরে করেন কোনো জটিলতার কারণে তাহলে তা করা যাবে। কারণ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত বেশ কয়েকটি হাদীসে লোকদের বিভিন্ন কাজ আগে পরে হওয়ার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “কর, কোনো অসুবিধা নেই”, “কোনো সমস্যা নেই”।

* সহীহ হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুনঃ বুখারী-১৬২৫, ১৬২৬ ইফা, মুসলিম-২৩০৫, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাযাহ।

১১ জিলহজ্জ: মিনায় রাত্রিযাপন ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ

- ✪ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের স্বলাত মসজিদুল হারামে আদায় করে, তাওয়াফে জিয়ারত শেষে মিনায় ফিরে এসেছেন ও তাশরীকের রাত্রিগুলো মিনায় অবস্থান করেছেন। মিনায় তাশরীকের রাত্রীযাপন গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। বিভিন্ন মতাদর্শের বেশিরভাগ আলেম ও উলামা মিনায় তাশরীকের রাত্রীযাপন করাকে অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আবু দাউদ-১৬৮৩
- ✪ আপনি যদি ১০ জিলহজ্জ দিনের বেলায় তাওয়াফে ইফাদাহ না করে থাকেন তবে উত্তম হবে এই তাশরীকের রাতটি মিনায় অবস্থান করে পরদিন সকালে মক্কায় গিয়ে ফরজ তাওয়াফ সম্পন্ন করা। আবার আপনি যদি মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ শেষ করে সন্ধা বা মধ্যরাতের আগে মিনায় ফিরে আসতে পারেন তবেও কোন সমস্যা নেই। মিনায় রাতের অর্ধেকের বেশি সময় অবস্থান করা সহ রাত্রিযাপন করা বাঞ্চনীয়। আপনার শক্তি-সামর্থ, যাতায়াত পরিস্থিতি ও দলের লোকদের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন।
- ✪ আপনি যদি আগের দিন ফরজ তাওয়াফ না করে থাকেন তবে ১১ জিলহজ্জ দিনের বেলায় মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে অথবা মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাআত স্বলাত পড়ুন, যমযমের পানি পান করুন এবং সাঈ করে আবার মিনায় ফিরে আসুন।
- ✪ এবার মিনায় দুপুরের সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনটি জামরাহে গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করুন, এটি কংকর নিক্ষেপের উত্তম সময়। এতে মোট ২১টি কংকর লাগবে (প্রতিটির জন্য ৭টি করে)। অবশ্য দুপুরের সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক হওয়ার আগ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা যেতে পারে। কংকর নিক্ষেপের সময় জামরাহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয়। মুসনাদে আহমদ, মুসলিম
- ✪ প্রথমে জামরাতুল সুগরার (ছোট জামরাহ) মুখোমুখি হয়ে কাবা আপনার বামে, মিনা ডানে রেখে অথবা যে কোন ভাবে দাঁড়িয়ে ডান হাত উচু করে আলাদা আলাদাভাবে ৭টি কংকর একে একে নিক্ষেপ করুন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় বলুন:

اَللهُ أَكْبَرُ

“আল্লাহু আকবার”

“আল্লাহ মহান”।

- প্রথম জামরাহতে কংকর নিক্ষেপের পর একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে (ছোট জামরাহকে ডানে রেখে) দুই হাত উঠিয়ে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী দীর্ঘক্ষণ দুআ করুন। এরপর পরবর্তী মধ্যম জামরাহের দিকে এগিয়ে যান।
- এবার জামরাতুল উস্তার (মধ্যম জামরাহ) মুখোমুখি হয়ে কাবা আপনার বামে, মিনা ডানে রেখে অথবা যে কোন ভাবে দাঁড়িয়ে ডান হাত উচুঁ করে আলাদা আলাদাভাবে ৭টি কংকর একে একে নিক্ষেপ করুন এবং জামরাতুল সুগরার মতো করে প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার' বলুন।
- দ্বিতীয় জামরাহে কংকর নিক্ষেপের পর আবারো একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে (মধ্যম জামরাহকে ডানে রেখে) দুই হাত উঠিয়ে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী দীর্ঘ্যক্ষণ দুআ করুন। এরপর পরবর্তী বড় জামরাহের দিকে এগিয়ে যান।
- এবার জামরাতুল আকাবার (বড় জামরাহ) মুখোমুখি হয়ে কাবা আপনার বামে, মিনা ডানে রেখে অথবা যে কোন ভাবে দাঁড়িয়ে ডান হাত উচু করে আলাদা আলাদাভাবে ৭টি কংকর একে একে নিক্ষেপ করুন এবং বিগত দুই জামরাহের মতো করে প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার' বলুন।
- তৃতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষ করে আর কোন দুআ না করেই জামরাত বিল্ডিং ত্যাগ করুন এবং মিনার তাবুতে ফিরে যান। ইবনে মাযাহ
- মিনায় অবস্থান করে স্বলাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত, তসবিহ তাহলিল, দুআ, যিকির ও ইসতেগফার করা বাঞ্ছণীয়। তাই তাবুর মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অথবা গল্পগুজব ও ঘুরাঘুরি না করে মিনার সময়গুলোকে কাজে লাগানো উত্তম। মিনায় স্বলাত আদায়ের নিয়ম ৮ই জিলহজ্জরে মত করে হবে। মিনায় এই তাশরীকের রাতগুলো যাপন করা **ওয়াজিব**।
- অসুস্থ্য ও দুর্বল লোকেরা সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক হওয়ার আগ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করতে পারবেন অথবা তার পক্ষ থেকে অন্য একজনকে কংকর নিক্ষেপ করার জন্য নিয়োগও করতে পারবেন।
- **সতর্কতা:** আজকাল কিছু কিছু হজ্জ এজেন্সির নেতাদের দেখা যায় তারা ১১ তারিখের মধ্য রাতের পর হাজীদের নিয়ে মিনা ত্যাগ করে চলে যান। রাতের বাকি অংশ মক্কায় যাপন করে পরদিন যোহরের পর মক্কা থেকে এসে কংকর নিক্ষেপ করেন ও আবার মক্কায় চলে যান। এরূপ করাটা রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর বিপরীত। বিশেষ অসুবিধায় না পড়লে এরূপ করা উচিত নয়।

আর মিনায় রাত ও দিন উভয়টাই যাপন করা উচিত। কেননা মিনায় রাত্রিযাপন যদি ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে থাকে তবে দিন যাপন করা সুন্নাত, এতে কোন সন্দেহ নেই। সর্বোপরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিন ও রাত উভয়টাই মিনায় যাপন করেছেন।

✪ এমন পরিস্থিতিতে পড়লে আপনি কি করবেন? আপনি যদি তাকওয়া অবলম্বনকারী হন ও বিশেষ কোন ওজর না থাকে তবে দল থেকে আলাদা হয়ে যান ও মিনায় অবস্থান করুন। আপনি অন্যদের বিষয়টি বুঝাতে পারেন তবে এনিয়ে দ্বন্দে যাবেন না। আপনি নিশ্চয়ই এই কয় দিনে পথ-ঘাট বুঝে যাবেন আর হাতে যদি মোবাইল ফোন ও কিছু রিয়াল থাকে তাহলে কোন সমস্যাই নেই। হজ্জ যখন করতেই এসেছেন তবে এই শেষ পর্যায়ে একটু কষ্ট করে ওয়াজিব ও সুন্নাতগুলো পালন করে যান। অবশ্য আপনি হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আপনার এজেন্সির লোকদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে হালকাভাবে আলোচনা করে তাদের মনোভাবটাও বুঝে ফেলতে পারেন!

১২ জিলহজ্জ: মিনায় রাত্রিযাপন ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ

✪ যদি এখনও তাওয়াফে ইফাদাহ না করে থাকেন, তাহলে ১২ জিলহজ্জ দিনের বেলায় মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ করুন। তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে অথবা মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকাআত স্বলাত পড়ুন, যমযমের পানি পান করুন এবং সাঈ করে মিনায় ফিরে আসুন।

✪ ঠিক ১১ জিলহজ্জের মত করে একই নিয়মে দুপুরের সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনটি জামরাতে গিয়ে কংকর নিক্ষেপ শেষ করুন। মুসনাদে আহমদ, মুসলিম

✪ সাধারণত ১২ তারিখ প্রথম ওয়াক্তে কংকর মারার প্রচন্ড ভীড় থাকে। তাই একটু দেরী করে বিকালের দিকে গেলে ভালো হয়। আবার ১২ তারিখই কংকর নিক্ষেপের পর্ব শেষ করা যায়, তবে যুক্তিযুক্ত কারণ সাপেক্ষে। আপনি যদি কোনো বিশেষ কারণে; যেমন: সম্পদ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে, জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে, গুরুতর শারিরীক অসুস্থতার অবনতি, রোগীর সেবার জন্য সাথে থাকা, চাকরী হারানোর ভয় ইত্যাদি বিশেষ কারণে আজ কংকর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই মক্কায় ফিরে যেতে চান তবে আপনি যেতে পারবেন। এতে কোনো ক্ষতি নেই।

- আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, “যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই, এটা তার জন্য; যে তাকওয়া অবলম্বন করে।” সূরা-আল বাকারা, ২:২০৩

- আপনি যদি ১২ তারিখই কংকর নিক্ষেপের পর্ব শেষ করতে চান তবে অবশ্যই সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা এলাকা ত্যাগ করতে হবে। মিনায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে আর মিনা ত্যাগ করবেন না, বরং রাতে মিনায় অবস্থান করে পরবর্তী দিন একই নিয়মে তিনটি জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করে তারপর মিনা ত্যাগ করবেন। তবে কোনো বৈধ কারণ ছাড়া মিনা ত্যাগ না করাই উত্তম। কংকর নিক্ষেপের জন্য মিনায় ১৩ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ তিনদিন অবস্থান করা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত।

- মক্কার উদ্দেশ্যে মিনা ত্যাগ করার পর হজ্জের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কাজ হলো বিদায় তাওয়াফ করা। দেশে ফেরা বা মদীনা গমণের আগে এই তাওয়াফ করবেন। এর মাঝে যে কয়দিন মক্কায় থাকবেন সে কয়দিন নফল তাওয়াফ, জামআতে স্বলাত, তাহাজ্জুদ স্বলাত, দুআ ও যিক্‌রে মশগুল থাকবেন।

- **সতর্কতা:** আজকাল কিছু কিছু হজ্জ এজেন্সির নেতাদের দেখা যায় তারা ১২ তারিখে কংকর নিক্ষেপের পর হাজীদের নিয়ে মিনা ত্যাগ করে চলে যান। তারা কুরআনের ঐ আয়াত পেশ করে অথবা দলের কয়েকজন লোকের অসুস্থতার অযুহাত দেখিয়ে, সবাই দূর্বল ও ক্লান্ত হয়ে গেছে, আশেপাশে অন্যান্যরা সবাই চলে যাচ্ছে, তাবুতে আর খাবার পাওয়া যাবে না ইত্যাদি বলে সবাইকে নিয়ে মক্কায় চলে যেতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য হলো তাদের কষ্ট লাঘব করা। সর্টকাটে হজ্জ শেষ করানো। ওজর থাকতে পারে কারো ব্যক্তিগত, সে অনুযায়ী তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই বলে সকলকে ওজরের আওতায় ফেলে এমন কাজ করা অনুচিত। দুই দিন মিনায় অবস্থান করে মিনা ত্যাগ করার অনুমতি আছে তবে যুক্তিযুক্ত কারন সাপেক্ষে।

- এমন পরিস্থিতিতে পড়লে আপনি কি করবেন? আবার ঐ একই কথা বলবো। আপনি যদি তাকওয়া অবলম্বনকারী হন ও বিশেষ কোন ওজর না থাকে তবে দল থেকে আলাদা হয়ে যান ও মিনায় অবস্থান করুন। আর একটি মাত্র দিনের বিষয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অনুসরন করুন ও ৩ দিন মিনায় অবস্থান করে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে তারপর মক্কায় ফিরে যান।

১৩ জিলহজ্জ: মিনায় রাত্রিযাপন ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ

- ১১ ও ১২ জিলহজ্জের মত করে একই নিয়মে দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনটি জামরাতে গিয়ে কংকর নিক্ষেপ শেষ করুন। শেষ দিনে লক্ষ্য করবেন লোকের ভীড় অনেক কমে গেছে। এই দিন আসরের স্বলাতের পর থেকে তাকবীরে তাসরীক পড়া শেষ। মুসনাদে আহমদ, মুসলিম
- এরপর মিনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসুন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে হজ্জ শেষ করার তৌফিক দিয়েছেন সেজন্য তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। যদিও শেষ একটি কাজ 'তাওয়াফুল বিদা' করা বাকি আছে। এই দিন আসরের স্বলাতের পর থেকে তাকবীরে তাসরিক পড়া শেষ হয়ে যাবে। সৌদি মুআল্লিম সাধারনত কখনো গাড়ি দিয়ে থাকে আবার দেয়ও না এই শেষ দিনে মালপত্র সহ আসার জন্য। আপনারা কয়েকজনে মিলে গাড়ি ভাড়া করে অথবা পায়ে হেঁটেই মক্কায় পৌছে যেতে পারেন।
- এবার যতদিন আপনি মক্কায় থাকবেন, প্রতি ওয়াক্ত স্বলাত জামাআতের সাথে মসজিদে হারামে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করুন কারন মসজিদে হারামে স্বলাত পড়া আর অন্য সাধারণ মসজিদের স্বলাতের চেয়ে ১ লক্ষ গুণ শ্রেয়। যে কয়দিন মক্কায় থাকবেন সে কয়দিন নফল তাওয়াফ, মসজিদে জামআতে স্বলাত, দুআ ও যিক্‌রে মশগুল থাকবেন।
- যতবার ইচ্ছে নফল তাওয়াফ করুন; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবার ইয়েমেনী কর্ণার ও কালো পাথরের বিষয়ে বলেছেন, "যে এই দুটি স্পর্শ করে এবং তাওয়াফ সম্পন্ন করেন আল্লাহ তার নামে একটি ভালো কাজের সওয়াব লিখে দেন এবং একটি গুনাহ মুছে দেন, তার জন্য একটি অতিরিক্ত মর্যাদা লিখে দেন এবং যে বারবার এটা করবে সে যেন একটি গোলাম মুক্ত করে দিল"।
- হজ্জের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কাজ হলো বিদায় তাওয়াফ করা। দেশে ফেরা বা মদীনা গমণের আগে সর্বশেষ কাজ হিসাবে এই তাওয়াফ করবেন।
- **সতর্কতা:** আজকাল অনেকে নিয়ম মোতাবেক হজ্জের প্রতিটি কাজ সম্পাদন করার পরও কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন যে, কে জানে কোথাও কোন ভুল হলো কি না! কিছু হজ্জ এজেন্সির নেতাদেরও দেখা যায় তারা হাজীসাহেবদের উৎসাহিত করেন যে কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকতে পারে তাই একটা দমে-খাতা দিয়ে দিন, শতভাগ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার হজ্জ!
- এরূপ করাটা মারাত্মক অন্যায়। কেননা আপনি হজ্জ সহীহ শুদ্ধ ভাবে পালন করা সত্ত্বেও নিজ ইচ্ছায় হজ্জকে সন্দেহযুক্ত করছেন। আপনার যদি কোন

বিষয় নিয়ে সত্যি সন্দেহ হয় তবে একজন বিজ্ঞ আলেমকে আপনার হজ্জের সমস্যার কথা বলে শুনান। তিনি যদি দম দিতে বলেন তবেই দম দিন। অন্যথায় নয়। শুধু আন্দাজের উপর ভিত্তি করে দমে-খাতা দেওয়ার কোন বিধান ইসলামে নেই। তবে হাঁ, আপনি চাইলে নফল পশু জবাই সাদকা হিসাবে করতে পারেন। আর দম দিতে চাইলে কাউকে বিশ্বাস করে হাতে রিয়াল দিয়ে ছেড়ে দিবেন না। ব্যাংক এর বুথে গিয়ে দম টিকিট কিনে দিন অথবা পশুর হাট এলাকায় গিয়ে নিজে দম দিয়ে আসুন।

তাওয়াফুল বিদা/বিদায় তাওয়াফ

- তাওয়াফুল বিদা হজ্জের **ওয়াজিব**। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় তাওয়াফ আদায় করেছেন এবং বলেছেন, "বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাত না করে তোমাদের কেউ যেন না যায়।" অন্য এক বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলেন, লোকদেরকে বলো, তাদের শেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর সাথে সাক্ষাত, তবে তিনি মাসিক স্রাবগ্রস্ত নারীর জন্য ছাড় দিয়েছেন। মুসলিম-২৩৫০, ২৩৫১
- হজ্জ শেষে আপনি যদি মক্কায় অবস্থান করেন তবে এই তাওয়াফ আপনি মক্কা ছাড়ার আগ মুহূর্তে করবেন। মনে রাখবেন এটাই হবে মক্কায় আপনার শেষ কাজ। এই তাওয়াফের পর কোন সময়ক্ষেপনকারী কাজ করা যাবে না; যেমন, ঘুমানো যাবে না। ওজর ছাড়া বেশি সময় পার করলে আবারও তাওয়াফ করতে হবে। এই তাওয়াফের পর সাঈ করতে হবে না। এই তাওয়াফ সাধারন নফল তাওয়াফের মত; অর্থাৎ কোন রমল নেই তবে তাওয়াফ শেষে ২রাকাত স্বলাত আদায় করুন। তাওয়াফ শেষে জমজম এর পানি পান করে বাহির হন। অনেকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সম্মানপ্রদর্শন করে পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হন যার কোন ভিত্তি নাই।
- কোন নারী যদি তাওয়াফে ইফাদাহ করার পর ঋতুবর্তী হয়ে থাকেন এবং তাওয়াফে বিদার জন্য অপেক্ষা করতে না পারেন তাহলে তিনি চলে যেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কোনো কাফফারার বা দম দেওয়ার দরকার হবে না।
- এই তাওয়াফের মাধ্যমে আপনার হজ্জে তামাত্তু সম্পন্ন হলো।

যারা হজ্জে ক্বিরান করবেন

৮ জিলহজ্জের আগে:

- মীকাতের বাহির থেকে আগত ব্যক্তিগণ মীকাত থেকেই ইহরাম করবেন, (মক্কার অধিবাসীরা তাদের বাসস্থান থেকে করবেন) তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন এবং একইসঙ্গে হজ্জ ও উমরাহর নিয়ত করবেন।

  "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উমরাতান ওয়া হাজ্জান"।
- তাওয়াফুল কুদুম করতে পারেন। এটা বাধ্যতামুলক নয়, সুন্নাত।
- তাওয়াফুল কুদুমের সঙ্গে সাঈও করতে পারেন। তবে কেউ যদি সাঈ না করেই হজ্জের জন্য যান তাহলে তাকে তাওয়াফুল ইফাদার পরে অবশ্যই সাঈ করতে হবে।
- এরপর ৮ জিলহজ্জ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে এবং ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৮ জিলহজ্জ:

- যেহেতু আপনি ইহরাম অবস্থায়ই আছেন, তাই মিনায় চলে যাবেন এবং হজ্জে তামাত্তুর সকল বিধান পালন করবেন, তবে আপনাকে নতুন করে হজ্জের নিয়ত করতে হবে না, কারণ ইহরাম করার সময় আপনি হজ্জের নিয়ত করেছেন।

৯ জিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতো সকল বিধান পালন করুন।

১০ জিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতোই সকল বিধান পালন করবেন, তবে কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে হবে।
- তাওয়াফুল কুদুমের পর সাঈ করে না থাকলে তাওয়াফে ইফাদার পরে করতে হবে। তবে কেউ যদি তাওয়াফে কুদুমের সময় সাঈ করে থাকেন তাহলে তার আর করতে হবে না। এতে কোনো ক্ষতি নেই।

১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতো সকল বিধান পালন করুন। বিদায় তাওয়াফের ক্ষেত্রে হজ্জে তামাত্তুর একই নিয়ম প্রযোজ্য।

যারা হজ্জে ইফরাদ করবেন

৮ জিলহজ্জের আগে:

- মীকাতের বাহির থেকে আগত ব্যক্তিগণ মীকাত থেকেই ইহরাম করবেন, (মক্কার অধিবাসীরা তাদের বাসস্থান থেকে করবেন) তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন এবং শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করবেন।

  "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান"।
- তাওয়াফুল কুদুম করতে পারেন। এটা বাধ্যতামুলক নয়, সুন্নাত।
- তাওয়াফুল কুদুমের সঙ্গে সাঈও করতে পারেন। তবে কেউ যদি সাঈ না করেই হজ্জের জন্য যান তাহলে তাকে তাওয়াফুল ইফাদার পরে অবশ্যই সাঈ করতে হবে।
- এরপর ৮ জিলহজ্জ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে এবং ইহরামের সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৮ জিলহজ্জ:

- যেহেতু আপনি ইহরাম অবস্থায়ই আছেন, তাই মিনায় চলে যাবেন এবং হজ্জে তামাত্তুর সকল বিধান পালন করবেন, তবে আপনাকে নতুন করে হজ্জের নিয়ত করতে হবে না, কারণ মীকাতে ইহরাম করার সময় আপনি হজ্জের নিয়ত করেছেন।

৯ জিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতো সকল বিধান পালন করুন।

১০ জিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতোই সকল বিধান পালন করবেন, তবে কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে হবে।
- কোনো হাদী করতে হবে না।
- তাওয়াফুল কুদুমের পর সাঈ করে না থাকলে তাওয়াফে ইফাদার পরে করতে হবে। তবে কেউ যদি তাওয়াফে কুদুমের সময় সাঈ করে থাকেন তাহলে তার আর করতে হবে না। এতে কোনো ক্ষতি নেই।

১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জ:

- হজ্জে তামাত্তুর মতো সকল বিধান পালন করুন। বিদায় তাওয়াফের ক্ষেত্রে হজ্জে তামাত্তুর একই নিয়ম প্রযোজ্য।

যারা বদলী হজ্জ করবেন

- বদলী হজ্জের ক্ষেত্রে বদলী হজ্জ আদায়কারী আগে নিজের হজ্জ আদায় করেছেন এমন হতে হবে। অত:পর তিনি অন্যের পক্ষে হতে তার জন্য হজ্জ আদায় করতে পারেন। কিছু হজ্জ এজেন্সীরা অবশ্য ব্যবসার খাতিরে এই বিষয়টিকে তোয়াক্কা করেন না বা হালকা করে দেখেন।
- বদলী হজ্জ নিয়োগকারী জীবিত থাকলে তার ইচ্ছানুযায়ী তামাত্তু/ক্বিরান/ইফরাদ হজ্জ বদলী হজ্জ আদায়কারীকে করতে হবে। অবশ্য বদলী হজ্জ নিয়োগকারী প্রকাশ করতে অপারগ বা মৃত হলে হজ্জের প্রকার বদলী হজ্জ আদায়কারীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।
- বদলী হজ্জ আদায়কারী বদলী হজ্জ নিয়োগকারীর আত্মীয় হওয়া আবশ্যক নয়। সন্তান যদি তার পিতা-মাতার কারোর বদলী হজ্জ আদায় করতে চায় তবে আগে মায়ের হজ্জ করাই উত্তম, বাবার জন্য করলেও দোষ নেই। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র একজনের জন্যই একটি বদলী হজ্জ করা যাবে। আলেমদের মত অনুযায়ী বদলী আদায়কারী তার নিজের জন্যেও একটি পূর্ণ উমরাহ ও হজ্জের সাওয়াব পাবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে উমরাহ বা হজ্জ করার কোন শরীয় ভিত্তি নেই।
- বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি যে কোন একটি হজ্জের নিয়ম অনুসারে পূর্ণ হজ্জ পালন করবেন শধুমাত্র নিয়তের জন্য নিম্নরূপ পন্থা আবলম্বন করবেন:
- উমরাহ নিয়তের সময় বলবেন:

  “লাব্বাইকা উমরাতান আন (অমুক)”; অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির নাম।
- হজ্জের নিয়তের সময় বলবেন:

  “লাব্বাইকা হাজ্জান আন (অমুক)”; অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির নাম।
- কোন কারনে মুখে উচ্চারন করতে ভুলে গেলে মনের সংকল্পই নিয়ত হিসাবে আদায় হয়ে যাবে, এতে কোন সমস্যা হবে না ইনশা-অল্লাহ।

হজ্জের পর যা করতে পারেন

- হজ্জ সম্পন্ন করার পর আপনি যতো বেশি পারেন মসজিদুল হারামে ফরয, নফল, জানাযা, চাশত, তাহাজ্জুদ স্বলাত আদায় করুন এবং নফল তাওয়াফ করুন। নফল তাওয়াফ করার নেকী অনেক অনেক বেশী।
- হজ্জের পর যদি আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়ার ফ্লাইট থাকে তবে বিদায় তাওয়াফ করে ফ্লাইট ধরুন। হজ্জের পর আপনি কিছু ইসলামিক ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখে আসতে পারেন। আপনি এ সময়ে কিছু কেনাকাটাও করতে পারেন। আমাদের হজ্জ সফরের ধারাবাহিকতায় এবার মদীনা যাওয়ার পালা।

মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ

- আপনার ব্যাগপত্র গুছিয়ে মদীনার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তাওয়াফে বিদা করে এসেই হোটেল থেকে ব্যাগপত্র নামিয়ে যাত্রার প্রস্তুতি নিন।
- বাস আসার সাথে সাথে আপনার লাগেজ বাসের ছাদে উঠিয়ে আপনিও বাসে উঠে পড়ুন। ৭-৮ ঘন্টা লাগবে মদীনা পৌছাতে। এটা যেহেতু লম্বা যাত্রা তাই কিছু ফল, হালকা খাবার ও পানি সঙ্গে নিয়ে নিন।
- পথিমধ্যে বাস একটি রেস্তোরাঁয় যাত্রাবিরতি করবে। আপনি হাতমুখ ধুয়ে ও বাথরুম সেরে নিতে পারেন। কিছু হালকা খাবার খেতে পারেন। সফরে ভারী খাবারের পরিবর্তে হালকা খাবার গ্রহণ করাই উত্তম। হাইওয়েতে বাস সাধারনত ১০০-১৪০ কি:মি বেগে চলে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ইনশাআল্লাহ কিছু হবে না। রাস্তার চারপাশে শুধু পাহাড়, মরুভুমি ও উঠের দল লক্ষ্য করবেন।
- মদীনায় পৌঁছানোর পর পরিবহন বাস আপনাকে প্রথমেই নিয়ে যাবে মদীনা হজ্জযাত্রী ব্যবস্থাপনা অফিসে। সেখানে তারা আপনাকে কিছু উপহার ও আপ্যায়ন করতে পারেন। আপনি তা সানন্দে গ্রহণ করুন।
- তারা হজ্জযাত্রী সংখ্যা গণনা করবে। এবং তারা আপনার পরিচয়ের জন্য আপনাকে হাতের ব্যান্ড ও মদীনা পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) প্রদান করবে।
- এই হাতের ব্যান্ড ও আইডি কার্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর আরবিতে লেখা রয়েছে। আপনি যদি হারিয়ে যান তাহলে এটা আপনার মুআল্লিম ও এজেন্সিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। এরপর মদীনায় হোটেল/বাড়িতে গিয়ে উঠবেন।

আল-মদীনা আল-মুনাওওয়ারা

‘জ্যোতির্ময় শহর’

মদীনা আইডি কার্ড

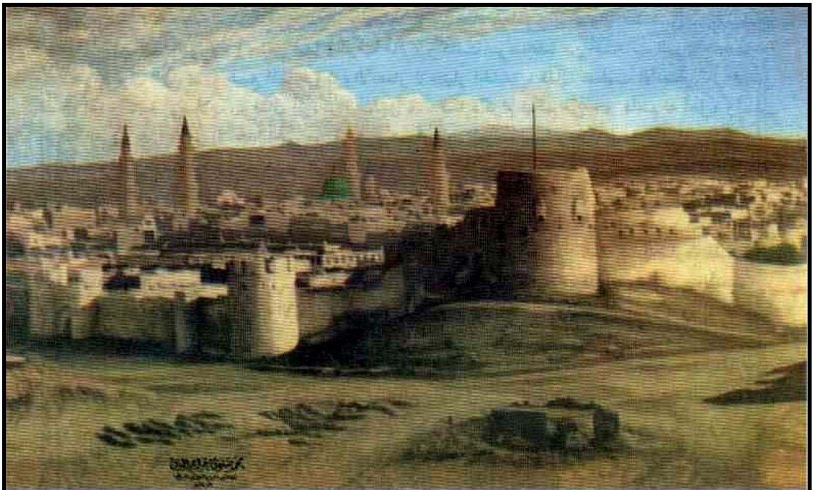

Old Picture of Al-Madinah Al-Mounawarah صورة قديمة للمدينة المنورة

প্রাচীন মদীনা মুনাওওয়ারা শহর - (আনুমানিক) ১০০ বছর পূর্বের দূর্লভ ছবি

২০০৪ সালের পূর্বের মদীনা - মসজিদে নববী

মসজিদে নববী - সমসাময়িক ছবি (২০১৫)

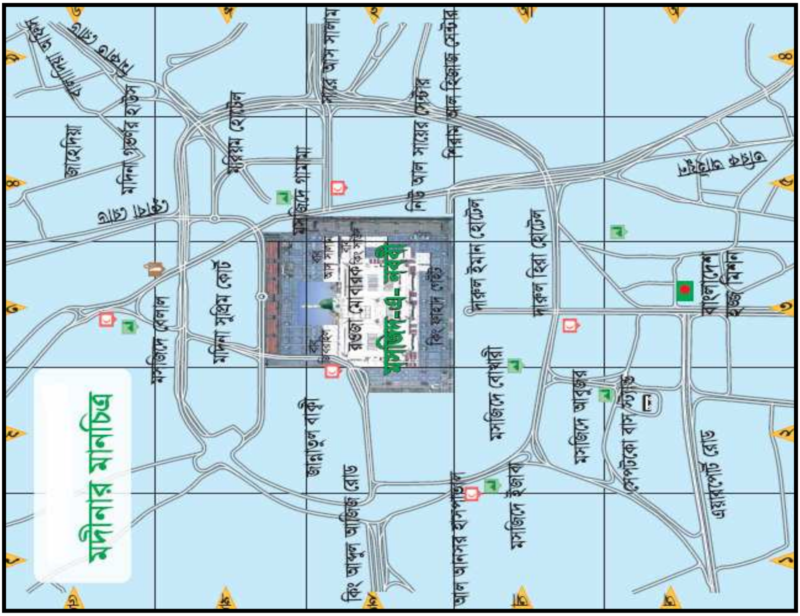

মদীনা - মানচিত্র

মদীনা ও মসজিদে নববীর ইতিহাস

- মদীনা প্রসিদ্ধ শহর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রিয় এই শহর, যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করেছেন, বসবাস করেছেন, ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর মসজিদ আছে ও তিনি কবরস্থ হয়েছেন।
- এই পবিত্র শহর আরও কয়েকটি নামে পরিচিত; ইয়াসরিব, তা-বা (তাইবা), আল আযরা, আল-মুবারাকাহ, আল-মুখতারাহ ইত্যাদি।
- আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন; "হে আল্লাহ! মক্কার ন্যায় অথবা তার চেয়ে অধিক মদীনার মুহাব্বত আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করুন। হে আল্লাহ আমাদের খাদ্যে ও উপাদানে বরকত দিন এবং তার আবহাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী করুন"। বুখারী-১৮৮৯, মুসলিম-১৩৭৬
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় মক্কার চেয়ে দ্বিগুন বরকত দানের কথা বলে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন। এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ঈমান (শেষ যামানায়) মদীনার পানে ফিরে আসবে যেমন: সাপ নিজ আশ্রয় গর্তে ফিরে আসে"। অপর এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দু:খ কষ্ট সহ্য করে মদীনায় অবস্থান করবে এবং মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিবসে তার জন্য সুপারিশ বা সাক্ষ্য প্রদান করব"। বুখারী-১৮৮৫, বুখারী-১৮৭৬, মুসলিম-১৩৬৩
- মদীনায় বসবাস উত্তম, মদীনার একটি বড় ফযীলত হচ্ছে; নিকৃষ্ট লোকেরা সেখানে অবস্থান করতে পারবে না আর সৎ ব্যক্তিরা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে পারে। মদীনাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। মদীনায় মহামারী /প্লেগ রোগ ছড়াবে না, মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। মদীনায় সকল রাস্তায় আল্লাহর ফেরেস্তারা রক্ষী হিসাবে অবস্থান করছেন। বুখারী-১৮৮০
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আইর' ও 'সাউর' এর মধ্যস্থলকে মদীনার হারাম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মক্কার হারামের মত এখানকার হারামের অভ্যন্তরে কিছু কাজের বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য। মদীনায় প্রচুর পরিমানে খেজুরের বাগান ও কিছু সমতল ভূমি লক্ষ্যনীয়। বুখারী-১৮৭৩, মুসলিম-১৩৭২
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি মসজিদ নির্মাণের নিমিত্তে প্রথমে বনু নজরের সর্দারের কাছ থেকে খেজুর বাগান ও পরে সুহাইল ও সাহল এর কাছ থেকে মসজিদের জন্য জায়গা ক্রয় করেন এবং নিজে মসজিদ নির্মাণে অংশ নেন। আবাদুল্লাহ ইবনে উমরের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলের যুগের মসজিদের ভিত্তি ছিল ইটের, ছাদ ছিল খেজুরের ডালের এবং খুঁটি ছিল খেজুরের গাছের কান্ডের। সেসময় মসজিদের পরিধি ছিল আনুমানিক ২৫০০ মিটার।

- ✪ এরপর উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে এবং ওসমান বিন আফফান এর যুগে মসজিদের প্রসারন ঘটে। পরবর্তীতে বেশ কয়েকজন মুসলিম শাসকের আমলে মসজিদের উন্নয়ন ও প্রসারন ঘটে।
- ✪ এরপর সৌদি সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মসজিদের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ১৯৫১ ইং সালে বাদশাহ আব্দুল আযীয মসজিদের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিকের আশেপাশের ঘর-বাড়ি খরিদ করে ভেঙে ফেলা হয়। মসজিদের দৈর্ঘ্য ১২৮ মিটার ও প্রস্থ ৯১ মিটার করা হয় এবং আয়তন ৬২৪৬ বর্গ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১৬৩২৬ বর্গমিটার করা হয়। মসজিদের মেঝেতে ঠান্ডা মার্বেল পাথর লাগানো হয়। মসজিদের চার কোনায় ৭২ মিটার উচুঁ চারটি মিনার তৈরি করা হয়। এ প্রসারনে ৫ কোটি রিয়াল খরচ হয় ও কাজ শেষ হয় ১৯৫৫ সালে।
- ✪ বাদশাহ ফয়সাল এর আমলে ক্রমবর্ধমান হাজীদের জায়গার সংকুলান করার জন্য পশ্চিম দিকের জায়গা বৃদ্ধি করা হয় যার আয়তন ছিল ৩৫০০০ বর্গমিটার।
- ✪ সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয কর্তৃক মসজিদের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন ও বিস্তার সাধিত হয়। পূর্ববর্তী মসজিদের আয়তনের তুলনায় নয় গুন আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। মসজিদকে এত সুন্দর করা হয় যা মুসলিমদের অন্তর জয় করে। মসজিদের ছাদ এমনভাবে বানানো হয়েছে যে প্রয়োজনে দ্বিতল বানানো সম্ভব হবে। মূল গ্রাউন্ড ফ্লোরের আয়তন ৮২০০০ বর্গমিটার হয়। মসজিদের চারপাশে ২৩৫০০০ বর্গমিটার খোলা চত্বরে সাদা শীতল মার্বেল পাথর বসানো হয়। এর ফলে মসজিদের ভিতরে ২৬৮০০০ মুসল্লি এবং মসজিদের বাইরের চত্বরে ৪৩০০০০ মুসল্লির স্বলাত আদায়ের জায়গা হয়। সম্পূর্ণ মসজিদে এসি, আন্ডারগ্রাউন্ডে ওয়াশরুম ও কার পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়। মসজিদের কাজ শুরু হয় ১৯৮৫ সালে আর শেষ হয় ১৯৯৪ সালে।
- ✪ মসজিদে নববীর ভিতরে বেশকিছু ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত আছে; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রওযা, রিয়াযুল জান্নাহ, আসহাবে সুফফা, নবিজীর মেহরাব ও মিম্বার।
- ✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মসজিদে হারাম ব্যতীত আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) স্বলাত অন্য স্থানে স্বলাতের চেয়ে ১ হাজার গুণ উত্তম, আর মসজিদে হারামে স্বলাত ১ লক্ষ স্বলাতের চেয়ে উত্তম"। ইবনে মাযাহ-১৩৯৬
- ✪ মদীনা ও মসজিদে নববীর ইতিহাস বিস্তারিত জানতে 'পবিত্র মদীনার ইতিহাস : শায়েখ ছফীউর রহমান মোবারকপুরী' বইটি পড়ুন।

মসজিদে নববী দর্শন

- মদীনা সফর করা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মসজিদে নববী দর্শন করা হজ্জের কোনো অংশ নয় বা হজ্জের সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এটি হজ্জের কোন রুকন, ওয়াজিব বা সুন্নাতও নয়। তবে কেউ ইচ্ছা করলে হজ্জের আগে বা পরে মসজিদে নববীতে গিয়ে স্বলাত আদায় করতে পারেন এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর জিয়ারত করতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুস্তাহাব কাজ। একটি প্রচলিত হাদীস আছে "যে হজ্জ করতে এসে আমার কবর জিয়ারতের জন্য এলো না সে আমার সাথে রূঢ় আচরণ করল।" এটি সম্পূর্ণ জাল ও মিথ্যা হাদীস।
- নবীজীর কবর জিয়ারত মূখ্য উদ্দেশ্য মনে নিয়ে মদীনায় যাওয়া ঠিক নয় বা এমনটি করা নিয়ম নয়। মদীনায় যেতে হবে মসজিদে নববী দর্শন ও স্বলাত আদায় করার নিয়তে। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এবাদত বা প্রার্থনার নিয়তে তিনটি মসজিদ; মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও আল-আকসা মসজিদ ব্যাতীত অন্য কোনো স্থানে সফর করো না"। শুধু তাই নয় বরং কবর কেন্দ্রিক সকল উরস-উৎসব কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এবং আমার কবরকে তোমরা উৎসবে পরিণত করো না"। উৎসবে পরিনত করার অর্থ; কবর কেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যার মধ্যে কবরকে উদ্দেশ্য করে সফর করাও শামিল। কিন্তু সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে আপনার কোন আত্মীয় বা কোন ওলীর কবর সামনে পড়লে তা যিয়ারত করা যায়েয আছে। বুখারী-১১৮৯, মুসলিম-১৩৯৭, আবু দাউদ-১৭৪৬
- মদীনায় হোটেল বা ভাড়া বাসায় উঠে একটু বিশ্রাম নিয়ে নাস্তা করে (কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন পরিহার করে) ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে মসজিদে নববী জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ুন। মসজিদে নববীতে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করুন:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"বিসমিল্লাহি ওয়াসস্বলাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ,
আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা"।

"আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। স্বলাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।
হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিন"

- মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে 'রিয়াযুল জান্নাহ' বা জান্নাতের বাগান নামক স্থানে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ স্বলাত আদায় করুন। ওই স্থানে হালকা সবুজ রঙের কার্পেট বিছানো থাকে। এখানে যদি অধিক ভিড় থাকে, তাহলে মসজিদের যে কোনো স্থানে স্বলাত আদায় করে নিন।
- রিয়াযুল জান্নায় সহজে প্রবেশ করতে মসজিদে নববীর আস-সালাম গেট (১ নম্বর গেট) দিয়ে প্রবেশ করুন এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের সামনে দিয়ে যেতে ঐ একই গেট দিয়ে প্রবেশ করলে সহজ হয়।
- এবার শান্ত ও বিনীতভাবে লাইনধরে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের দিকে একমুখি চলাচলের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যান। কবরে হাতের বামে প্রথমে স্বর্ণালী খাঁচার দরজা অতিক্রম করে পরবর্তী দ্বিতীয় স্বর্ণালী খাঁচার দরজা (বড় গোল চিহ্ন আছে) যে বরাবর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর তার সামনে এলে একটু থেমে দাঁড়াতে পারেন। দাঁড়ানোর সুযোগ না পেলে চলমান অবস্থায়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সালাম পেশ করুন। বলুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ"

"হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক"।

- পাশাপাশি আপনি চাইলে স্বলাতের তাশাহুদে যে দরূদ ইবরাহীম পাঠ করেন তা এখানেও এখন পাঠ করতে পারেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি স্বলাত ও সালাম পেশ করার উত্তম পন্থা হলো দরূদ ইবরাহীম পাঠ করা। বর্তমানে প্রচলিত অনেক ধরনের বানোয়াটি দরূদ আছে যা সাহাবাদের থেকে বর্ণনা করা কোন হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না সেগুলো পরিহার করাই উত্তম।
- এবার আপনি সামনে এক গজ মতো এগিয়ে বাম পাশের পরবর্তী স্বর্ণালী খাঁচার দরজা (ছোট গোল চিহ্ন আছে) যেখানে যথাক্রমে আবু বাকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কবর আছে তার সামনে এলে আদবের সাথে তাঁদের উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করবেন ও তাঁদের জন্য দুআ করুন। তাঁরা যেহেতু কবরবাসী তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে কবরবাসীদের দুআ পাঠ করতে পারেন।
- কবর জিয়ারতের দুআ:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

"আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীনা,

অইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লালা-হিকুন, নাসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল 'আ-ফিয়াহ”।

“আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন-মুসলিমগণ। আমরা (আপনাদের সাথে) মিলিত হব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ কামনা করি”। মুসলিম-৯৭৫

- ✪ কবর জিয়ারত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ুন, এখানে দুআ করার কোন বাধ্যগত নিয়ম নেই। এবার বাকীউল গরকাদ বা বাকী কবরস্থান জিয়ারতে যেতে পারেন। সেখানে শায়িত কবরবাসীর উদ্দেশ্যে আপনার সালাম পৌঁছে দিন বা কবর জিয়ারতের দুআ পড়ুন।
- ✪ অনেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের সামনে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে অতিরঞ্জিত কাজ করে ফেলেন যা মোটেই শরীয়ত সম্মত নয়। যেমন; কবরের সামনে গিয়ে একাকী জোরে তাকবীর বলা, বিলাপ করে কান্নাকাটি করা, দুই হাতের আঙুল চিমঠির মত করে চুমু খেয়ে চোখে দিয়ে ফের চুমু খাওয়া, একাকি বা দলবদ্ধ হয়ে কবরের দিকে হাত তুলে দুআ করা, খাঁচার দরজা ধরতে চেষ্ঠা করা বা হাত বুলিয়ে হাতে চুমু খাওয়া ইত্যাদি। অনেকে রীতিমত কবরের সামনে মাথা নিচু করে সম্মান দেখায় বা সিজদায় পড়ে যায় যা সম্পূর্ণ শির্ক করা হয়ে যায়। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের স্বর্ণালী খাঁচার দরজার সামনে বেশ কিছু আরব পুলিশ ও শাইখ/আলেমগন অবস্থান করেন। তারা হাজীদেরকে এসব আবেগতাড়িত কাজ করা থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকেন।
- ✪ দেখুন; আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বা আরো অন্যান্য সাহাবীদের মত আমরা কেউ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসতে পারবো বলে মনে হয় না, তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাবো তাদের সমপর্যায়ে বা বেশি ভালোবাসতে। ভালোবাসতে গিয়ে ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরন করতে গিয়ে আমরা যেন এমন নতুন কোন কিছু করে না বসি যা আগে কেউ কোন সাহাবী করেন নাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত বা মৃত থাকা অবস্থায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও নিজকে নিয়ে প্রশংসা করা ও তার গুনোগান করা এমন পছন্দ করতেন না। সাহাবায়ে কেরামগন যতটুকু যা করেছেন, আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে যদি আমরা ততটুকু পালন করতে পারি।
- ✪ আর একটি বিষয়; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর কবরের সামনে গিয়ে সালাম পেশ করা আর ঘরে বসে বা মসজিদের যে কোন জায়গায় বসে বা হাজার মাইল দূর থেকে সালাম পেশ করা একই সমমান ও মর্যাদার। মদীনায় কররের সামনে গিয়ে দেওয়া খাস ব্যাপার! এমন বলে কোন কথা নেই। এসবই মানুষের বানানো

অতিভক্তি। অনেকে আবার বলেন, আমার সালাম টি মদীনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের কাছে পৌছে দিয়েন! এসব ভিত্তিহীন। এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের বাড়িগুলোকে কবর সদৃশ্য বানিও না এবং আমার কবরকে উৎসবের কেন্দ্রস্থল করো না। আমার প্রতি তোমরা দরূদ ও সালাম পেশ করো। কেননা (দুনিয়ার) যেখান থেকেই তোমরা দরূদ পেশ করো তাই আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়"। আবু দাউদ-২০৪২

- ✪ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার একদল ফেরেশতা রয়েছে যারা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করছে। যখনই আমার কোন উম্মত আমার প্রতি সালাম জানায় ঐ ফেরেশতারা তা আমার কাছে তখন পৌঁছিয়ে দেয়"। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই বলেছেন, "যে কেউই আমাকে সালাম দেয় তখনই আল্লাহ তাআলা আমার রুহকে ফেরত দেন, অতঃপর আমি তার সালামের জবাব দেই"। নাসাঈ-১২৮২
- ✪ নারীদের কবর জিয়ারত নিয়ে আলেম-উলামাদের মাঝে বিতর্ক আছে। এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের লানত করেছেন। পরবর্তীতে এক হাদীসের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে বলে মনে হয়। তাই বিতর্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উত্তম হবে কবর জিয়ারতকে উদ্দেশ্য করে কোথাও না যাওয়া যেহেতু সালাম যে কোন জায়গা থেকে দেওয়া যায়। তবে সাধারনভাবে যে কোন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরবাসীদের সালাম দেওয়া ও দুআ করা যায়েজ আছে।
- ✪ আরো কয়েকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। যদিও বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়। অনেকে দেখবেন এই ধারণা, বিশ্বাস বা আক্বীদা পোষণ করেন যে - ১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূরের তৈরি (তিনি মাটির তৈরি মানুষ নন)। ২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হায়াতুন নবী (তিনি জীবিত আছেন, মৃত্যু বরণ করেও মরেন নাই)। ৩. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওছিলায় এই বিশ্বজগত (তাঁকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি হত না)। ৪. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েবের খবর রাখেন (তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন)। ৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের চারপাশের মাটির মর্যাদা আল্লাহ তাআলা আরশের চেয়েও বেশি। ৬. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে শুয়ে এই পৃথিবীর সব কিছু দেখছেন ও খবর রাখছেন এবং প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন পরহেজগার বান্দাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবীতে হাজির হওয়ার ক্ষমতা রাখেন (বিভিন্ন মিলাদ মাহফিলে হাজির হন)। নাউজুবিল্লাহ...
- ✪ শিক্ষিত, সুবিজ্ঞ ও ঈমান বিষয়ে সচেতন পাঠকমন্ডলীর উপর এই বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলো দলীল ভিত্তিক বিশ্লেষণ সহ জ্ঞান আহরণ ও বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের উপর ছেড়ে দিলাম। 'রাব্বি জিদনী ইলমা'।

মদীনা ও মসজিদে নববী সম্পর্কিত তথ্য

- মসজিদে নববী অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক, চমৎকার ও জমকালো মসজিদ।
- মসজিদে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আলাদা স্বলাতের জায়গা রয়েছে।
- মদীনার আবাহাওয়া গরম। কিন্তু বাতাসে কম আর্দ্রতার কারণে খুব ঘাম সহজেই শুকিয়ে যায়।
- মক্কার তুলনায় এখানে হোটেল বা বাসা মসজিদের খুব কাছাকাছি হবে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও এখানে বেশি হবে।
- মসজিদের প্রতিটি প্রবেশ গেটে নিরাপত্তাকর্মী থাকে এবং তারা বড় আকারের বা সন্দেহজনক ব্যাগ চেক করে।
- মসজিদের বাইরে বেসমেন্ট ফ্লোরে টয়লেট, অযুর স্থান ও গাড়ি পার্কিং সুবিধা রয়েছে।
- বাদশাহ ফাহাদ গেট মসজিদের অন্যতম প্রধান বড় প্রবেশ গেট (২১-ডি); এমন ৫ দরজা বিশিষ্ট ৭টি গেট আছে মসজিদে।
- মসজিদের ভেতরে প্রবেশের জন্য মসজিদে নববীতে ৩০টিরও বেশি গেট বা দরজা রয়েছে।
- মসজিদের প্রতিটি বড় প্রবেশ ফটকেই স্বলাতের সময়সূচি টাঙানো রয়েছে।
- মসজিদের চারপাশে অনেক হকার দোকান ও শপিং মল রয়েছে।
- মসজিদের চারপাশেই সানশেড বৈদ্যুতিক ছাতা রয়েছে। এসব ছাতা দিনের বেলায় খোলা থাকে এবং রাতে বন্ধ থাকে।
- হজ্জযাত্রীদের শীতল বাতাস প্রদানের জন্য প্রতি ছাতার খুঁটিতে দুটি করে কুলার ফ্যান রয়েছে।
- মসজিদের ছাদে সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি পাঠাগার রয়েছে। এখানে বাংলা বই আছে পড়ার জন্য।
- মসজিদের ভেতরে সবদিকেই যমযম কূপের পানির কন্টেইনার পাওয়া যায় এবং এই পানি বোতলে ভরে নিয়ে আসাও যাবে।
- মসজিদের ভেতরে জুতা রাখার জন্য অসংখ্য শেলফ্ রয়েছে। অনেক ছোট ছোট র‍্যাকও আছে জুতা-স্যান্ডেল রাখার জন্য।
- মসজিদের ভেতরে প্রতিটি পিলারে নিচের দিকে এসি-র ব্যবস্থা রয়েছে। সম্পূর্ণ মসজিদে এসি রয়েছে।

- ✪ রিয়াযুল জান্নাহ ব্যতীত মসজিদের ভেতরে সকল জায়গার কার্পেটের রঙ লাল। রিয়াযুল জান্নাহ এলাকার কার্পেট হালকা সবুজ।
- ✪ নীল/সবুজ পোশাক পরিহিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা মসজিদের ভেতরে কাজ করছে; এদের অধিকাংশই এসেছে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ থেকে।
- ✪ মসজিদের মধ্যে অনেক বইয়ের শেলফ রয়েছে। এসব শেলফ থেকে কুরআন শরীফ (নীল রং) নিয়ে পড়তে পারেন ।
- ✪ বৃদ্ধ ও অসুস্থ হজ্জযাত্রী বহনের জন্য মসজিদের বাইরে ছোট গাড়ি রয়েছে।
- ✪ মসজিদের সবুজ গম্বুজের ডান দিকে কিছুটা সামনে এগিয়ে ইমাম কিবলামুখি হয়ে নামাযে দাঁড়ান।
- ✪ রিয়াযুল জান্নাহ জায়গা এবং মসজিদের সামনের দিকে প্রথম কয়েকটি সারির নির্মাণ কৌশল পুরনো কায়দায়।
- ✪ মসজিদের বাইরে ইমামের সালাতে দাঁড়ানোর স্থান বরাবর চিহ্নিত সাইনবোর্ড আছে, যেটি পার করে জামাআতে স্বলাতের সময় দাঁড়ানো যাবে না।
- ✪ যোহর, আসর ও মাগরিবের স্বলাতের পর মসজিদের ভেতরে কিছু জায়গায় ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় কিছু আলেম/শায়খ ইসলামিক আলোচনা করেন।
- ✪ মসজিদের ভেতরে একটি জায়গায় কয়েকটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিশুদের কুরআন শিখানো হয় আসর ও মাগরিবের স্বলাতের পর।
- ✪ রিয়াযুল জান্নাহর কিছু অংশ সকালে ও বিকালে মহিলা দর্শনার্থীদের স্বলাত আদায়ের জন্য মোটা ক্যানভাসের কাপড় দিয়ে আবৃত করে দেওয়া হয়।
- ✪ রিয়াযুল জান্নাহ রয়েছে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেহরাব, খুতবার মিম্বার ও মিনার।
- ✪ এই এলাকার বাইরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে তাহাজ্জুদের মেহরাব, সুফফা ও ফাতিমার দরজা।
- ✪ রিয়াযুল জান্নাহ এলাকায় সবসময়ই হজ্জযাত্রীদের ভিড় থাকে। এ কারণে হজ্জযাত্রীদের এখানে এসেই স্বলাত আদায় করে দ্রুত বের হওয়া উচিত যাতে অন্য হজ্জযাত্রীরা সুযোগ পান।
- ✪ কবরের জায়গার প্রথম দরজা ফাঁকা আছে। বলা হয়ে থাকে, এই জায়গা ঈসা (আলায়হিস সালাম) এর কবরের জন্য সংরক্ষিত আছে !
- ✪ কবরের জায়গার তৃতীয় দরজাটিও ফাঁকা। বলা হয়ে থাকে, এই জায়গাটি ইমাম মাহদী (আলায়হিস সালাম) কবরের জন্য সংরক্ষিত আছে !
- ✪ মসজিদের ভেতরে ও বাইরে হাজীদের আপ্যায়ন হিসাবে অনেকে নাস্তা /ফল/জুস/খেজুর/পানি/চা বিতরন করে থাকেন।

মসজিদে নববীর চত্তরে স্থাপিত উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক ছাতা

মসজিদে নববীর চত্তর (বৈদ্যুতিক ছাতা বন্ধ)

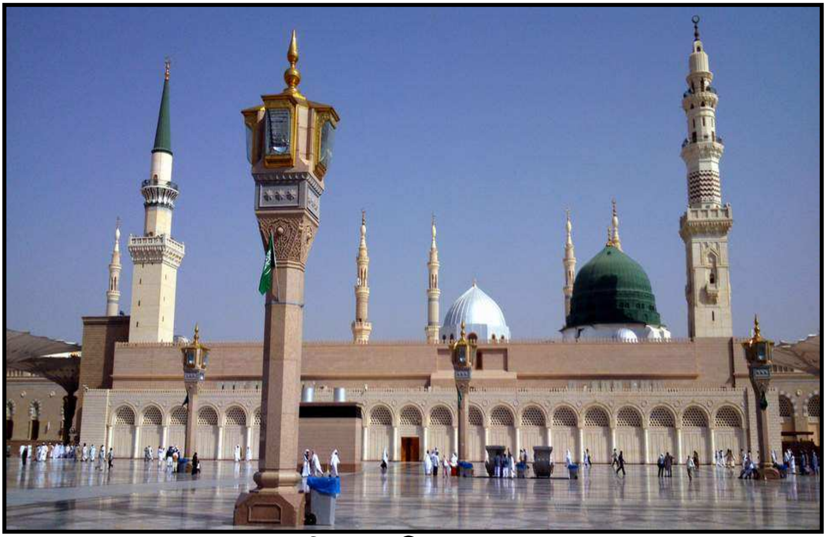
মসজিদে নববীর সম্মুখ ভাগ

মসজিদে নববীর ভেতরে হাজিদের আপ্যায়ন

রিয়াদুল জান্নাহ (মিম্বারের একাংশ)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের দরজা (মধ্যম দরজা)

মসজিদে নববী দর্শনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি ও বিদ‘আত

- ✖ মনে মনে মূখ্য উদ্দেশ্য বা শুধু নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রওজা জিয়ারতের নিয়তে বা উদ্দেশ্যে মদীনা ভ্রমণ করা।
- ✖ কেউ কেউ হজ্জযাত্রীদের কাছে তাদের সালাম রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা।
- ✖ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদের ৪০ ওয়াক্ত স্বলাত পড়ার জন্য পুরো ৮দিন মদীনায় অবস্থান করা বাধ্যতামূলক বা নিয়ম মনে করা।
- ✖ মদীনা ও মসজিদে নববীতে প্রবেশের পূর্বে গোসল করতে হবে বলে মনে করা।
- ✖ মদীনায় প্রবেশের সময় ও মসজিদের মিনার দেখার পর জোরে তাকবীর দেওয়া বা এই দুআ পড়া নিয়ম মনে করা: (এই এলাকা তোমার বার্তাবাহকের পবিত্র এলাকা, তুমি একে রক্ষা কর..)।
- ✖ মদীনায় প্রবেশের পর কোন নির্ধারিত দুআ পড়া নিয়ম মনে করা।
- ✖ মসজিদে প্রবেশের পর স্বলাত পড়ার আগেই রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর জিয়ারত করা জরুরী মনে করা।
- ✖ কবরের কাছে গিয়ে দুআ করা বড় ফযিলত মনে করা ও কবরের দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে দুআ করা।
- ✖ কোনো মনের ইচ্ছা পূরণের আশায় কবরের কাছে দুআ করার জন্য যাওয়া।
- ✖ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে চুমু খাওয়া অথবা স্পর্শ করার চেষ্ঠা করা অথবা এর চারপার্শ্বের দেয়াল অথবা পিলারে চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা।
- ✖ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে অনুনয়-বিনয় করে শাফায়াত চাওয়া বা কিছু চাওয়া।
- ✖ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করা বা কবরকে সামনে রেখে বসে দুআ-যিক্‌র করা।
- ✖ প্রতি স্বলাতের পরে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর জিয়ারত করতে যাওয়া জরুরী বা ভাল মনে করা।
- ✖ স্বলাতের পর উচ্চঃস্বরে বিশেষ বিশেষ দুআ বলা বিশেষ ফযিলত মনে করা বা প্রচলিত বানোয়াটি ও বিদআতি দরূদ পাঠ করা।
- ✖ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের উপরে সবুজ গম্বুজ থেকে পতিত বৃষ্টির পানি থেকে কোনো কল্যাণ বা বরকত কামনা করা।
- ✖ মসজিদের মূল অংশে স্বলাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারন করা।
- ✖ হজ্জযাত্রীদের নিয়ে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের পাশে অথবা এর দূরে থেকে সমবেত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে দুআ করা।

- ✖ মসজিদ থেকে চূড়ান্তভাবে বের হওয়ার সময় সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে পিছন দিকে হেঁটে বের হওয়া।
- ✖ মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা ব্যতিত মদীনার অন্য কোনো মসজিদ দর্শন করে সওয়াবের আশা করা।
- ✖ মসজিদের খুঁটিতে সুতা বা ফিতা বাঁধা কোনো কল্যাণ বা বরকত মনে করা।
- ✖ মদীনা থেকে নুড়ি পাথর বা বালি নিয়ে সংরক্ষণ করা ও তাবিজ-কবজ বানানোর জন্য নিজ দেশে নিয়ে আসা।
- ✖ কিছু প্রচলিত জাল হাদীসসমূহ:
- ✖ "যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।"
- ✖ "যে হজ্জ করতে এসে আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার সাথে সাক্ষাত করল।"
- ✖ "যে হজ্জ করতে এসে আমার জিয়ারত জন্য এলো না সে আমার সাথে রূঢ় আচরণ করল।"
- ✖ মদীনা থেকে বিদায়ের সময় মসজিদে নববীতে ২ রাকাত বিদায়ী নামাজ পড়া ও বিদায়ী রওজা জিয়ারত করা।
- ✖ মসজিদে নববী থেকে শেষবার বের হওয়ার সময় উল্টোমুখি হয়ে বের হওয়া।

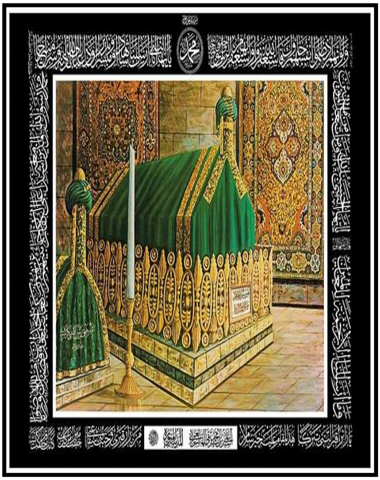

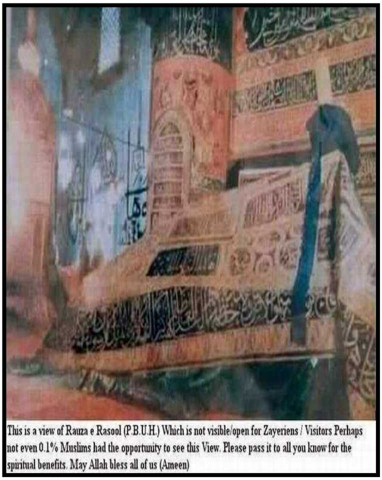

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের প্রচলিত ভ্রান্ত ছবি

মদীনায় কেনা-কাটা

- আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ অনুসারে, মক্কার তুলনায় মদীনায় খেজুরের দাম কম। এখানে সবকিছুর দাম মক্কার তুলনায় তুলনামূলক একটু কম। সে কারণে আমার মতে, কেনা-কাটা মদীনায় করাই ভালো।
- আপনাদের আগেই বলেছি; যদি পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য কোনো উপহার বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে চান তাহলে তা হজ্জের আগেই কিনে ফেলবেন। কেননা, হজ্জের সময় যত কাছাকাছি হয় জিনিসপত্রের দাম ততো বেড়ে যায়। হজ্জের পরেও কিছু দিন দাম চড়া যায়, তারপর কমে।
- মসজিদে নববীর চারপাশে অনেক শপিং মল, মার্কেট ও হকার মার্কেট রয়েছে। বদর গেটের বিপরীতেই আছে বিন দাউদ ও তাইয়েবা শপিং মল। কেনাকাটার সময় কোনো দোকানে যদি ফিক্সড প্রাইস (একদাম লেখা) লেখা থাকে তারপরও দামাদামি করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। কারন হজ্জের মৌসুমে তারা জিনিসপত্রের দাম একটু বাড়িয়ে লেখে, সুতরাং কিছুটা দরকষাকষি করতেই পারেন। তবে সুপারমার্কেটের যেসব পণ্যে বারকোড দেওয়া রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে দরাদরি করে কোন লাভ নেই।
- এখানে বেশকিছু খেজুরের মার্কেট পাবেন। আপনার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিভিন্ন জাতের খেজুর কিনে নিয়ে যেতে পারেন। তবে লাগেজের ওজনের কথা মাথায় রাখতে হবে! বিখ্যাত কিছু খেজুরের জাত হলো: আজওয়া, আম্বার, সুকারি, মাযদল, কালকি, রাবিয়া ইত্যাদি।
- এছাড়া আপনি এখান থেকে আতর, টুপি, জায়নামায, সৌদি জুব্বা, সৌদি বোরকা, হিজাব, কাপড়, ঘড়ি, বাংলা বই (দারুস সালাম পাবলিকেশন্স), সিডি, ডিভিডি, কসমেটিকস ইত্যাদি কিনতে পারেন।
- শেষ কথা হলো: মদীনা থেকে পারলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহকে ক্রয় করে নিজ অন্তরে গেঁথে নিয়ে যান।

মদীনায় দর্শনীয় স্থান

- আপনার ট্রাভেল এজেন্সি মদীনায় একদিনের জিয়ারাহ ট্যুরের জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং আপনাদের সবাইকে একত্রে মদীনার নিকটস্থ ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে নিয়ে যেতে পারে। আপনি এই জিয়ারাহ ট্যুর উপভোগ করবেন। মদীনার চারপাশ ঘুরে দেখার এটাই সুযোগ। একটি বিষয় লক্ষ্য করবেন মদীনায় অসংখ্য খেজুর বাগান রয়েছে।

✪ কিছু জিয়ারাতের স্থান খুব কাছেই, ইচ্ছে করলে পায়ে হেঁটেই সেসব স্থানে যেতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে পরামর্শ হলো একা কোথাও যাবেন না এবং কয়েকদিন মদীনায় থাকার পর জিয়ারাতের স্থানগুলো ভ্রমণ করবেন।

✪ বাকীউল গারকাদ কবরস্থান, মসজিদে আবু বকর, মসজিদে ওমর ফারুক, মসজিদে আলী, গামামা মসজিদ ও বিলাল মসজিদে পায়ে হেঁটেই যেতে পারবেন।

✪ ফজরের স্বলাতের পর লক্ষ্য করবেন কিছু মাইক্রোবাস অথবা প্রাইভেট কার ড্রাইভার 'জিয়ারাহ, জিয়ারাহ' বলে ডাকবে। গাড়ি ভাড়া করে আপনি কিছু স্থান ঘুরে দেখতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয় ছোট ছোট দল করে ঘুরতে বের হওয়া, কারণ ড্রাইভার প্রতি ব্যক্তির জন্য ১০/২০ সৌদি রিয়াল ভাড়া দাবি করে থাকে। এসব স্থান ভ্রমণ করার সময় অবশ্যই আপনার পরিচয়পত্র ও হোটেলের ঠিকানা সঙ্গে রাখুন। কারণ অনেকসময় পুলিশ আপনার মদীনার পরিচয়পত্র চেক করতে পারে।

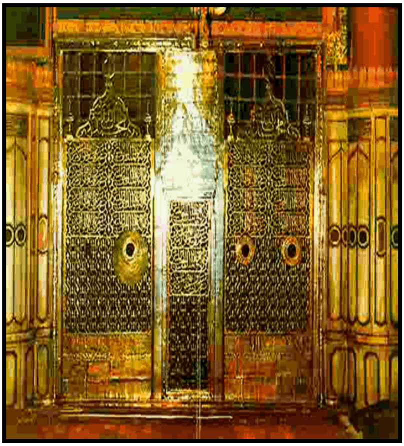

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কবরের সম্মুখ ভাগের দেয়াল।

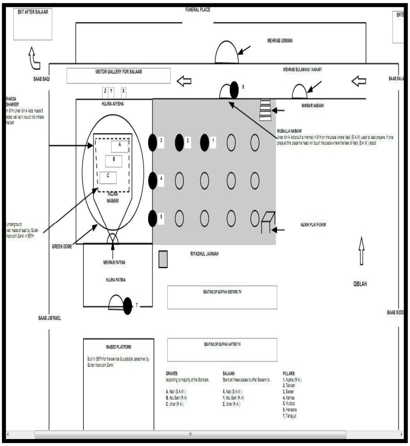

মসজিদে নববীর ৭ ঐতিহাসিক স্তম্ভ।

বাকিউল গরকাদ কবরস্থান - সকালে ও বিকালে যিয়ারতের জন্য খোলা থাকে।

কুবা মসজিদ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিজ হাতে স্থাপিত মসজিদ। বাসায় অযু করে এ মসজিদে ২ রাকাআত নফল স্বলাত আদায় করলে ১টি উমরাহ সমান নেকি পাওয়া যায়।

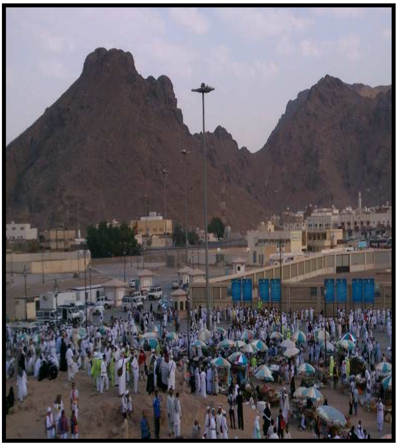

উহুদ পাহাড় - ২ মাথা পাহাড়। ৩য় হিজরীতে উহুদ এর যুদ্ধে রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) এর চাচা হামজা (রা.) সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) এর দাঁত ভেঙে যায়।

মসজিদে কিবলাতাইন - কিবলাতাইন মানে দু'টি কিবলা। নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) কে কিবলা পরিবর্তন করে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ রোড এ অবস্থিত।

জুমআা মসজিদ - মদীনায় রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) ১০০ সাহাবী নিয়ে প্রথম জুমআর স্বলাত

যে স্থানে পড়েছিলেন সেখানে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

গামামাহ মসজিদ - রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) এখানে ঈদের স্বলাত পড়তেন। একবার রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) এখানে বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার স্বলাত পড়েছিলেন এবং তখনই বৃষ্টি হয়েছিল। মসজিদে নববীর সাথেই এই মসজিদের অবস্থান।

বিলাল মসজিদ - কুরবান রোড এ অবস্থিত। মসজিদে নববীর খুব কাছে অবস্থিত, খেজুর মার্কেট এর পাশে।

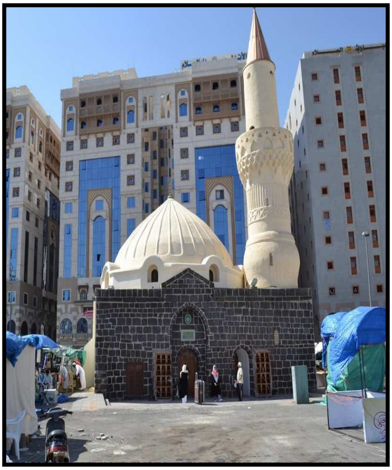

আবু বকর মসজিদ - এ স্থানে আবু বকর (রা.) এর বাড়ি ছিল, পরবর্তীতে এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এটি মসজিদে নববী সংলগ্ন।

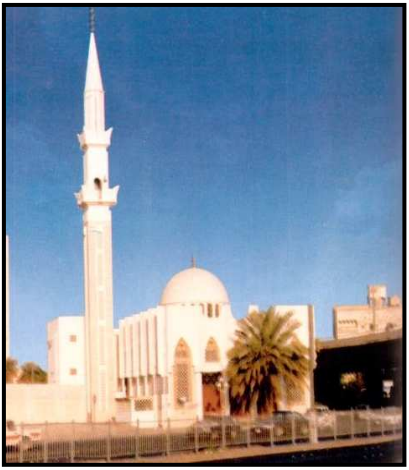

উসমান বিন আফফান মসজিদ - কুরবান রোড এ অবস্থিত।

উমর ফারুক মসজিদ - গামামাহ মসজিদ এর খুব কাছে অবস্থিত। মসজিদে নববী সংলগ্ন।

আলী মসজিদ - গামামাহ মসজিদ এর খুব কাছে অবস্থিত। মসজিদে নববীর পশ্চিমে অবস্থিত।

ইমাম বুখারী মসজিদ - মসজিদে নববীর পশ্চিমে অবস্থিত।

সালমান ফারসির কথিত বাগান - মসজিদে নববীর দক্ষিণে অবস্থিত খেজুর বাগান।

ইজাবা মসজিদ - মসজিদে নববীর উত্তর-পূর্ব কোনে অবস্থিত।

কেন্দ্রীয় খেজুর মার্কেট - মসজিদে নববীর সন্নিকটস্থ বিলাল মসজিদ সংলগ্ন পাইকারী মার্কেট।

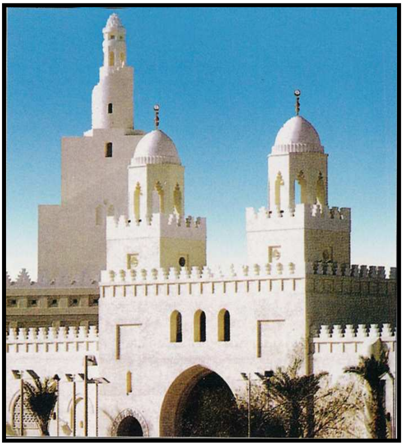

আল শাজারাহ মসজিদ - মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে, ১২ কি.মি. দূরত্বে। যুল হুলাইফাতে অবস্থিত মীকাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা যাওয়ার পথে এই মসজিদে স্বলাত আদায় করতেন।

এবার ফেরার পালা

- আশা করা যায় আপনি আপনার ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়েছেন। আপনার জন্য কিছু কৌশলগত টিপস: আপনার মালামাল যদি বেশি হয় তাহলে আপনার মেইন লাগেজের ওজন এয়ারলাইনসের নিয়মানুসারে ৩০/৪০ কেজি করুন। অতিরিক্ত ওজন করবেন না কারণ এর জন্য আপনাকে অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ করতে হবে। আর দুই তিনটি ছোট হ্যান্ড ব্যাগ নিতে পারেন, এতে সবমিলে সর্বোচ্চ ১৫/২০ কেজি পর্যন্ত ওজন করা যাবে। যদিও বিমানে ভিতর বহনের জন্য আদর্শ ওজন হলো ৭/১০ কেজি, হজ্জের সময় এ বিষয়গুলো এয়ারলাইনস খেয়াল করে না ও কিছুটা ছাড় দেয়। অনেকের ব্যাগে কম ওজনের মালামাল থাকে, তাদের ব্যাগেও কিছু মালামাল দিয়ে দিতে পারেন। জমজম পানি পাওয়ার বিষয়টি আপনার এজেন্সির সাথে কথা বলে জেনে নিন কিভাবে ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে।
- বিমানের শিডিউল বিলম্বের কারণে ফিরতি যাত্রা পরিকল্পনা মাফিক নাও হতে পারে, সেজন্য অস্থির না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করুন। প্রথমে আপনার এজেন্সির পরিবহণে করে মুআল্লিম অফিসে নিয়ে যাবে। আপনার এজেন্সি আপনাদের সবার পাসপোর্ট মুআল্লিম অফিস থেকে ফেরত নেবে এবং এরপর বিমানবন্দরে নিয়ে যাবে। জেদ্দা বিমানবন্দরে ওয়েটিং প্লাজায় অপেক্ষা করতে হতে পারে। আপনার এজেন্সি চেক করবে যে শিডিউল অনুসারে আপনাদের বিমান আছে কি না। বিমান আসতে দেরি হলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।
- আপনার পাসপোর্টের ট্রাভেল স্টিকার যদি থেকে যায় তবে তা উঠিয়ে ব্যাংক কাউন্টার থেকে ৩০/৬০ সৌদি রিয়াল উঠিয়ে নিতে পারেন।
- এবার এয়ারলাইন্সের লাগেজ ওজন কাউন্টারে আপনার মেইন লাগেজটি জমা দিন। এখান থেকে আপনি বোর্ডিং পাস পাবেন। এটি যত্ন করে রেখে দিন। কিছু এয়ারলাইন্স হোটেল থেকেই লাগেজ নিয়ে কার্গোতে তুলে দেয়।
- এবার ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাবেন। এখান থেকে প্রত্যেক হজ্জ যাত্রীকে এক কপি করে বাংলা অনুবাদ ও তাফসীরসহ কুরআন মজীদ দেয়া হবে। এক কপি সংগ্রহ করুন অথবা কাউকে জিজ্ঞেস করুন যে কোথা থেকে কুরআন সংগ্রহ করতে হবে।

- ইমিগ্রেশন শেষে টার্মিনাল ভবনে প্রবেশ করবেন। এবার আপনার দেহ ও ছোট হ্যান্ড ব্যাগ স্ক্যান করা হবে। মনে রাখবেন ব্যাগে বডি স্প্রে, লোশন, ওজন পরিমাপক যন্ত্র, চাকু ও কাঁচি রাখবেন না। এগুলো নিয়ে নেবে।
- এবার বোর্ডিং পাস দেখিয়ে ওয়েটিং জোনে প্রবেশ করুন। বিমান আসলে লাইনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বিমানে উঠবেন। আপনার নির্দিষ্ট আসনে অথবা যে কোন আসনে বসে পড়ুন, কারণ বিমান ক্রু যাত্রী সংখ্যা গণনা করবে।
- রানওয়েতে বিমান চলা শুরু করলে ক্রুর দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করুন এবং সিট বেল্ট বেঁধে নিয়ে বিমান উড্ডয়নের অপেক্ষা করুন। এবার বিমানযাত্রা এবং অভ্যন্তরীণ আতিথেয়তা উপভোগ করুন।

ব্যাংক রসিদ, ওজন কাউন্টার, ইমিগ্রেশন কাউন্টার ও ব্যাগ চেক

৵ হজ্জের পর যা করবেন ৵

- ✪ হজ্জের সফর শেষ করে নিজ মহল্লায় প্রবেশ করে বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে নিকটস্থ এলাকার মসজিদে দুই রাকাত স্বলাত আদায় করুন। মুসলিম-২৭৬৯
- ✪ হজ্জের পর আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকুন।
- ✪ ঈমানকে দৃঢ় ও আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করুন।
- ✪ অন্তরে আল্লাহভীতি রাখুন এবং মনে রাখুন এই জীবন একটি পরীক্ষা স্বরুপ।
- ✪ স্বলাত, রোযা ও যাকাত নিয়মিত ও সঠিকভাবে আদায় নিশ্চিত করুন।
- ✪ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং সে অনুসারে আমল করুন।
- ✪ নেক আমলের স্থায়ীত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন।
- ✪ আপনার পরিবারকেও সঠিকভাবে ইসলাম মেনে চলার জন্য আদেশ করুন।
- ✪ আল্লাহ তাআলার বার্তাবাহকের বার্তাবাহক হওয়ার চেষ্টা করুন।
- ✪ দ্বীনের দাওয়াহ ও ইসলা করুন।
- ✪ পরিচিতদের হজ্জ করতে উৎসাহিত করুন।
- ✪ উত্তম ও হালাল উপার্জন করুন।
- ✪ সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।
- ✪ হাজী উপাধির অপব্যবহার না করা।
- ✪ হজ্জের সময়ে আল্লাহর কাছে আপনি যা প্রতিশ্রুতি করেছেন এবং যা ক্ষমা চেয়েছেন সেগুলো মনে রাখুন।
- ✪ অন্যদের কাছে হজ্জের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সঠিক নয় বা অজানা এমন কিছু অতিরিক্ত না বলা।
- ✪ আমি হজ্জ করে এসেছি এটা কোন ভাবে প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের কাছে থেকে সম্মান, ভালবাসা ও সহানুভূতি অর্জন করার চেষ্টা না করা।
- ✪ আপনার সামর্থ্য থাকলে আরেকবার হজ্জের জন্য অথবা অন্য কারো বদলি হজ্জের পরিকল্পনা করুন।

ভালো আলামত

- হজ্জ কবুল হওয়া বা না হওয়া মহান আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারভূক্ত। কিন্তু বান্দা যখন হজ্জ করবে তখন সে দৃঢ়তা ও পূর্ণ বিশ্বাস এর সাথে হজ্জ পালন করবে এবং আশা রাখবে ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তাআলা তার হজ্জ কবুল করবেন। কখনই হতাশা বা শংকাযুক্ত হয়ে হজ্জ পালন করা যাবে না।
- অবশ্য হজ্জ যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কবুল হয় তবে বাহ্যিকভাবে বান্দার মধ্যে কিছু লক্ষণ বা আলামত মোট কথা কিছু ভালো পরিবর্তন প্রতীয়মান হয়। যে বান্দা ইবাদত ও আন্তরিক আমল দ্বারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য সচেষ্ট হবে আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে হেদায়াত দান করবেন; এবং আল্লাহই তার অন্তরে পরিবর্তন এনে দিবেন। নিজ থেকে মানুষ দেখানো পরিবর্তন আনা অবশ্য মোটেই বেশিদিন টেকসই হয় না। আর যে হজ্জের আগে যেমন ছিল হজ্জের পরেও তেমনি থাকলো, কোন ভালো পরিবর্তন এলো না, তাহলে সেটি একটি চিন্তার বিষয়। অবশ্য কারো সম্পর্কে কোন ধারনা পোষন করাও ঠিক নয়। সব কিছু আল্লাহর হাতে এবং তিনিই ভালো জানেন।
- হজ্জের পর ঈমান ও আমলে দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া ভালো লক্ষণ। পার্থিবতা ও দুনিয়াবি বিষয়ে অনীহা ও পরকালের প্রতি প্রবল আগ্রহ-লোভ সৃষ্টি হওয়া।
- হজ্জ পূর্ব জীবনে যেসব পাপ ও অন্যায় অভ্যস্ততা ছিল সেগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত জীবনযাপন করা। অন্তরে কোমলতা আসা।
- হজ্জ সম্পাদনের পর কৃত আমলকে অল্প মনে করা। আমল করার বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা। লোক দেখানো ভাব, অহংকার ও বড়ত্বোবোধ থেকে বেঁচে থাকা। ইবাদত পালনে উৎসাহ ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়া। বেশি বেশি দান সাদকা করা।
- কথায় ও কাজে আল্লাহর উপর বেশি ভরসা রাখা। বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। বেশি বেশি দুআ ও যিক্‌র করা।
- দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞান আহরোনের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। খোলা মন নিয়ে ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ করার মনমানসিকতা সৃষ্টি হওয়া ও নিজেকে শুদ্ধ করা।
- আল্লাহর দ্বীনকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

“হে আল্লাহ! তুমি আমাদের হজ্জকে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও” - আমিন।

কুরআনে বর্ণিত দুআ

١- رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

১। হে আমাদের প্রভু! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও। আর আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। সূরা বাকারা, ২ ঃ ২০১

٢- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

২। হে আমাদের রব! যেহেতু তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করেছ, কাজেই এরপর থেকে তুমি আমাদের অন্তরকে আর বক্র করো না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দাও। তুমিতো মহাদাতা। সূরা আলে-ইমরান, ৩ ঃ ৮

٣- رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

৩। হে আমার পরওয়ারদেগার! তোমার কাছ থেকে আমাকে তুমি উত্তম সন্তান-সন্ততি দান কর। নিশ্চয়ই তুমিতো মানুষের ডাক শোনো। সূরা আলে-ইমরান, ৩ ঃ ৩৮

٤- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

৪। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। যেসব কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন হয়ে গেছে সেগুলোও তুমি ক্ষমা কর। আর (সৎপথে) তুমি আমাদের কদমকে অটল রেখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। সূরা আলে-ইমরান, ৩ ঃ ১৪৭

٥- رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

৫। হে রব! নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তুমি যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা তুমি আমাদেরকে দিয়ে দিও। আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করিও না। তুমিতো ওয়াদার বরখেলাফ কর না। সূরা আলে-ইমরান, ৩ ঃ ১৯৪

٦- رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ.

৬। হে আমাদের রব! তুমি যা কিছু নাযিল করেছো, তার উপর আমরা ঈমান এনেছি। আমরা রাসূলের কথাও মেনে নিয়েছি। কাজেই সত্য স্বীকারকারীদের দলে আমাদের নাম লিখিয়ে দাও। সূরা আল-মায়িদা, ৫ ঃ ১৮৩

٧- رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

৭। হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর, আর আমাদের প্রতি রহম না কর তাহলে নিশ্চিতই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। সূরা আল-আ'রাফ, ৭ ঃ ২৩

٨- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

৮। হে রব! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সাথী করো না। সূরা আল-আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৭

٩- رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

৯। হে আমার মালিক! আমাকে স্বলাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার ছেলে-মেয়েদেরকেও নামাযী বানিয়ে দাও। হে আমার মালিক! আমার দো'আ তুমি কবুল কর। সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪০

١٠- رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

১০। হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যেদিন চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং সকল ঈমানদারদেরকে তুমি ক্ষমা করে দিও। সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪১

١١- رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

১১। হে আমাদের রব! তোমার অপার অসীম করুণা থেকে আমাদেরকে রহমত দাও। আমাদের কাজগুলোকে সঠিক ও সহজ করে দাও। সূরা কাহ্ফ, ১৮ ঃ ১০

١٢- رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ - وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ -وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ - يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.

১২। হে আমার রব! আমার বক্ষকে তুমি প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজগুলো সহজ করে দাও। জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা সহজেই বুঝতে পারে। সূরা ত্বহা, ২০ ঃ ২৫

১৩- رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

১৩। হে রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। সূরা ত্বহা, ২০ ঃ ১১৪

١٤- رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ.

১৪। হে রব! আমাকে তুমি নিঃসন্তান অবস্থায় রেখো না। তুমিতো সর্বোত্তম মালিকানার অধিকারী। সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৯

١٥- رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ - وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ.

১৫। হে রব! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি এ থেকেও তোমার নিকট পানাহ চাই যে, শয়তান যেন আমার ধারে কাছেও ঘেষতে না পারে। সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৭-৯৮

١٦- رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا – إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

১৬। হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিও। এর আযাব তো বড়ই সর্বনাশা। আশ্রয় ও বাসস্থান হিসেবে এটি কতই না নিকৃষ্ট স্থান। সূরা আল-ফুরক্বান, ২৫ ঃ ৬৫-৬৬

١٧- رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

১৭। হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এমন স্ত্রী-সন্তান দান কর যাদের দর্শনে আমাদের চক্ষুশীতল হয়ে যাবে। তুমি আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম (অভিভাবক) বানিয়ে দাও। সূরা আল-ফুরক্বান, ২৫ ঃ ৭৪

١٨- رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ.

১৮। হে প্রতিপালক! তুমি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছো এর শোকরগোজারী করার তাওফীক দাও এবং আমাকে এমন সব নেক আমল করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর। আর তোমার দয়ায় আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে দাও। সূরা আন-নাম্‌ল, ২৭ ঃ ১৯

١٩- رَبِّ انْصُرْنِـيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ.

১৯। হে রব! ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর। সূরা 'আনকাবূত, ২৯ ঃ ৩০

٢٠- رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

২০। হে রব! আমাকে তুমি নেককার সন্তান দান কর। সূরা আস-সাফ্‌ফাত, ৩৭ ঃ ১০০

٢١- رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ.

২১। হে রব! তুমি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তাওফীক দাও এবং আমাকে এমন সব নেক আমল করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার ছেলে-মেয়ে ও পরবর্তী বংশধরকেও নেককার বানিয়ে দাও। সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫

٢٢- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

২২। হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের আগে যেসব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে, তুমি তাদেরও মাফ করে দাও। আর ঈমানদার লোকদের প্রতি আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিও না। হে রব! তুমিতো বড়ই দয়ালু ও মমতাময়ী। সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ১০

٢٣- رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

২৩। হে আমাদের রব! আমাদের জন্য তুমি আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। তুমি তো সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৮

٢٤- رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ.

২৪। হে আমার রব! আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে, যারা মুমিন অবস্থায় আমার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ-নারীকে তুমি ক্ষমা করে দাও। সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৮

٢٥-رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ.

২৫। হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের পাপরাশি মোচন কর এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৩

٢٦- رَبَّنَآ لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه" عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ .

২৬। হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের রব! পূর্ববর্তীদের উপর যে গুরুদায়িত্ব তুমি অর্পণ করেছিলে সে রকম কোন কঠিন কাজ আমাদেরকে দিও না। হে আমাদের রব! যে কাজ বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই এমন কাজের ভারও তুমি আমাদের দিও না। তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি আমাদের মাওলা। অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২৮৬

٢٧- رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ - وَاجْعَلْ لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ - وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ - وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ.

২৭। হে রব! আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান কর এবং আমাকে নেককার লোকদের সান্নিধ্যে রেখো। এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমার সুখ্যাতি চলমান রেখো।

আমাকে তুমি নিয়ামতে ভরা জান্নাতের বাসিন্দা বানিয়ে দিও। যেদিন সব মানুষ আবার জীবিত হয়ে উঠবে সেদিন আমাকে তুমি অপমানিত করো না। সূরা আশ-শু'আরা ২৬ ঃ ৮৩,৮৪,৮৫

٢٨- رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

২৮। হে প্রতিপালক! তুমি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছো এর শোকরগোজারী করার তাওফীক দাও এবং আমাকে এমন সব নেক আমল করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর। আর তোমার দয়ায় আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে দাও। সূরা আন-নাম্‌ল ২৭ ঃ ১৯

٢٩- رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ

২৯। হে রব! তুমি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তাওফীক দাও এবং আমাকে এমন সব নেক আমল করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার ছেলে-মেয়ে ও পরবর্তী বংশধরকেও নেককার বানিয়ে দাও। সূরা আহকাফ ৪৬ ঃ ১৫

٣٠- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

৩০। হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের আগে যেসব ভাইয়েরা ঈমান এনেছে, তুমি তাদেরও মাফ করে দাও। আর ঈমানদার লোকদের প্রতি আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিও না। হে রব! তুমিতো বড়ই দয়ালু ও মমতাময়ী।

❧ হাদীসে বর্ণিত দুআ ☙

٣١- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

৩১। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে। আশ্রয় চাই তোমার নিকট কবরের আযাব ও জীবন মরণের ফিত্না থেকে। বুখারী ৬৩৬৭ ও মুসলিম ২৭০৬

٣٢- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

৩২। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, কঠিন বালা-মুসিবত, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের বিদ্বেষ থেকে। বুখারী ৬৩৪৭

٣٣- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

৩৩। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত তাকওয়া ও পবিত্র জীবন চাই। আরো চাই যেন কারো কাছে দ্বারস্থ না হই। মুসলিম ২৭২১

٣٤- اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ - اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ.

৩৪। হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। হে আল্লাহ! তোমার নিকট হেদায়াত ও সঠিক পথ কামনা করছি। মুসলিম ২৭২১

٣٥- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

৩৫। হে আল্লাহ! তোমার দেয়া নেয়ামাত চলে যাওয়া ও সুস্থতার পরিবর্তন হওয়া থেকে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই তোমার পক্ষ থেকে আকস্মিক গজব আসা ও তোমার সকল অসন্তোষ থেকে। মুসলিম ২৭৩৯

٣٦- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

৩৬। হে আল্লাহ! আমি আমার অতীতের কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যে কাজ আমি করিনি তার অনিষ্টতা থেকেও আশ্রয় চাই। মুসলিম ২৭১৬

٣٧- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

৩৭। হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্ক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর যদি অজান্তে শির্ক হয়ে থাকে তবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৭১৬

٣٨- اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ - فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ - وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّه" – لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

৩৮। হে আল্লাহ! তোমার রহমত প্রত্যাশা করছি। সুতরাং তুমি আমার নিজের উপর তাৎক্ষণিকভাবে কোন দায়িত্ব অর্পণ করে দিও না। আর আমার সব কিছু তুমি সহীহ শুদ্ধ করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আবূ দাউদ ৫০৯০

٣٩- اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجِلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

৩৯। হে আল্লাহ! কুরআনকে তুমি আমার হৃদয়ের বসন্তকাল বানিয়ে দাও, বানিয়ে দাও আমার বুকের নূর এবং কুরআনকে আমার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করার মাধ্যম বানিয়ে দাও। মুসনাদ আহমাদ ৩৭০৪

٤٠- اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

৪০। হে অন্তরের পরিবর্তন সাধনকারী রব! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে দাও। মুসলিম ২৬৫৪

٤١- يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

৪১। হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তুমি তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। মুসনাদে আহমাদ ২১৪০

٤٢- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

৪২। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

٤٣- اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ.

৪৩। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল কাজের পরিণতি সুন্দর ও উত্তম করে দাও এবং আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা, অপমান এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিও। মুসনাদে আহমাদ ১৭১৭৬

٤٤- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

৪৪। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি, আমার জিহ্বা ও অন্তর এবং আমার ভাগ্য এসব অঙ্গের অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আবূ দাউদ ১৫৫১

٤٥- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.

৪৫। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট শ্বেতরোগ পাগলামি ও কুষ্ঠ রোগসহ সকল জটিল রোগ থেকে আশ্রয় চাই। আবূ দাউদ ১৫৫৪

٤٦-اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.

৪৬। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অসৎ চরিত্র, অপকর্ম এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাই। তিরমিযী ৩৫৯১

٤٧- اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

৪৭। হে আল্লাহ! তুমিতো ক্ষমার ভাণ্ডার, ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর। কাজেই আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। তিরমিযী ৩৫১৩

٤٨- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

৪৮। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে হেদায়াত কর, নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিযিক দান কর। মুসলিম ২৬৯৬

٤٩- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

৪৯। হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক যুলম করে ফেলেছি। আর তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষভাবে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু রব। বুখারী ৮৩৪

٥٠- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا رَزَقْتَنِيْ.

৫০। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও, আমার ঘরে প্রশস্ততা দান কর এবং আমার রিযিকে বরকত দাও। মুসনাদে আহমদ

٥١- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ.

৫১। হে আল্লাহ! তোমার নিকট অনুগ্রহ ও দয়া চাই। কারণ অনুগ্রহ ও দয়ার মালিক তুমি ছাড়া কেউ না। তাবারানী

٥٢- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيْقِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا.

৫২। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট যমীন ধসে পড়া, ধ্বংস হওয়া, পানিতে ডুবা ও আগুনে পোড়া থেকে আশ্রয় চাই। মৃত্যুর সময় শয়তানের ছোবল থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই তোমার নিকট তোমার পথে পৃষ্ঠপ্রদর্শন হয়ে মৃত্যু থেকে। তোমার নিকট আশ্রয় চাই দংশনজনিত মৃত্যু থেকে। নাসায়ী ৫৫৩১

٥٣- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

৫৩। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই। করণ এটি নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। খেয়ানত থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই। কারণ এটি নিকৃষ্ট বন্ধু। আবূ দাঊদ ৫৪৬

٥٤- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

৫৪। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, স্বল্পতা, হীনতা থেকে আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই যালিম ও মাযলুম হওয়া থেকে। নাসায়ী, আবূ দাঊদ

٥٥- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمَقَامَةِ.

৫৫। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই খারাপ দিন, খারাপ রাত, বিপদ মুহূর্ত, অসৎসঙ্গী এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী খারাপ প্রতিবেশী থেকে। সহীহ জামেউস সগীর ১২৯৯

٥٦- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَسْتَجِيْرُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

৫৬। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি। (তিনবার) তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٥٧- اَللّٰهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِي الدِّيْنِ.

৫৭। হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের পাণ্ডিত্য দান কর। বুখারী- ফাতহুলবারী, মুসলিম

٥٨- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا.

৫৮। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী 'ইল্ম, পবিত্র রিযিক এবং কবূল আমলের প্রার্থনা করছি। ইবনে মাজাহ

٥٩-رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ.

৫৯। হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার তাওবা কবূল কর। নিশ্চয়ই তুমি তাওবা গ্রহণকারী ও অতিশয় ক্ষমাশীল। আবূ দাঊদ, তিরমিযী ৩৪৩৪

٦٠- اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا - اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْهَا كَمَا يُـنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ - اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ.

৬০। হে আল্লাহ! আমাকে যাবতীয় গোনাহ ও ভুলভ্রান্তি থেকে পবিত্র কর। হে আল্লাহ! আমাকে গোনাহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, শীতল ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পবিত্র কর। নাসাঈ ৪০২

٦١- اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيْـلَ أَعُـوْذُ بِـكَ مِـنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৬১। হে আল্লাহ! হে জিবরাইল, মীকাইল ও ইসরাফিলের রব! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। নাসাঈ ৫৫১৯

٦٢- اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ.

৬২। হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে হেদায়েতের অনুপ্রেরণা দান কর। আমার অন্তরের অনিষ্টতা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। ইবনে মাজাহ ৩৪৮৩

٦٣- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ.

৬৩। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি উপকার দানকারী ইলম চাই, এমন ইলম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না। ইবনে মাজাহ ৩৮৪৩

٦٤- اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَعَمَالِ وَالْأَدْوَاءِ.

৬৪। হে আল্লাহ! আমাকে অসৎ চরিত্র, কুপ্রবৃত্তি, অপকর্ম ও অপ্রতিষেধক (ঔষধ) থেকে দূরে রাখ। হাকিম

٦٥- اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِيْ بِخَيْرٍ.

৬৫। হে আল্লাহ! আমাকে যে রিযিক দান করেছ এতে তুমি আমাকে তুষ্টি দান কর এবং বরকত দাও। আর আমার প্রতিটি অজানা বিষয়ের পরে আমাকে তুমি কল্যাণ এনে দাও। হাকিম

٦٦- اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

৬৬। হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে তুমি সহজ করে দাও। মিশকাত ৫৫৬২

٦٧- اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

৬৭। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার যিকর, কৃতজ্ঞতা এবং তোমার উত্তম ইবাদাত করার তাওফীক দাও। আবূ দাউদ ১৫২২

٦٨- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ أَعْلٰى جَنَّةِ الْخُلْدِ.

৬৮। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন ঈমানের প্রার্থনা করছি, যে ঈমান হবে দৃঢ় ও মজবুত, যা নড়বড়ে হবে না, চাই এমন নেয়ামত যা ফুরিয়ে যাবে না। এবং চিরস্থায়ী সুউচ্চ জান্নাতে প্রিয় নবী মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকার তাওফীক আমাকে দিও। ইবনে হিব্বান

٦٩- اَللّٰهُمَّ قِنِيْ شَرَّ نَفْسِيْ وَاعْزِمْ لِيْ عَلٰى أَرْشَدِ أَمْرِيْ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ.

৬৯। হে আল্লাহ! আমাকে আমার আত্মার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা কর। পথনির্দেশপূর্ণ কাজে আমাকে তুমি দৃঢ় রাখ। হে আল্লাহ! আমি যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, ভুল করি, ইচ্ছা বশতঃ করি, যা জেনে করি এবং না জেনে করি– এসব কিছুতে আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। হাকিম

٧٠- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

৭০। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঋণের প্রভাব ও আধিক্য, শত্রুর বিজয় এবং শত্রুদের আনন্দ উল্লাস থেকে আশ্রয় চাই। নাসায়ী ৫৪৭৫

٧١- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৭১। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়েত দান কর, আমাকে রিযিক দান কর, আমাকে নিরাপদে রাখ, ক্বিয়ামাতের দিনের সংকীর্ণ স্থান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। নাসায়ী ১৬১৭

٧٢- اَللّٰهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ.

৭২। হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি ও অবয়বকে সুন্দর করেছ। অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও। জামে সগীর ১৩০৭

٧٣- اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِيْ وَاجْعَلْنِيْ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

৭৩। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অটল-অবিচল রাখ এবং আমাকে পথপ্রদর্শক ও হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে গ্রহণ করে নাও। বুখারী- ফাতহুল বারী

٧٤- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

৭৪। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট যমীন ধসে পড়া, ধ্বংস হওয়া, পানিতে ডুবা ও আগুনে পোড়া থেকে আশ্রয় চাই। মৃত্যুর সময় শয়তানের ছোবল থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই তোমার নিকট তোমার পথে পৃষ্ঠপ্রদর্শন হয়ে মৃত্যু থেকে। তোমার নিকট আশ্রয় চাই দংশনজনিত মৃত্যু থেকে। নাসায়ী ৫৫৩১

٧٥- اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৭৫। হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক যুলম করে ফেলেছি। আর তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষভাবে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু রব। বুখারী ৮৩৪

Contents

ব্যবহৃত তথ্যসম্ভার ও বইসমূহ

ভিডিওঃ হজ্জ - ধাপে ধাপে, হুদা টিভি : শাইখ মোহাম্মাদ সালাহ।

ভিডিওঃ সৌদি আরবের মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক নির্মিত হজ্জ ও উমরাহ প্রামাণ্যচিত্র।

বইঃ হজ্জ, উমরাহ ও মসজিদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিয়ারত নির্দেশিকা : মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, ইসলামি দাওয়া, ইরশাদ, আওকাফ, রিয়াদ। ১৪২৮ হিজরি।

বইঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে হজ্জ করেছেন (জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যেমন বর্ণনা করেছেন) : শাইখ মোহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহ.)। (বিসিআরএফ)

বইঃ ছহীহ হজ্জ্ব উমরাহ ও যিয়ারত নির্দেশিকা : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম।

বইঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে হজ্জ, উমরাহ ও জিয়ারাহ : শাইখ আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ বিন বায।

বইঃ পবিত্র মক্কার ইতিহাস : শাইখ ছফীউর রহমান মোবারকপুরী। (পৃষ্ঠা : ১৩৭-১৮৩)

বইঃ আহায্যুকা সাহিহুন (আপনার হজ্জ শুদ্ধ হচ্ছে কি?) : শাইখ মোহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী।

বইঃ যুল হজ্জের তের দিন : আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী।

বইঃ Innovations of Hajj, Umrah & Visiting Madinah. By: Shaikh Muhammad Nasiruddin Albani.

বইঃ হজ, উমরাহ ও যিয়ারত গাইডঃ ড. মনজুরে এলাহী, আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান, নোমান আবুল বাশার, কাউসার বিন খালেদ, ইশবাল হোসেইন মাসুম, আবুল কালাম আজাদ, জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের, মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান।

বইঃ হজ্জ ও উমরাহ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

বইঃ প্রশ্নোত্তরে হজ্জ ও উমরা : অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

বইঃ প্রাকটিক্যাল হজ্জ ও উমরা : মোঃ রফিকুল ইসলাম।

বইঃ তাফসিরুল উশরিল আখির মিনাল কুরআনিল কারিম। (পৃষ্ঠা-১৩৮..)

বইঃ হিসনুল মুসলিম : দৈনন্দিন যিকর ও দু'আর সমাহার। অনুবাদেঃ মোঃ এনামুল হক। সম্পাদনায়ঃ মোহাঃ রকীবুদ্দীন হোসাইন।

বইঃ আইনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুআ অধ্যায় : আব্দুর রযযাক বিন ইউসুফ।

বইঃ শুধু আল্লাহর কাছে চাই : অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম